সিদ্ধান্তরত্ন।

গোস্বামিপাদীয় নানাবিধ ভাষ্যাদি গ্রন্থ-সম্মত

অধ্যাত্ম-বিষয়ক গ্রন্থ।

খড়দহগ্রাম-নিবাসি-

শ্রীউপেন্দ্রমোহন-গোস্বামি-ন্যায়রত্ন-বিরচিত।

"অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং * * অহং।"

ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ভগবদুক্তিঃ

প্রথম খণ্ড।

কলিকাতা:

শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট নং ৩৮ :

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

সন ১২৮৭।

বিজ্ঞাপন।

পরমার্থলিপ্সু জনকর্ত্তৃক তত্ত্বজ্ঞান জন্য অন্য শাস্ত্রার্থ বিচার না করিয়া ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষচতুষ্টয়-রহিত অপৌরুষেয় স্বতঃসিদ্ধ-প্রমাণ বেদবাক্য বিচার কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই বেদে কর্ম্মকাণ্ডে কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ; জ্ঞানকাণ্ডে সগুণ ও নির্গুণ, সাকার ও নিরাকার, ভক্তি ও জ্ঞান, ভেদ ও অভেদ, কেবলদ্বৈত ও কেবলাদ্বৈত প্রভৃতি নানাবিধ পরস্পর বিরুদ্ধ মত থাকায় জন সকল নিজ নিজ তত্ত্বোপদেষ্টার উপদেশানুসারে কেহ কর্ম্মবাদকে, কেহ সগুণ ও সাকার ও কেবলদ্বৈতবাদ ও ভক্তি ও ভেদকে, কেহ নির্গুণ ও নিরাকার ও কেবলাদ্বৈতবাদ ও জ্ঞান ও অভেদকে স্বীকার করেন; সেই সকল পরস্পর বিরোধি শ্রুতিদ্বারা প্রতিপাদিতার্থের এই গ্রন্থে সিদ্ধান্ত থাকায় এই গ্রন্থের নাম সিদ্ধান্তরত্ন হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানি নির্ম্মাণ বিষয়ে প্রথমত ঔদার্য্যাদিগুণযুক্ত শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল দে রায় বাহাদুর প্রবর্ত্তক হন অর্থাৎ কহেন যে, লোক সকলের তত্ত্ব নিশ্চায়ক কোন একখানি গ্রন্থ করুন্। পরে মল্লিককুলাবতংস হরিভক্তচূড়ামণি ধীপ্রবর মহামেধাবী শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ মল্লিককে এতদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহেন, গ্রন্থখানি বঙ্গভাষায় করিবেন, যাহাতে সর্ব্বসাধারণের বোধগোচর হয়। পরে আমি কেবল বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনায় প্রবর্ত্ত হইলে নিমতলা-নিবাসী বিদ্যোৎসাহী সুশীল শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র বসাক ও নন্দন-বাগান-নিবাসী নানাশাস্ত্ররহস্যজ্ঞ বুদ্ধিমৎপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ ঘোষ কহেন যে, শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণ ভিন্ন কেবল বঙ্গভাষায় রচিত গ্রন্থ কাহারও আদরণীয় হইবে না; ইহাঁদিগের বাক্যে আমি মূলগ্রন্থ-ধৃত শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণ দিতে বাধ্য হই; পরে সিমুলিয়া-নিবাসী বদান্যবর হরিচরণপরায়ণ পরোপকারী বহুজন-প্রতিপালক শ্রীযুক্ত তারকনাথ প্রামাণিক এই কথা শ্রবণে কহেন, শ্রুতি

প্রমাণ শূদ্রাদির কিরূপে পাঠ্য হইবে? এতদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া শ্যামপুকুর-নিবাসী ন্যায়দর্শনপারদর্শী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজকুমার ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহেন, গ্রন্থমধ্যে শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণ দিবেন, তাহার বঙ্গভাষায় অনুবাদ যাহা হইবে তাহাই শূদ্রাদি পাঠ করিবে, শ্রুতিপাঠে আবশ্যক কি? অতএব শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণ দিয়া বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিলাম।

এই গ্রন্থখানি শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্য, তৎপরিশিষ্ট সূক্ষ্মভাষ্য ও গোস্বামিপাদের সন্দর্ভ ও তট্টীকাদি গ্রন্থ ও তন্মতপোষক শঙ্করভাষ্য হইতে সংগৃহীত হইল। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে আর কেহ প্রচার করেন নাই; এবং এই সকল মত অত্যন্ত বিরল ও দুরূহ; এজন্য এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করণে ভাষার বিচিত্র সুলালিত্যে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল সাধারণ বোধার্থ দৃষ্টিপাত করিয়াছি। এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণ-ব্যয়জন্য কোন ধনিজনের সাহায্য না লইয়া পরিজনভরণ-মাত্রোপক্ষীণ মামকীন ধনের ব্যয়ে মুদ্রাঙ্কণ করিলাম; পাত্র বিবেচনায় গ্রন্থ বিতরণ করা যাইবে। যাঁহাদিগকে বিতরিত হইবে, তাঁহারা অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিয়া আমার নিজ ব্যয়ের ও শ্রমের সাফল্য করিবেন।

এই গ্রন্থ সপ্ত পাদে বিভক্ত।—প্রথম পাদে পরম-পুরুষার্থ-নির্ণয়, দ্বিতীয় পাদে ভগবদৈশ্বর্য্যাদি-নির্ণয়, তৃতীয় পাদে বিষ্ণুর সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব-নির্ণয়, চতুর্থ পাদে কেবলাদ্বৈত-নিরাস, পঞ্চম পাদে প্রকারান্তরে কেবলাদ্বৈত-নিরাস, ষষ্ঠ পাদে কেবলানুভূতি-নিরাস, ও সপ্তম পাদে উদ্দিষ্টপুরুষার্থ নির্ণয় বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। এতন্মধ্যে প্রথম চারি পাদ সম্প্রতি প্রচারিত হইল, অবশিষ্ট তিন পাদ পরে প্রচারিত হইবে।

শ্রীউপেন্দ্রমোহন গোস্বামী।

সাং খড়দহ।

কলিকাতা:

সিমুলিয়া—ঢুলিপাড়া।

জ্যৈষ্ঠ—১২৮৭।

সিদ্ধান্তরত্ন।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং নত্বা দীনোদ্ধারদয়ান্বিতং।
গদাধররসাবিষ্টং জগন্নাথশচীসুতং ॥
নিত্যানন্দপদং নত্বোপেন্দ্রস্তদ্বংশসম্ভবঃ।
সিদ্ধান্তরত্নভাষ্যং তৎ ব্যাখ্যাস্যে বঙ্গভাষয়া ॥
শ্রীধরস্বামিনং শ্রীলরূপঞ্চৈব সনাতনং।
ভট্টশ্রীরঘুনাথঞ্চ শ্রীজীবং জীবজীবনং ॥
গোপালভট্টং দাসাখ্যং রঘুনাথং কৃপাম্বুধিং।
শ্রীলবিদ্যাভূষণঞ্চ বলদেবং নমাম্যহং ॥

ইহ সংসারে সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখপরিহারে লোক সকলের প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে। কিন্তু ঐ সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখপরিহার উপায় ব্যতিরেকে সম্ভবে না। তদ্বিষয়ে সারাসারবিচারজ্ঞ কপিলাদি-মহর্ষিগণ নিজ নিজ দর্শনশাস্ত্রে স্বমতানুসারে উপায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। তদ্যথা:—প্রকৃতি-পুরুষের অবিবেক হেতু, অর্থাৎ পুরুষ হইতে প্রকৃতি ভিন্না, এই বিবেচনা যে পর্য্যন্ত না হয়, তদবধি এই জীবের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, ত্রিবিধ দুঃখোৎপত্তি হয়, পুনর্ব্বার

প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক হইলে অনাদ্যবিদ্যা-নিবৃত্তি হইয়া পুরুষের প্রতি প্রকৃতি অধিকার ত্যাগ করেন, তাহা হইলেই সেই ব্যক্তির ত্রিবিধ দুঃখধ্বংস হয়, তাহাকেই আনন্দ-প্রাপ্তি কহা যায়। যেরূপ ভারবাহক পুরুষ মস্তক হইতে ভার দূর করিলে সুখী হয় তদ্রূপ। এতন্মধ্যে আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার, শারীর ও মানস। বাতপিত্তাদিবৈষম্যহেতুক শারীর। কাম-ক্রোধাদি-জন্য মানস। এই দুই দুঃখনাশ অন্তরোপায়সাধ্য, তজ্জন্য আধ্যাত্মিক কহে। মনুষ্য-পশ্বাদি-হেতু যদ্দুঃখ, তাহাকে আধিভৌতিক কহে। যক্ষ-রাক্ষস-ভূতাদ্যাবেশহেতুক দুঃখকে আধিদৈবিক কহে। এই দুঃখত্রয় প্রকৃতিমূলক, সুতরাং প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকে প্রকৃতি-নিবৃত্তি হইলেই দুঃখত্রয় নাশ হয়। যদ্যপি ঔষধ ও কামিন্যাদি দ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখনাশ, দুর্গাদি দ্বারা আধিভৌতিক দুঃখনাশ, মন্ত্রোপাসনা দ্বারা আধিদৈবিক দুঃখনাশ হয়, কিন্তু সমূল নাশ হয় না; দদ্রুরোগের ন্যায় পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইতে পারে, এজন্য তাহাকে আত্যন্তিক নাশ বলা যায় না। প্রকৃতি-নিবৃত্তি হইলেই আত্যন্তিক নাশ হয়। অতএব দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক নাশকে আনন্দপ্রাপ্তি-মুক্তি কহে। অগ্নিবংশ-জাত সাংখ্য-দর্শন-কর্ত্তা কপিলের এই মত।

প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকাভ্যাস দ্বারা বৈরাগ্য জন্মে, ঐ বৈরাগ্য-পক্বতাহেতু যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সংপ্রজ্ঞাত সমাধি হয়, তজ্জন্য পরমেশ্বর-প্রসাদ হয়, তদ্দ্বারা পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তি নিরোধ হেতুক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়, তাহা হইলেই সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখপরিহার হয়।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, এই সকলকে যম কহে। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান, এ সকলকে নিয়ম কহে। আসন ও প্রাণায়াম বিখ্যাত আছে। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলের বিয়োগকরণকে প্রত্যাহার কহে। নাভিচক্রে ও নাসাগ্রে নির্ব্বিষয় চিত্তের স্থিরীকরণকে ধারণা কহে। যাহাতে অন্য স্ফূর্ত্তি হয়, সে চিত্তের দ্বারা যে সমাধি, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি কহে। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, সংকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি, এই পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়া যে সমাধি হয়, তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কহে। ঐ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইলেই জীবের দুঃখপরিহার হইয়া সুখপ্রাপ্তি-মুক্তি হয়। পতঞ্জলি ঋষির এই মত।

আত্মা ইনি বিভু এবং দেহেন্দ্রিয় হইতে বিলক্ষণ, ও বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ভাবনাখ্য সংস্কার, এই নবগুণের আশ্রয়। সেই আত্মার দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এই সকল পদার্থের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য দ্বারা যে তত্ত্বজ্ঞান, তদ্দ্বারা যদীশ্বরোপাসনা, তদ্ধেতু ঈশ্বর সাক্ষাৎকার, তদ্ধেতু প্রাগুক্ত নবগুণ-পদার্থের পূর্ব্বাভাবের সহিত বৃত্তি-ধ্বংস হয়, অর্থাৎ প্রাগ্‌ভাব থাকিলেই পুনরুৎপত্তি সম্ভব। তজ্জন্য প্রাগ্‌ভাবের সহিত বৃত্তিধ্বংসকেই আনন্দপ্রাপ্তি-মুক্তি কহে। বৈশেষিক-দর্শনকর্ত্তা কণাদ ঋষির এই মত।

প্রমাণ প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ-লক্ষণ-পরীক্ষা দ্বারা আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, অপবর্গ, এই দ্বাদশ প্রমেয় নিষ্কর্ষ করিয়া শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনপূর্ব্বক যে আত্মদ্বয়-সাক্ষাৎকার,

তদ্দ্বারা দুঃখের সহিত মিথ্যা-জ্ঞান-নিবৃত্তি হইলে ঐ মিথ্যা-জ্ঞান কার্য্য—রাগ, দ্বেষ, মোহ, সকলের নিবৃত্তি হয়, তদনন্তর রাগ দ্বেষাদি কার্য্য প্রবৃত্তিপূর্ব্বক যে ধর্ম্মাধর্ম্ম, তাহা নিবৃত্ত হয়। তদনন্তর পূর্ব্বার্জ্জিত দেহারম্ভক কর্ম্ম কায়ব্যূহ দ্বারা ভোগ হইয়া দেহারম্ভক কর্ম্ম বিনাশ হইলে বাধা-দায়ক এক-বিংশতি প্রকার দুঃখ অর্থাৎ শরীর ও ষড়িন্দ্রিয়, ষড়্‌বিষয় ও ষড়্‌বুদ্ধি ও সুখ, দুঃখ এই একবিংশতি দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয়, তাহাকেই সুখপ্রাপ্তি মুক্তি কহে। ন্যায়-দর্শনকর্ত্তা গৌতম ঋষির এই মত।

এতন্মতে মুক্তিতে আত্মা পাষাণতুল্য হন। বেদোক্ত শুভ কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যাদৃষ্ট জন্মে, তাহাতে দুঃখহানি ও সুখরূপ স্বর্গ-মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। মীমাংসা-দর্শন-কর্ত্তা জৈমিনি ঋষির এই মত।

এই যে পঞ্চ দর্শনে পঞ্চ ঋষি দুঃখহানি ও সুখলাভ সিদ্ধি জন্য পঞ্চপ্রকার উপায় লিখিয়াছেন, সে সকল উপায় আত্যন্তিক সুখলাভে ও আত্যন্তিক দুঃখ পরিহারে অঙ্গীকার্য্য নহে। যেহেতু পরমাচার্য্য ভগবান্ বেদব্যাস স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ অপৌরুষেয় বেদবাক্য দ্বারা সেই সকল মত নিরাকৃত করিয়া তদুপায়ে স্বমত স্থাপন করিয়াছেন। যথা, সর্ব্বেশ্বরাখ্য পুরুষোত্তমের স্বরূপের ও গুণের স্বজ্ঞান পূর্ব্বক পরিজ্ঞান হইলে আত্যন্তিক দুঃখ পরিহার ও আত্যন্তিক সুখসিদ্ধি হয়। তত্র প্রমাণং শ্রুতিঃ,—জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জ্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিরিত্যাদি। অস্যার্থঃ, দেব সর্ব্বাধ্যক্ষ সর্ব্বেশ্বর হরিকে বেদ হইতে জানিয়া স্থিত যে মুমুক্ষু

তাহার দেহদৈহিক মমতাপাশ ছেদন হয় এবং তৎপাশ হেতুক ক্লেশরহিত সেই জনের প্রারব্ধ ভোগ পূর্ণ হইয়া পুনঃপুনর্ব্বার জন্ম হইলেও জন্ম মৃত্যু প্রহাণি হয় অর্থাৎ তজ্জন্য ক্লেশাভাব, যদ্রূপ বিড়ালী স্বপুত্রকে দন্তে ধৃত করিয়া লইয়া যাওয়াতে তদ্দর্শক ব্যক্তির কষ্টানুমান হয়, কিন্তু বিড়ালী-পুত্রের ক্লেশমাত্র নাই, তদ্রূপ। যে পুরুষোত্তমের বিজ্ঞানে মুক্তি হয়, তাঁহার স্বরূপ কি এবং গুণ কি, গুণ বা কীদৃশ? উত্তর, স্বরূপ বিজ্ঞানানন্দ, তত্র প্রমাণং শ্রুতিঃ,—বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। এবং শ্রুতি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিমাত্মকো ভগবান্? শ্রুতি স্বয়ং উত্তর করিতেছেন, জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চেতি। অস্যার্থঃ, জ্ঞানাত্মক, চিদেকধাতু; কি নির্বিশেষ চিৎ? তাহা নহে; ঐশ্বর্য্যাত্মক, স্বরূপানুবন্ধী ষড়ৈশ্বর্য্য, যেহেতু ঐশ্বর্য্য শব্দ ষট্স্থানে প্রয়োগ হয়। এই সকল ঐশ্বর্য্য কাহা হইতে হয়? তাহার উত্তর শক্ত্যাত্মক; ঐশ্বর্য্য শব্দে শক্তি কথিতা হয়, পরাখ্যা, স্বাভাবিকী ইত্যাদি। ঐ শক্তি বহ্নির উষ্ণতার ন্যায় স্বরূপানুবন্ধিনী। তত্র প্রমাণং,—পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে ইত্যাদি শ্রুতিঃ। ইহাদ্বারা জ্ঞানৈশ্বর্য্য পরাত্মক ভগবান্ যিনি তিনিই মূর্ত্তি এবং এতদ্দ্বারা কীদৃশ গুণ, তাহার উত্তর হইল। যদাত্মক ভগবান্ তাহার মূর্ত্তি তদাত্মিকা, এতদ্দ্বারা এবং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মেত্যাদিশ্রুতি স্মৃতি বাক্যদ্বারা ভগবানে স্বগত ভেদ নাই তাহা সিদ্ধ হইল; কিন্তু তাঁহার গুণ কীদৃশ, তাহার উত্তর এতদ্দ্বারা কি রূপে হইয়াছে, শক্ত্যাত্ম কহাতেই শক্তিই গুণ। স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি শ্রুতিতে জ্ঞান,

বল ও ক্রিয়া ইত্যাদি অনেক প্রকার গুণ তাহাতে আছে, তদ্দ্বারা কীদৃশ গুণ, ইহার উত্তর হইল। অচিন্ত্য-স্বরূপ-শক্তি-দ্বারা বুদ্ধ্যাদিমান্ ভগবান্ তাহা শ্রুতিতে উক্ত আছে, যথা :—বুদ্ধিমনোঽঙ্গপ্রত্যঙ্গবত্তাং ভগবতো লক্ষয়ামহে, অস্যার্থঃ, শ্রুতিগণ কহিতেছেন সর্ব্বজ্ঞ আমরা ভগবান্‌কে স্বরূপ শক্তি-দ্বারা বুদ্ধ্যাদিমান্ দেখিতেছি, অতএব বুদ্ধিমান্ মনোবান্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবান্ ভগবান্ হইয়াছেন এবং হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দুর্ব্বাসা-বাক্যে আছে, যথা:—বেদে যৎ কীর্ত্ত্যতে তেজো-ব্রহ্মেতি প্রবিভজ্য বৈ। তদেবেদং বিজানেঽহং রূপমীশন-মীশ্বর॥ অস্যার্থঃ, তেজোব্রহ্ম প্রবিভাগ করিয়া বেদে যৎ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তত্তেজ তোমার ঈশনরূপ এই আমি জানি। পূর্ব্বোক্ত এই সকল প্রমাণ দ্বারা ভগবৎ-শরীর সত্য বটে, কিন্তু জড় ও মীমাংসা মতে জ্ঞানের পরিণাম স্বীকার আছে, তন্মতে জ্ঞানবিকার ভগবদ্রূপ অচেতন হয়, এই মতদ্বয়ের প্রত্যাখ্যান হইল। এমতে ভগবদ্বিগ্রহের ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইল, কিন্তু বিষ্ণু-পুরাণাদির বাক্য দ্বারা ভগবৎ শরীর ধ্বংসপ্রতীতি হইতেছে, তাহা অসুরদিগের প্রতি মায়া করিয়া উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণু-পুরাণাদি বাক্যং যথা :—অর্জ্জুনোঽপি তদান্বিষ্য কৃষ্ণরাম-কলেবরং। সংস্কারং লভয়ামাস তথান্যেষামনুক্রমাৎ॥ অষ্টৌ মহিষ্যঃ কথিতা রুক্মিণীপ্রমুখা অপি। উপগুহ্য হরের্দ্দেহং বিবিশুস্তা হুতাশনং॥ রেবতী চৈব রামস্য দেহমাশ্লিষ্য সত্তম। বিবেশ জ্বলিতং বহ্নিং তৎসঙ্গাদতি শীতলং॥ এবঞ্চ। রামং দাশরথিঞ্চৈব মৃতং শুশ্রুম সৃঞ্জয়। অর্থঃ। অর্জ্জুন মহাশয় শ্রীকৃষ্ণশরীর ও বলদেব শরীরকে সংস্কার করিয়াছিলেন ও

অষ্ট মহিষী এবং রেবতী অনুমৃতা হইয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র দাশরথি মৃত হইয়াছেন ইহা শ্রবণ আছে। এই সকল বাক্য দ্বারা ভগবদ্বিগ্রহের বিনাশিত্ব রূপে অনিত্যত্ব দুর্ব্বুদ্ধিগণ কহিয়া থাকে ; বাস্তব তাহা নহে, লোকে বৈরাগ্য জন্য ভগবান্ মায়া দ্বারা সেইরূপ প্রত্যয় করাইয়াছেন। যাহারা আসুরপ্রকৃতি, তাহারা যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। যেরূপ ঐন্দ্রজালিক স্বীয়রূপে স্থিত হইয়া ইন্দ্রজাল দ্বারা আপনার মস্তকচ্ছেদ প্রত্যয় করায় দৃষ্ট হইতেছে, মহা মায়াবী পরমেশ্বরে তাহা আশ্চর্য্য কি আছে। কিহেতু মায়িক প্রত্যয় জানা যাইবে, তাহার প্রমাণ হরিনির্যাণ শ্রবণ করিয়া খিদ্যমান পরীক্ষিতকে শান্ত করিবার জন্য শুকদেব নিগূঢ় কথা কহিয়াছেন। যথা শ্রীভাগবতৈকাদশে,—রাজন্ পরস্য তনুভৃদিত্যাদি। ইহার অর্থ হে রাজন্ মনুষ্যের ন্যায় জন্ম মরণাদি যে পরমেশ্বরে দেখা যাইতেছে, তাহা সত্য নহে। নটের তুল্য মায়া-বিড়ম্বন জানিবে, তাহা শ্রবণ করিয়া তুমি খেদযুক্ত হইও না। ভগবানের জ্ঞানানন্দ শরীরত্ব শ্রুতিদ্বারা গম্য, তর্কের অগম্য; যেহেতু অচিন্ত্যালৌকিক বস্তু হন। এতদ্দ্বারা জ্ঞানানন্দের শরীরত্ব যুক্তিবিরুদ্ধ বলা যায় না। তাহার হেতু তর্কধর্ম্মানুমান পরমেশ্বরে নাই। শ্রীবেদব্যাস শারীরিক বেদান্ত সূত্রে কহিয়াছেন। যথা অরূপবৎ তৎ প্রধানত্বাৎ, তদর্থ এই যে, ব্রহ্মরূপবিশিষ্ট নহেন তাহাতে হেতু তৎপ্রধান অর্থাৎ রূপ-প্রধান, অতএব ব্রহ্মের বিভুত্বাদি ধর্ম্ম বটে এবং ধর্ম্মী বটে, ধর্ম্মধর্ম্মী ভেদ নাই, সেইহেতু রূপ হইতে ব্রহ্ম অভিন্ন। যদি বল, বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মকে ধ্যান করিলে

জড়দুঃখরূপা। তদ্বিরুদ্ধা প্রকৃতি নিবৃত্তি হইতে পারে, যেরূপ তেজোদ্বারা তিমিরনাশ হয়, অতএব ব্রহ্মের বিগ্রহ স্বীকার করা বৃথা, তাহা বলিতে পার না। বেদব্যাস বেদান্তসূত্রে লিখিয়াছেন, যথা:—প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যং, তদর্থ এই যে, যথা প্রকাশৈক রসে সূর্য্যে ধ্যানজন্য বিগ্রহ স্বীকার ব্যর্থ নহে, তদ্রূপ বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মে রূপ স্বীকার অব্যর্থ। বেদব্যাস সূত্রে ইহাও কহিয়াছেন, তদর্থ এই যে, ভগবৎ-শরীর পরমাত্মা, পরমাত্মা জিজ্ঞাসাতে তর্ক উপাদেয় নহে, তাহা শ্রুতিতে উক্ত আছে, যথা নৈষা তর্কেণ মতিরাপনীয়া প্রোক্তান্যেন সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠঃ, তদর্থ এই যে, হে নচিকেত! তোমার যে ব্রহ্মোপাসনাতে যোগ্যা মতি কদাচিৎ তুমি তর্কের সহিত ঘটনা করিবে না। গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্টা হইলেই ব্রহ্মানুভব-নিমিত্তা মতি হইবে, যদিচ "মন্তব্যঃ" এই স্থলে তর্ক স্বীকার আছে, সে তর্ক বেদান্তার্থের অনুগুণ তর্ক, শুষ্কতর্ক নহে, তাহা স্মৃতিতে উক্ত আছে; পূর্ব্বোত্তরাবিরোধেন কোঽত্রার্থোঽভি-মতো ভবেৎ। ইত্যাদ্যমূহনং তর্কঃ শুষ্কতর্কন্তু বর্জ্জয়েৎ॥ ইতি, এমতে জ্ঞানানন্দ বিগ্রহ হইতে ভগবৎস্বরূপ ভিন্ন নহে তাহা সিদ্ধ হইল। যে সত্যসংকল্প, সত্যকামাদি এবং জ্ঞানানন্দাদি অনন্ত কল্যাণ গুণ ভগবানে আছে, সে সকল ভগবৎ স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে, তদ্বিষয়ে প্রমাণং শ্রুতিঃ যথা:—অয়মাত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎস ইত্যাদি অস্যার্থঃ এই আত্মা পাপরহিত, জরারহিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, বুভুক্ষারহিত, পিপাসারহিত, সত্যকাম, সত্য-সংকল্প। যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ যাঁহার জ্ঞানময় তপস্যা অর্থাৎ

আলোচনা হয়, ইত্যাদি কথিত আছে। ভগবান্ হইতে তদ্ধর্ম্ম-গুণের পৃথগ্‌দর্শীর নরক পাত হয়, তাহা কাঠক শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি॥ তদর্থঃ যথা:—যেরূপ পর্ব্বতে পতিত বৃষ্টিজল নিম্নস্থানে গমন করে, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে তদ্ধর্ম্মকে পৃথক্ দেখিলে জন সকল নিম্ন স্থানে অর্থাৎ প্রসিদ্ধ নরকে পতিত হয়। পর্ব্বতবৃষ্টি দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য এই যে, পর্ব্বতোপরি বৃষ্টিজল পতিত হইলে, সে বৃষ্টিজল কোনমতেই উপরে থাকে না, অবশ্যই নিম্নে পতিত হয়। তদ্রূপ ভগবদ্‌গুণের পৃথগ্‌দর্শী ব্যক্তি কোন প্রকারে নিবারিত হয় না, অবশ্যই নরকে পতিত হয়।

অপর স্মৃতিতে উক্ত আছে; ব্রহ্মণস্তদ্‌গুণানাঞ্চ ভেদদর্শ্যধমং তমঃ। ভেদাভেদপ্রদর্শী তু মধ্যমন্ত তমো ব্রজেৎ॥ অস্যার্থঃ, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মগুণের ভেদদর্শী জন অধম নরক গমন করে, যে ব্যক্তি ভেদাভেদ উভয়প্রদর্শী, সে মধ্যম নরক গমন করে। অতএব ইহ সংসারে ব্রহ্মভিন্ন নানা বস্তু কিছুমাত্র নাই, এই শ্রুত্যর্থ প্রবল হইল। ঐ শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতে অন্য কিছুই নাই, তাহা প্রতিষেধ হইয়াছে। যেহেতু শ্রুতিদ্বারা স্বরূপ হইতে বিগ্রহগুণাদিভেদ নিবারিত হইয়াছে, এবং স্মৃতিতে উক্ত আছে; যথা:—জ্ঞানশক্তিধনৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥ অস্যার্থঃ, ভগবানের জ্ঞানশক্তি ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি সকল ভগবৎ-শব্দবাচ্য অর্থাৎ ভগবান্ হইতে ভিন্ন নহে; কিন্তু হেয়গুণাদি ভগবচ্ছব্দবাচ্য নহে, এতদ্দ্বারা ভগবদ্ধর্ম্মের

ধর্ম্মিশব্দবাচ্যতা সিদ্ধ আছে। এরূপে ব্রহ্ম হইতে গুণের অভেদ হইলেও ভেদ ব্যবহার, জল ও তরঙ্গে যদ্রূপ ভেদ ব্যবহার, তদ্রূপ। ভগবান্ সূত্রকার অহিকুণ্ডলাধিকরণে এই রূপ কহিয়াছেন ; যথা, উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবদিতি। তদর্থঃ, কুণ্ডলবিশিষ্ট সর্প যেমন কুণ্ডল হইতে অপৃথক্ হইলেও সেই সর্পের কুণ্ডল বিশেষণের ন্যায়, ভগবান্ হইতে গুণ অপৃথক্ হইলেও গুণ বিশেষণ হয়। এইস্থলে তার্কিকেরা শঙ্কা করেন ; সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবৎস্বরূপ, এবং জ্ঞানানন্দাদিগুণ, স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে, এ কথা কহিতে পার না ; যেহেতু স্বরূপ ও গুণ এই উভয়ে অভিন্ন অর্থাৎ একতত্ত্ব উপযুক্ত নহে। সচ্চিদানন্দ এই তিনটি শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত-ভেদদ্বারা সৎশব্দ-বাচ্য ভিন্ন, চিৎশব্দ-বাচ্য ভিন্ন, আনন্দশব্দ-বাচ্য ভিন্ন, ইহাতে ভেদের আবশ্যকত্ব বোধ হইতেছে। এই তার্কিকের আশঙ্কা নিরাশ করিতেছেন, তুমি যাহা পূর্ব্বপক্ষ করিলে, তাহা অতি মন্দ। যেহেতু অচিন্ত্যালৌকিক পদার্থে কোন যুক্তির অবতরণ হয় না। পরম তত্ত্ব তর্কগোচর নহে। শ্রুতিতে নিষিদ্ধ আছে, ঈশ্বরোপাসনযোগ্যা বুদ্ধি তর্কে ঘটনা করিবে না, কিন্তু শ্রুতিদ্বারা গম্য করিবে। ঈশ্বরে স্বগত-ভেদ স্বীকার করা যায় না, যদ্দারা ধর্ম্মধর্ম্মিভাবের ভেদ করা যায় ; যেরূপ আম্রমুকুল কখন আম্র নহে, মুকুলাবস্থা ও আম্রাবস্থাতে ভেদ থাকাতে তাহাকে স্বগত-ভেদ কহা যায়, তদ্রূপ পরমাত্মার সহিত বিগ্রহাদির ভেদ শ্রুতি-নিষিদ্ধ আছে ; যথা :—নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদি শ্রুত্যর্থ এই যে, যৎকিঞ্চন বিগ্রহাদি

পরমাত্মাতে আছে, তাহা নানা নহে অর্থাৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে; কিন্তু যাহা আছে, তাহা স্বরূপানুবন্ধী—স্বরূপাতিরিক্ত নাই। স্মৃতিতে নারদপঞ্চরাত্রে কহিয়াছেন। যথা:—নির্দ্দোষ-পূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ। আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদিঃ সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মা॥ ইতি; অস্যার্থঃ, মুগ্ধাদিদোষশূন্য, সার্ব্বজ্ঞ্যাদি-গুণপূর্ণ বিগ্রহ পরমাত্মা আত্মতন্ত্র, চিদ্‌বিগ্রহ; সাংখ্যমতে চিদেক-ধাতুকে চিদ্বিগ্রহ কহিয়া থাকে, তাহা নহে, কিন্তু চিদানন্দ বিগ্রহ। ত্রিদণ্ডিমতে চিদানন্দবিগ্রহে দেহদেহি-ভেদ স্বীকার করে, তাহা নহে, কিন্তু স্বগতভেদবিবর্জ্জিত, অর্থাৎ দেহদেহি-ভাব ও গুণগুণিভাব থাকাতেও স্বগত ভেদ নাই। অপর ব্যক্তি ব্রহ্মের বিজ্ঞানানন্দ সার্ব্বজ্ঞ্যাদি অভিন্ন গুণকে যে ভেদ ব্যবহার করে, তাহা বিশেষ-বলেতেই করিয়া থাকে, ব্রহ্ম-নির্ব্বিশেষ হইলে তাহা সম্ভব নহে। সে কিরূপ, যথা, হীরক বস্তুর নীলপীতাদিগুণ হীরক হইতে অভিন্ন হইলেও যদ্রূপ ভেদ ব্যবহার, তদ্রূপ জানিবে। ইহাতে করিয়া ভেদাভেদ উভয় স্বীকার্য্য নহে, তদ্বিষয়ে শ্রুতিতে নরকপাত শ্রবণ আছে। সেইহেতু ভগবদ্বিষয়ে সকল অবিচিন্তনীয় শরণ হইয়াছে। নির্ভেদ বস্তুতেও বিশেষ এক পদার্থ বলে গুণগুণিভাব প্রাপ্ত করিয়া সেই বিশেষ, অন্যকে গ্রহণ করাইতেছেন। তোমরা ইচ্ছা না করিলেও বিশেষ অব-শ্যই স্বীকার্য্য হইয়াছে। নির্ভেদ ব্রহ্মেতে বিশেষ-বলদ্বারা সত্যজ্ঞানাদিশব্দ গুণবাচক হইয়া তদ্ভিন্ন ব্রহ্মবাচিত্ব হেতু সত্যাদি শব্দের অপর্য্যায়তা সিদ্ধি হয়। বাচ্য এক বস্তুর

অনেক শব্দবাচকত্বকে পর্য্যায় কহে। যে কেবলাদ্বৈত-বাদীরা 'তন্ন তন্ন' এতদ্দ্বারা তদ্ব্যতিরিক্ত নিষেধ করিয়া সত্যাদি শব্দদ্বারা নির্গুণ একবস্তু কহেন, তাঁহাদিগের মতে একবাচ্যবাচিত্ব হেতু সত্যাদি শব্দের পর্য্যায়তার অনি-বার্য্য হয়। যে বিশেষ স্বীকার্য্য হইয়াছেন, সেই বিশেষ ভেদ-প্রতিনিধি, এবং ভেদাভাব থাকিলেও ভেদকার্য্য ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব-ব্যবহারের ও সত্যাদি শব্দের অপর্য্যায়তার নির্ব্বা-হক হন। যদ্যপি নির্ভেদ বস্তুতে গুণগুণিভাব-ব্যবহার হেতু বিশেষ অঙ্গীকার না কর, তবে 'কালঃ সর্ব্বদাস্তি দেশঃ সর্ব্বত্র' এতৎস্থলে কাল সর্ব্বদা আছেন, সর্ব্বত্র দেশ আছেন, কালের কালাধারত্ব, দেশের দেশাধারত্ব প্রতীতি হয় না। হইতেছে যে, তাহা বিশেষ বলেই জানিবে। কেবলা-দ্বৈতীদিগের বিশেষস্বীকার আবশ্যক, নতুবা সগুণাপত্তিভয়-হেতুক গুণাভাসক বিশেষ অস্বীকার করিয়া কেবল শব্দ-শক্তির অচিন্ত্যত্বহেতু বিজ্ঞানাদি শব্দদ্বারা বিজ্ঞানাদি স্বরূপ ব্রহ্ম কথিত হইলে 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি স্থলে স্বরূপমাত্রবোধক বিজ্ঞানাদি শব্দের পর্য্যায়তাপত্তি হয়। যদি বল, ভ্রমের অধিষ্ঠানত্বরূপে চৈত-ন্যের সর্ব্বদা ভাণ আছে, যেরূপ রজতভ্রমে শুক্তি সাক্ষাৎকার, তদ্রূপ প্রপঞ্চ ভ্রমে তদধিষ্ঠান চৈতন্যের সাক্ষাৎকার আছে। কিন্তু চৈতন্যের ন্যায় তদভিন্ন আনন্দাদির ইদানী ব্যবহার-দশাতে অপ্রকাশ হওয়াতে তদ্বিষয়ে চৈতন্যনিষ্ঠ বিশেষ স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষের অস্বীকারে চৈতন্যের ন্যায় আনন্দ প্রকাশ হউক। অতএব কেবলাদ্বৈতবাদীর বিশেষ

অবশ্য স্বীকার্য্য। নতুবা তাঁহাদিগের মতেই সর্ব্বশব্দাবাচ্য ব্রহ্মে কিরূপে লক্ষণা করিতে পারেন। যেহেতু অগ্রে বাচ্যার্থ না হইয়া লক্ষ্যার্থ হয় নাই। কেবলাদ্বৈতিমতে অপর দূষণার্পণ করিতেছেন ; যথা, তত্ত্বমসি এই বাক্যে তত্ত্বং পদার্থকে শোধন করিয়া অর্থাৎ ত্বং পদার্থ জীবগত অল্পজ্ঞত্ব, তৎপদার্থ ঈশ্বরগত সর্ব্বজ্ঞত্ব গুণকে ত্যাগ করিয়া শোধিত পদার্থের যে বাক্যার্থের ঐক্যতা, ঐ ঐক্যতা রূপ পদার্থের ব্রহ্ম হইতে ভেদ কি ভেদাভেদ তোমার অভিমত নহে, তাহা হইলে অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। কেন না, ঐক্যতা এক পদার্থ ও ব্রহ্ম এক পদার্থ উভয় হইয়া উঠে। যেহেতু ব্রহ্মভিন্ন সকল পদার্থ ব্রহ্মেতে অধ্যাস, অতএব মিথ্যা, এই তব মতে সিদ্ধান্ত। অতএব ঐক্যতার মিথ্যাত্বাপত্তি হইল। বিজ্ঞানানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মেতে বিজ্ঞাতৃত্বাদি গুণভাণ যে বিশেষ বলে করিলে, ব্রহ্মেতে ঐ বিশেষ ভাণ কাহা হইতে হয় ? অতএব বিশেষান্তর স্বীকার কর, তাহা হইলে অনবস্থা দোষ হয়। কেবলাদ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক এইরূপ আক্ষিপ্ত হইয়া দ্বৈতবাদী উত্তর দিতেছেন ; যে বিশেষ স্বীকার্য্য হইয়াছে, সেই বিশেষ বস্তু হইতে অভিন্ন ও স্বনির্ব্বাহক। যদি কহ, তাহা কোন্ প্রমাণসিদ্ধ ? উত্তর, 'এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যন্' শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। ঐ ধর্ম্ম দেখিয়া অর্থাপত্তি দ্বারা যে নির্ভেদ বস্তুতে গুণগুণিভাববোধক বিশেষ ধর্ম্মবশতঃ ধর্ম্মী পরব্রহ্মের গ্রহণ হয়, ইহাকে ধর্ম্মী গ্রাহক প্রমাণ কহে, তদ্দ্বারা সিদ্ধ হয়। ইহাতেই ঐ বিশেষ বস্তু হইতে অভিন্ন হন। তাহা না হইলে বিশেষে

অনবস্থা দোষ হয়। সেইরূপ বিশেষ পদার্থের স্বনির্ব্বাহকত্ব অর্থাৎ নিজ ভাব বোধকত্ব ও অচিন্ত্যত্ব পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ। অচিন্ত্যত্ব ব্যতিরেকে নির্ভেদ বস্তুতে ধর্ম্মি-ধর্ম্ম উভয় ভাব বোধকতা সম্ভব নহে। বিশেষ অঙ্গীকার করাতে আনন্দিত হইয়া কতকগুলি অপূর্ব্ব বৈষ্ণব জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, জীবেশ্বরাদি ব্যবহার বিশেষ দ্বারা হউক। তাহার উত্তর, এমন কথা কহিও না। যে স্থলে ভেদাভাব অথচ ভেদকার্য্য আছে, তৎপ্রমাণে বিশেষাঙ্গীকার হয়। জীবেশ্বরাদি ব্যবহারে পরস্পর ভেদ শ্রুতিতে উক্ত আছে, তদর্থ যথা পরমেশ্বর জ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানবিশিষ্ট, জীব অজ্ঞ অর্থাৎ অজ্ঞানবিশিষ্ট, কিন্তু উভয়ে অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, পরমেশ্বর ঈশ অর্থাৎ স্বতন্ত্র, জীব অনীশ অর্থাৎ অস্বতন্ত্র এবং প্রকৃতি অজা জন্মরহিতা, ঈশ্বর নিয়ন্তা, জীব ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্য, এতদ্রূপে শ্রুতি-প্রমাণিত পরস্পর ভিন্নত্ব থাকাতে এস্থলে বিশেষাঙ্গীকার প্রয়োজন নাই। তাহার দৃষ্টান্ত, সোমলতা লাভ হইলে তৎপ্রতিনিধি পূতিকা কল্পনা উচিত নহে। সেই হেতু নির্ভেদ তত্ত্বে ভেদব্যবহার বিশেষ বলেই সিদ্ধ। এস্থলে ত্রিদণ্ডীরা কহিয়া থাকেন; বিগ্রহ ও গুণ, স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত, তাহা স্বীকার না করিলে শ্রুতিস্মৃতির স্বারস্য ভঙ্গ হয়। যথা গীতায়াং—মম দেহে গুড়াকেশ ইতি, শ্রীভাগবতে হরের্গুণাক্ষিপ্তমতি-রিত্যাদি প্রমাণে বোধ হইয়াছে, ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিয়া-ছেন, মম দেহে আমার দেহে, অতএব আমি ও দেহ ভেদ করা হইয়াছে। 'হরের্গুণাক্ষিপ্তমতিঃ' এস্থলে হরির গুণ

এতদুক্তিতে হরি হইতে গুণকে ভিন্ন বলা হইয়াছে, অতএব স্বরূপ হইতে গুণ ভিন্ন। তবে যে যদাত্মক ভগবান্, তদাত্মিকা ব্যক্তি, এই যে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তাহার এই অর্থ, চিদাত্মক ভগবান্, চিদাত্মিকা মূর্ত্তি, চিদ্রূপে সাদৃশ্য মাত্র কিন্তু অভেদ নহে। এবং বিশেষ্য বিশেষণের জ্ঞানাদিরূপত্ব ও নিত্যসম্বন্ধ স্বীকার করিলেও অভেদ হয় নাই। যেহেতু বিশেষ্য বিশেষণ রূপে ভেদ নিবার্য্য নহে। যদি জ্ঞানাদি রূপত্ব ও নিত্য সম্বন্ধ হেতুক ভেদ স্বীকার না কর, তাহা হইলে তোমার মতে জীবেশ্বরের ভেদবোধক দ্বাসুপর্ণেত্যাদি যে সকল শ্রুতি আছে, তাহা অপ্রমাণ হইয়া জীবেশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ হেতুক জীবেশ্বরে অভেদাপত্তি হয়। তবে যে ভগবান্ হইতে তদ্গুণের পৃথগ্দর্শীর নরকপাত কাঠক শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তাহার এই অর্থ, ভগবান্ হইতে স্বতঃসিদ্ধ-গুণবাদীর নিন্দা। অতএব স্বরূপ হইতে গুণের ভেদ আছে। এই ত্রিদণ্ডী পূর্ব্বপক্ষে উত্তর দিতেছেন যে, তুমি যাহা কহিলে, তাহা চারু নহে। তাহাতে হেতু 'যো নারায়ণঃ পরঃ স বাসুদেবব্যূহঃ' অস্যার্থঃ, যিনি নারায়ণ তিনিই বাসুদেবব্যূহ, ইহার তুল্য 'যো ভগবান্ সা ব্যক্তিঃ' অস্যার্থঃ, যিনি ভগবান্ তিনিই মূর্ত্তি, এই সরলার্থ প্রতীতি হইতেছে। এবং অনন্ত কল্যাণ গুণ ইত্যাদি স্মৃতিদ্বারা গুণাভিন্ন পরমাত্মা বোধ হইতেছে। তুমি যদি কষ্টকল্পনা কর, তবে শ্রুতিস্মৃতি ভঙ্গ হয়, অতএব তথাভূত ভগবানের জ্ঞানের দ্বারা এই জীবের সেই আত্যন্তিক দুঃখ পরিহার ও সুখলাভ সিদ্ধি হয়, অন্য-

কর্ম্মাদি দ্বারা হয় না। যেহেতু শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যথা :—তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽনায় ইতি। অস্যার্থঃ, সেই পরেশকে জানিলে অতিমৃত্যু অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, মোক্ষপ্রাপ্তি নিমিত্ত অন্যোপায় নাই। এবং বেদান্তসূত্রে উক্ত আছে, তদর্থ এই জ্ঞানপূর্ব্বকোপাসনা মোক্ষ হেতু; অন্যোপায় দ্বারা মোক্ষ হয় না; তদ্বিষয়ক মণ্ডূকশ্রুতি প্রমাণ, 'প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ' ইতি, তদর্থঃ, এই সংসার-তরণে যজ্ঞাদিরূপ প্লব অদৃঢ় অর্থাৎ জীর্ণ, তদ্দ্বারা সংসারসাগর তরা যায় না। এবং শ্রুতিতে ইহাও উক্ত আছে, যথা :—'নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন' অস্যার্থঃ, কৃত যে কর্ম্ম তদ্দ্বারা অকৃত অর্থাৎ ভগবল্লোক সিদ্ধ হয় নাই; যেহেতু সাধ্য ও সাধনের বৈরূপ্য আছে, কিন্তু বিদ্যাদ্বারা হয়; তাহাও তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে কহিয়াছেন, 'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুরিত্যাদি' তদর্থঃ, যথা, কর্ম্ম দ্বারা ও পুত্রদ্বারা ও ধনের দ্বারা মোক্ষ হয় না, কেবল এক ত্যাগের দ্বারা অর্থাৎ বিরাগ পূর্ব্বক বিজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ হয়। ইহার দ্বারা কর্ম্ম স্বর্গমোক্ষহেতু, বিদ্যা তাহার দ্বার, এই জৈমিনিমত নিরস্ত হইল। যদি বল, ভগবান্ গীতাতে কহিয়াছেন, যথা, যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিবিৎসয়া। জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ॥ অস্যার্থঃ, জ্ঞান ও কর্ম্ম ও ভক্তিযোগ এই তিনটি মোক্ষহেতু, অতএব কেবল এক বিদ্যাকে তাহার হেতু কহিতে পার না। ইহার উত্তর এই, পূর্ব্বোক্ত শ্রুত্যাদি প্রমাণ দ্বারা কর্ম্মের সাক্ষাৎ মোক্ষহেতুত্ব নাই, উক্ত

হইয়াছে। কিন্তু চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান ও ভক্তি এতদুভয়ের অঙ্গতা আছে, যথা বিষ্ণুপুরাণে—যথেচ্ছাবাসনিরতাঃ সর্ব্বাবাধাবিবর্জ্জিতাঃ। শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শুদ্ধাঃ কর্ম্মানুষ্ঠাননির্ম্মলাঃ॥ শুদ্ধে চ তাসাং মনসি শুদ্ধেহন্তঃসংস্থিতে হরৌ। শুদ্ধং জ্ঞানং প্রপ্রশ্যন্তি বিষ্ণ্বাখ্যং যেন তৎপদং॥ অস্যার্থঃ; যথেচ্ছাবাসরত, সকলবাধারহিত, শুদ্ধান্তঃকরণ ও কর্ম্মানুষ্ঠাননির্ম্মল এমত প্রজাগণের শুদ্ধচিত্তে হরির সংস্থান হইলে শুদ্ধ জ্ঞান হয়, যাহাদ্বারা বিষ্ণুস্বরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তির সাক্ষাৎ মোক্ষ হেতুতা। যদি বল, 'তমেব বিদিত্বা' এই শ্রুতিতে জ্ঞানের মোক্ষহেতুতা উক্ত আছে ও ভগবদ্গীতাতে জ্ঞান এবং ভক্তি উভয়ের মোক্ষ হেতুতা কথিত আছে, এতদ্দ্বারা শ্রুতি-বিরোধী ভগবদ্বাক্য হইতে পারে না। যেহেতু ভক্তিও জ্ঞানবিশেষ হন, অতএব ভক্তিকে জ্ঞানশব্দে ব্যপদিষ্টা করিয়াছেন। যথা এক জাতীয় অনেক হইলে সে স্থলে জাতিপুরস্কারে একের নির্দ্দেশে অনেক লাভ হয়, তদ্রূপ। তাহাতে ভরত মুনির প্রমাণ; যথা—রসাদীনামনন্তত্বাদ্ভেদ একো হি গণ্যতে। অর্থঃ, রস সকলের বহুত্ব থাকিলেও এক রসশব্দে সকল রসের গ্রহণ হয়। জ্ঞানবিশেষে যে ভক্তিশব্দ প্রয়োগ, যদ্রূপ কৌরববিশেষে পাণ্ডবশব্দ প্রয়োগ, তদ্রূপ। পাণ্ডব কখন কৌরবভিন্ন নহে। এ স্থলে এই নিষ্কর্ষ। বিদ্যারূপ ও বেদনরূপ, দ্বিবিধ জ্ঞান হন; বেদন পর্য্যায় জ্ঞানকে ভক্তি কহে। তন্মধ্যে এক জ্ঞান যিনি, তিনি নির্নিমেষ বীক্ষণের ন্যায় ভাবহীন, 'তত্ত্বং' পদার্থানুভব রূপ হন। দ্বিতীয় বেদন যিনি, তিনি অপাঙ্গ

বীক্ষণের ন্যায় সুখবোধক বিচিত্র ভক্তিরূপ হন। তন্মধ্যে জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ ;—'শুদ্ধত্বং' পদার্থানুসন্ধী জীবের ভগবৎ-পদ-ভজনযোগ্যতা হইলেও যেমন পতিত্যক্ত পত্নীর অর্থাৎ পতি ত্যাগ করিলেও পত্নীর পতি-জ্ঞান আছে, তদ্রূপ ভগবৎপ্রসাদহীনের ভগবৎ জ্ঞান আছে, কিন্তু তৎপ্রসাদ-সৌভাগ্যহীন হেতু কৈবল্য লক্ষণ মোক্ষ হয়।

তৎপদার্থ-পরিশুদ্ধি-বিজ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ চিদেকরস পরমেশ্বর অনুভব হেতুক তৎপ্রসাদভাজনের সালোক্য সারূপ্য সামীপ্য সার্ষ্টি লক্ষণা মুক্তি, ভক্তিদ্বারা হয়। যদ্রূপ রাজার প্রসাদভাজন হইলে লোকে অমাত্য-সৈন্যাধিপাদি-পদ প্রাপ্ত হয়। এতদ্বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ; যথা, পিপ্পলাদবাক্যং,'যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যনেনাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ী সতেজসি সূর্য্যে সম্পন্নো যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্মুচ্যতে এবং হি রসপাপ্মভির্বিনির্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে ইত্যাদি। অস্যার্থঃ, যে ব্যক্তি পরমপুরুষাভিধ্যায়ী সে ব্যক্তি জীবঘন অর্থাৎ সর্ব্বজীবাভিমানী বিরিঞ্চির পর পুরিশয় অর্থাৎ পরব্যোমস্থিত নারায়ণকে প্রাপ্ত হয়। অত্র স্থলে শাস্ত্রীয় জ্ঞান যিনি সেই ত্বং পদার্থানুভবে ও ভক্তিরূপ বিজ্ঞানে দ্বারভূত হন। যেহেতু শাস্ত্রীয় জ্ঞান ব্যতিরেকে সেই সেই স্থলে প্রবৃত্তি হয় না। নিষ্কাম ভক্তিরূপ যে জ্ঞান বিশেষ, তদ্দ্বারা যুবতির স্নেহ-সৌন্দর্য্যাদিগুণে বশীভূত পুরুষ তুল্য ভক্তিতে ভগবানের বশীকরণ জন্য তৎপ্রসাদপাত্র জনের ভগবচ্চরণ পরিচর্য্যালক্ষণ পুরুষার্থ হয়। এতদ্বিষয়ে শ্রুতি

স্মৃতি প্রমাণ, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি গোপাল-তাপনী; ময়ি নির্ব্বিদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ। বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥ ইতি চ নবম স্কন্ধে। অর্থঃ, পরম পুরুষ ভক্তিবশ, অতএব ভক্তি শ্রেষ্ঠা। ভগবান্ কহিতেছেন, যে ব্যক্তি আমাতে বদ্ধহৃদয়, সাধু, সমদর্শী, সে ব্যক্তি আমাকে বশীভূত করে, যেরূপ সৎস্ত্রী সৎপতিকে বশ করে। কিন্তু নিষ্কাম ভক্তিরূপ জ্ঞানে সালোক্যাদি মুক্তির অভিলাষ নাই, যেরূপ ভোজন করিলে তৃপ্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়, তদ্রূপ সালোক্যাদি মুক্তি প্রার্থনা ভিন্ন স্বতঃসিদ্ধ হইয়া থাকে, তত্র প্রমাণং শ্রীভাগবতনবমে শ্রীভগবদ্বাক্যং, মৎসেবয়া প্রতীতন্তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং। নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতং॥ অর্থঃ, ভগবান্ কহিতেছেন, আমার সেবাদ্বারা অর্থাৎ সাধন ভক্তিতে সালোক্যাদি চতুষ্টয় আনুষঙ্গিক ফল, এই হেতু আমার সেবাতে পরিপূর্ণ অর্থাৎ প্রেমভক্তি পূর্ণ ভক্ত ইচ্ছা করে নাই, অন্য যে কাল-নাশ্য স্বর্গাদি, তাহা যে ইচ্ছা করে নাই, তাহাতে বক্তব্য কি আছে? যদি বল সালোক্যাদি অপ্রাকৃত হন, তাহা ইচ্ছা যোগ্য। সত্য বটে, কিন্তু সেবা বিরোধী সুখৈশ্বর্য্য যুক্ত যে সালোক্যাদি, তাহাতে ইচ্ছা নাই। যদি সেবাবিরোধী না হন, তাহা ইচ্ছা করেন। ভক্তিলক্ষণে অথর্ব্ববেদে উক্ত আছে, যথা:—তদিহামুত্রোপাধিনৈরাশ্যেন ইত্যাদি। তদর্থঃ, ইহ-লোকে ও পরলোকে কৃষ্ণভিন্ন ফলেচ্ছানৈরাশ্য দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক স্পৃহাদ্বারা জায়মান হন, ইহাকেই নিত্য নৈমি-ত্তিকাদিকর্ম্মানাবৃত নৈষ্কর্ম্ম্য কহা যায়, তাহা নারদপঞ্চরাত্রে

উক্ত আছে, যথা, সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং। হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ অর্থঃ, সর্ব্বোপাধি অর্থাৎ হৃষীকেশ হইতে যে অন্যাভিলাষ, তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত এবং তৎপরতাহেতু জ্ঞান কর্ম্মাদিতে অমিশ্রিত, নির্ম্মল শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকেশ সেবন অর্থাৎ কায়িক বাচিক মানসিক পরিশীলনকে ভক্তি কহে, এস্থলে পুনর্ব্বার চিন্তা করিতেছেন যে, ভগবদ্বশীকারিণী ভক্তির স্বরূপ কি ? কি প্রাকৃত সত্ত্বময় জ্ঞানানন্দরূপা, কি ভগবৎ জ্ঞানানন্দরূপা, কি জীবজ্ঞানানন্দরূপা, কি হ্লাদিনীশক্তিসার-সংযুক্ত সম্বিৎশক্তিসাররূপা, এইরূপ চতুর্দ্ধা বিকল্প করিয়া সংস্থান করিতেছেন। প্রথম যে প্রাকৃত সত্ত্বময়, তাহা নহে, যেহেতু তাহা হইলে ভগবানের মায়াবশ্যত্ব হয়, এবং স্বতঃ পূর্ণতাহানি হয়। দ্বিতীয় পক্ষ নহে, যেহেতু আনন্দ স্বরূপ ভগবান্ ভক্তিদ্বারা আনন্দাতিশায়ী হন, এ লক্ষণে ভগবানের স্বতঃসিদ্ধ আনন্দাধিক্যের অসম্ভব হয়। এবং তৃতীয় নহে, যেহেতু জীবানন্দের ধ্বংস আছে। অতএব চতুর্থ পক্ষ হ্লাদিনী সম্বিৎসারাত্মিকা ভক্তি স্বীকার্য্যা হইয়াছে। ভক্তিতে ভগবান্ স্বয়ং বশীভূত হইয়া থাকেন, যদ্রূপ পদ্মকোষমধ্যে ভ্রমর, ও রসিক যুবতিতে রসিক যুবা, তদ্রূপ। এই ভক্তি কোন্ প্রমাণ সিদ্ধা ? অর্থাপত্তি প্রমাণ সিদ্ধা ; যথা, দিবাভোজনরহিত স্থূলাঙ্গ কোন ব্যক্তিকে দেখিয়া যেমন তাহার রাত্রিভোজিত্ব কল্পিত হয় ; তদ্রূপ বেদোক্ত ভগবানের ভক্তিবশ্যত্ব শ্রবণ করিয়া ভক্তির হ্লাদিনী-সম্বিৎসারত্ব-কল্পনা হয়, তাহা না হইলে ভক্তি,

ভগবদ্বশীকারিণী হন নাই। অতএব ভক্তির হ্লাদসম্বিদের সারত্ব সিদ্ধ হইল। এস্থলে মায়ী অদ্বৈতবাদী পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন; যথা, তোমাদিগের মতে হ্লাদিন্যাদিরূপা ভক্তি, ভগবৎ স্বরূপভূত জ্ঞানানন্দ হইতে অতিরিক্তা নহে, যেহেতু স্বরূপভূতা শক্তি কহিয়াছ; এক্ষণে দ্বিতীয় বিকল্পোক্ত ভগবৎ জ্ঞানানন্দরূপত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়া হ্লাদসম্বিৎসারত্ব রূপ ভক্তিলক্ষণ স্বীকার কর। তাহার উত্তর, হে অদ্বৈতবাদিন্, তোমার তুল্য আমরা এই মধ্বমুনি-সিদ্ধান্তে নির্ব্বিশেষ চৈতন্য মাত্র ব্রহ্ম স্বরূপ স্বীকার করি নাই, কিন্তু স্বরূপাভিন্ন স্বরূপ শক্তিবিশিষ্ট স্বীকার করি। ঐ শক্তি স্বরূপাভিন্ন শক্তিমান্ ভগবানে বিশেষণ রূপে ভাণ হয়, তাহা না হইলে তাঁহার শক্তি এরূপে ব্যপদেশ হইতে পারে না। যেমন দেশ সর্ব্বত্র আছেন, এস্থলে দেশ হইতে সর্ব্বত্র অভিন্ন হইলেও ভেদব্যবহার হয়, তদ্রূপ, এবং যেমন করচরণাদি-অবয়বি-পুরুষ হইতে করচরণাদি অবয়ব পৃথক্ না হইলেও ইহার চরণ, ইহার হস্ত এতদ্ভাব-প্রতীতি পণ্ডিত ব্যক্তির হইয়া থাকে। এই যে ভগবৎ স্বরূপ বিশেষভূতা হ্লাদিন্যাদিসাররূপা ভক্তি ভগবান্ হইতে অপৃথক্ বিশেষণ হইয়াও ভক্ত হইতে পৃথগ্বিশেষণ হইয়া অর্থাৎ ভূষণবিশিষ্টের ভূষণ পৃথক্ হইলেও ঐ ব্যক্তির ভূষণী ইত্যাদি বিশেষণ তুল্য ভিন্ন বিশেষণ ভাব থাকিয়াও সেই ভূষণ আনন্দ জন্য হন, তদ্রূপ ভগবান্ ও ভক্ত এই উভয়ের আনন্দাতিশয় নিমিত্ত হন, যদ্রূপ বর্ত্তুল ও কোমলাদি গুণবিশিষ্ট যুবাপুরুষের হস্ত যুবতির স্কন্ধার্পিত হইলে যুবক যুবতি

উভয়ের পরমানন্দ জন্য হয়, তদ্রূপ। ভগবান্ যে হ্লাদিন্যাদি-শক্তি-বিশিষ্ট তাহাতে প্রমাণ; যথা বিষ্ণুপুরাণে :—হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ অর্থঃ, পরমাশ্রয় তোমাতে হ্লাদিন্যাদি ত্রিবৃত্তিকা, একাভিন্না শক্তি আছে, আহ্লাদতাপ উভয়-মিশ্রিত শক্তি অর্থাৎ সত্ত্বাংশের দ্বারা মনঃপ্রসাদকারিণী, তমোহংশদ্বারা বিষয়-বিয়োগ জন্য তাপকারিণী, রজোহংশ-দ্বারা আহ্লাদতাপ এতদুভয়কারিণী ত্রিগুণা প্রকৃতি, গুণ বর্জ্জিত তোমাতে নাই। অত্র স্থলে সন্ধিনী সম্বিৎহ্লাদিনীর উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতা আছে। অস্তিরূপে নিত্য সত্তাবিশিষ্ট ভগবান্ যাহার দ্বারা ঐ সত্তা ধারণ করেন এবং দ্রব্য কর্ম্ম কাল স্বভাব জীব এই সকলে সত্তা অর্থাৎ তত্তৎকার্য্য-ক্ষমতা প্রদান করেন, তাহাকে সন্ধিনী কহে। সত্যং জ্ঞান-মিত্যাদি শ্রুতিদ্বারা সম্বিৎরূপ ভগবান্ যাহাদ্বারা অর্থাৎ যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ এই শ্রুত্যুক্ত সম্বিদ্বান্ হন এবং জীব-সকলকে জ্ঞানবিশিষ্ট করেন, তাহাকে সম্বিৎশক্তি কহা যায়। বিজ্ঞানমানন্দব্রহ্ম এই শ্রুত্যুক্ত আনন্দস্বরূপ ভগবান্, যাহার দ্বারা আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ এই শ্রুত্যুক্ত আনন্দবান্ হন এবং জীব সকলকে স্ব-সাংমুখ্য করিয়া আনন্দ প্রদান করেন, তাহাকে হ্লাদিনী শক্তি কহে। একা যে পরাখ্যা শক্তি, তাহার ত্রিবিধ প্রকাশে দৃষ্টান্ত, যথা এক বৈদূর্য্য মণির নীলপীতাদি-রূপতা, তদ্রূপ একা পরা শক্তির সন্ধিন্যাদিরূপত্ব। পূর্ব্বোক্ত লিখনের দ্বারা ভক্তের ভক্তিবশীভূত ভগবান্ সিদ্ধ হইল, অতএব তাঁহার

নানা প্রযত্ন ভক্তজন্যই হয়। যথা পদ্মপুরাণে ভগবদ্বাক্য আছে; দর্শনধ্যানসংস্পর্শৈর্মৎস্যকূর্ম্মবিহঙ্গমাঃ। স্বান্যপত্যানি পুষ্ণন্তি তথাহমপি পদ্মজ॥ অস্যার্থঃ, মৎস্য দর্শনের দ্বারা, কূর্ম্ম ধ্যান দ্বারা, বিহঙ্গম সংস্পর্শনের দ্বারা আপন আপন পুত্রকে রক্ষা করে, তদ্রূপ আমি ভক্তকে রক্ষা করি। এবং ইহাও ভগবান্ কহিয়াছেন যে, আমি মুহূর্ত্তমধ্যে দানবগণ সংহার করিতে পারি, কিন্তু আমার ভক্তগণের বিনোদ জন্য বিবিধ লীলা করত সংহার করি। সেই হেতু পরমানন্দময় ভগবান্ যে ভক্তিদ্বারা আনন্দাতিশয় হন এবং স্বরূপানন্দকে অনুভব করেন ও ভক্তগণকে তত্তদানন্দানুভব করান, সেই এই ভক্তির সত্ত্বগুণজাতানন্দাদি রূপতা কখন হইতে পারে না। জ্ঞানফল ভগবান্ অর্থাৎ তৎপদার্থানুসন্ধানরূপ যে জ্ঞান তৎসাধ্য। ভক্তির ফল ভগবদ্‌বিষয়াভক্তি ভিন্ন অপর নহে। যেহেতু হ্লাদিনী সম্বিৎশক্তিসারভূতা ভক্তির পরমানন্দরূপতা আছে। ভগবান্ স্বয়ং নারদপঞ্চরাত্রে কহিয়াছেন; যথা :—সর্ব্বমঙ্গলমূর্দ্ধন্যা পূর্ণানন্দময়ী সদা। দ্বিজেন্দ্র তব ময্যস্তু ভক্তিরব্যভিচারিণী॥ অস্যার্থঃ, হে দ্বিজেন্দ্র! সর্ব্বমঙ্গলশ্রেষ্ঠা পূর্ণানন্দময়ী অব্যভিচারিণী ভক্তি আমাতে তোমার হউক। এতদ্দ্বারা ভক্তি যে পরমানন্দময়ী, তাহা সিদ্ধ আছে। যদি বল, শ্রবণকীর্ত্তনাদিক্রিয়ারূপা ভক্তির কিরূপে আনন্দাদিরূপত্ব প্রতীত হইতে পারে? তাহার উত্তর, আনন্দাদিরূপা ভক্তি ভক্তদেহেন্দ্রিয় সম্বন্ধের দ্বারা শ্রবণাদিরূপে প্রাদুর্ভূতা হইয়া শ্রবণাদিক্রিয়ারূপা হইলেও আনন্দাদিরূপতার হানি হয় না। যেরূপ

চিন্মূর্ত্তি ভগবানের চিবুক নখর কুন্তলাদি সকল চিদ্রূপ হয়, তদ্রূপ। তবে শ্রবণাদিভক্তির আনন্দাদিরূপতা প্রতীতি কেন না হয়? তদ্বিষয়ে উত্তর, যেমন পিত্তদূষিত রসনাতে সিতশর্করাস্বাদ প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ সংসার দশাতে শ্রবণাদি ভক্তির আনন্দাদি-রূপতা অনুভব হয় না, কিন্তু শ্রবণাদি ভক্তির নিরন্তর সেবাদ্বারা ক্রমেতে আনন্দাদি রূপত্বানুভব হয়। অতএব সিদ্ধগণের সেই ভক্তিতে প্রবৃত্তির উপরতি নাই, মুক্ত ব্যক্তির ভগবদ্দাসত্ব শাস্ত্রে দৃষ্ট আছে। এ প্রকার ভক্তির পুরুষার্থ হইলেও ভগবৎপুরুষার্থের হানি নাই। যেহেতু ভক্তি যিনি, ভগবান্ হইতে ভিন্না নহেন, ভক্তিলাভ দ্বারা ভক্তিবিষয় ভগবানের লাভ জানিবে। অতএব ভক্তিমান্ জনের ভক্তিবিষয় ভগবান্, তিনিই পুরুষার্থ এই নিষ্কৃষ্ট হইল। মুখ্য প্রকরণের উপসংহার এই হইল যে, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তিযোগ, এই ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে চিত্তশুদ্ধিজন্য কর্ম্মপ্রয়োগ, জ্ঞানরূপা ও ভক্তিরূপা বিদ্যার সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তিতে প্রয়োগ, তাহাতে করিয়া কোন দোষ থাকিল না। যদি বল, ভক্তির নিষ্কামতা সম্ভব নহে, যেহেতু ভক্তিপ্রসাদিত ভগবান্কর্ত্তৃক দীয়মানানন্দের কামনা আছে। যদ্রূপ ভাবহাবাদি দ্বারা প্রসাদিত কান্তকর্ত্তৃক অর্পিত রতিসুখ কামিনী কামনা করেন, কিন্তু সেই রতিসুখ কান্ত হইতে ভিন্ন হন। উত্তর, একথা কহিতে পার না। যদি সেব্য ভগবান্ হইতে সেবার ফল ভিন্ন হইত, তাহা হইলে কান্তার্পিত রতিসুখের ন্যায় ভক্তি সকামা হইতেন। এস্থলে তাহা নহে, সেব্য ভগবান্

ফল হইয়াছেন, শ্রুতিতে আনন্দাত্মক ভগবান্ উক্ত আছে, যথা আনন্দো ব্রহ্মেতি। এবং কান্তসম্বন্ধে রতিসুখ আনন্দ-সাধন হন। ভগবানের আনন্দরূপহেতু ভক্তি ফলরূপ হন, অতএব ভক্তির ফলরূপত্বে নির্ব্বিবাদ হইল। পুনর্ব্বার আশঙ্কা করিতেছেন যে, ভক্ত-কৃতানুকূল্যদ্বারা ভগবানের স্বরূপোল্লাসরূপ সুখ হয়। যথা শ্রীদশমে শুকবাক্যং। সখ্যুঃ প্রিয়স্য বিপ্রর্ষেরঙ্গসঙ্গাতিনির্বৃতঃ। প্রীতো ব্যমুঞ্চদব্বিন্দূন্ নেত্রাভ্যাং পুষ্করেক্ষণ॥ সুদামাবিপ্রসখার অঙ্গসঙ্গে ভগবান্ পরমানন্দী এবং তাহাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়া নেত্র-দ্বয় হইতে জলবিন্দু ত্যাগ করিয়াছেন। তদনুভব দ্বারা ভগবানের সুখোল্লাসহেতু ভক্তির সকামত্ব স্পষ্টই প্রাপ্ত হইতেছে। উত্তর, এ কথা অতি মন্দ, ভগবানের অনুভূত সুখদ্বারা আমার সুখ হউক, এতাদৃশী বুদ্ধি শুদ্ধ ভক্তের উদয় হয় নাই। তাহা হইলে নিষ্কামপ্রতিপাদক অহৈতুকীত্যাদি বাক্যগণের অপ্রামাণ্য হয়। ভগবৎসুখ সেই আমার সুখ, এরূপ বোধে ভক্তির নিষ্কামতা নাশ না হইয়া বরং নিষ্কা-মতা পুষ্টি হয়।

যাহারা কর্ম্মাদিনিরপেক্ষ তাহাদিগের সাধুসঙ্গ দ্বারা প্রথমতই ভগবদ্ভক্তি প্রাপ্তি হয়, তাহাদিগের ভক্তিদ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয়, তদ্দ্বারা ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয়, যথা নারদাদি। তত্র প্রমাণং শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়ে শুকবাক্যং। পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতং। পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকং॥ অর্থঃ, যাহারা শ্রবণদ্বারা ভগবৎকথামৃত পান করে, তাহারা

বিষয়-দূষিত চিত্তশুদ্ধি করিয়া ভগবচ্চরণ-সরোজের নিকট গমন করে। এই যে ভক্তি ইনি অহৈতুকী; অন্য প্রকারা নহে, যথা—অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে। সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত॥ দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। স এষ ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃত ইত্যাদি স্মৃতেঃ॥ অর্থঃ, অহৈতুকী অর্থাৎ নিষ্কামা, অব্যবহিতা, মধুধারান্যায় ব্যবধান রহিতা, এই ভক্তি হইলে ভক্তিরসিক ভক্তের আমার প্রেমসেবা ভিন্ন সালোক্যাদি দীয়মান হইলেও গ্রাহ্য নহে। এই সকল বাক্যদ্বারা ভগবানের আনন্দরূপ ও তৎপ্রাপিকাভক্তি নিষ্কামা এই স্থির হইল। কিন্তু এস্থলে কর্ম্মিসকল শঙ্কা করিয়া পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন। আনন্দরূপ ভগবান্ এ কথা উপযুক্তা নহে। কেননা সীতাসঙ্গলালস ও সত্যভামাদি সঙ্গলালস শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ বৈষয়িকানন্দাভিলাষ করিয়াছেন। সেই জন্য শব্দস্পর্শাদি বিষয়-সেবাদ্বারা বৈষয়িক সুখ জন্মে। সেই সুখবিশেষ, ইহ কালে ও পরলোকে স্বর্গশব্দ নির্দ্দিষ্ট, আনন্দশব্দবাচ্য, যাহার ইচ্ছায় লোক সকল সমুদায় মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করত প্রবর্ত্ত হয়। ভগবানের সুখরূপতা হইলে কখন বিষয় সুখে লালসা হইত না। অতএব সকল লোক বিষয় সুখলাভে চেষ্টা করিবে। তবে যাহারা পঙ্গু, অন্ধ, বধির, অলস, জরাতুর, তাহারাই কেবল বৈরাগ্যানুকরণ করিয়া আমরা সুখী, এই বৃথা ভাষাদ্বারা অজ্ঞজনকে প্রতারণা করে। অতএব বৈদিক শুভকর্ম্ম দ্বারা বিষয় লাভ, সেই বিষয়সেবা দ্বারা সুখোৎপত্তি ও দুঃখহানি। এইহেতু আনন্দরূপ ভগবান্ নহেন,

তদ্ভক্তিতে আবশ্যক নাই। এরূপ পূর্ব্বপক্ষ জৈমিনি মতাবলম্বি ভট্টাদি করিলে উত্তর করিতেছেন যে, তুমি অতি মন্দ কথা কহিতেছ। যে বিষয়-রসিক, সে বিশুদ্ধানন্দসুখানভিজ্ঞ হয়। বিষয়াতিরিক্ত সুখসম্পৎ নাই তাহা কহিতে পার না, দেখ সুষুপ্তিকালে কোন বিষয়সম্বন্ধ না থাকাতে নির্ব্বিষয় সুখ প্রতীত হয়, সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ আছে। ইহাতে করিয়া জীবের নির্ব্বিষয়জাত অজন্য সুখরূপত্ব সিদ্ধ হইল, তদ্দ্বারা বিভু ভগবানের তাদৃশ বিপুল সুখরূপত্ব সিদ্ধ হয়। এবং শ্রুত্যুক্ত আছে, যো বৈ ভূমা তৎসুখমিতি। অর্থঃ, বিপুল সুখরূপ হরি। আর কহিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়-গ্রহণানন্তর বিষয় সুখ নিষ্পন্ন হয়, বিষয় গ্রহণাভাবে ঐ সুখ বিনাশ হয়, এরূপ সকলের অনুভূত আছে। ভগবদ্রূপ সুখে তদ্বিপরীত অর্থাৎ বিষয়-ত্যাগে সেই সুখের অভিব্যক্তি হয়, বিষয়-পরিগ্রহে ভগবদ্রূপ সুখ তিরোধান হয়। যথাচ, বিষয়াবিষ্ট চিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ। বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ॥ অর্থঃ, বিষয়াবিষ্ট চিত্তে বিষ্ণুর আবেশ হয় নাই, যেরূপ পশ্চিমদিক-গত বস্তু পূর্ব্বদিক গমনে প্রাপ্ত হয় নাই। বৈষয়িকানন্দ ভগবদানন্দের অত্যল্পাংশরূপ, তাহা শ্রুতিতে উক্ত আছে, এতস্যৈবেত্যাদি, তদর্থঃ, এই ভগবদানন্দের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদংশ স্বর্গাদ্যানন্দে উপজীবিকা হইয়াছে। অতএব বৈষয়িকাদি সুখহেতু ভগবানের সিদ্ধ হইল। এবং বৈষয়িক সুখ উপেক্ষ্য। যথা শ্রীভাগবতে—সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন্ স্বর্গে নরক এব চ। দেহিনাং যদ্‌যথা দুঃখং তস্মান্নেচ্ছেত তদ্‌বুধঃ॥ অর্থঃ, বিষয়-গ্রাহীন্দ্রিয়

দ্বারা সিদ্ধ যে সুখ তাহা স্বর্গ এবং নরকে উভয়ত্র তুল্য, সেই হেতু পণ্ডিত জন দুঃখতুল্য তৎসুখ ইচ্ছা করিবে না। আর কহিতেছেন, সুখপ্রদ বস্তুর স্বভাবের অস্থিরতা হেতু বস্তু হইতে সুখ হয় নাই, তাহা পরাশর কহিয়াছেন, বস্ত্বেক মেব দুঃখায় সুখায় স্বোদ্ভবায় চ। কোপায় চ যতস্তস্মাদ্বস্তু বস্ত্বাত্মকং কুতঃ॥ অর্থঃ, এক বস্তু কখন দুঃখনিমিত্ত হন, কখন সুখ নিমিত্ত, কখন মঙ্গল নিমিত্ত, কখন কোপজন্য হন, অতএব বস্তুর কেবল সুখস্বভাব নহে। বাদী তুমি যে কহিয়াছ সকল মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া বিষয়ানন্দে লোক-প্রবৃত্তি উচিতা হইয়াছে, তাহা সত্য, যেহেতু জীবসকলের চিরানুভূত বিষয়ানন্দ আছে। বিশুদ্ধানন্দ ভগবৎসুখের কোন কালে অনুভব না থাকাতে মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া তৎসুখে প্রবৃত্তি সম্ভব নহে। কোন মতে সে ভগবৎসুখ অনুভূত হইলে সকল পরিত্যাগ করিয়া প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে। যথা, শ্রীশুকাম্বরীষাদির ও অন্তর্গৃহগত গোপী-গণের সকল মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া তৎসুখে প্রবৃত্তি হইয়াছে। এস্থলে পুনর্ব্বার কর্ম্মিগণ পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন, তোমার এরূপ উদাহরণে হরির আনন্দরূপতা হইতে পারে না, যেহেতু সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শব্দস্পর্শাদি-বিশিষ্ট ভগবদ্বিগ্রহ হইয়াছেন, অতএব ভগবদ্বিষয়ক রূপাদি সেবাজাত পরমা-নন্দ নিমিত্ত শুকদেবাদির ও ব্রজগোপীগণের তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি, যদ্রূপ সুখ সাধন হইয়াছে যে যুবতিগত শব্দাদি-বিষয়-সমূহ, তৎসেবানন্দ জন্য পুরুষের যুবতিসেবা লক্ষণা প্রবৃত্তি হয় তদ্রূপ। ইহাতে করিয়া ভগবৎ বিষয়ে প্রবৃত্তি সকামা হইল।

উত্তর, তুমি যাহা কহিলে অতি মন্দ; আনন্দমাত্রকরপাদ-মুখোদরাদিরিত্যাদি প্রমাণদ্বারা ভগবৎ বিষয় যে কিছু, তাহা স্বরূপানন্দ হইতে অতিরেক নহে। যদি ভগবদ্বিষয় সকল পদার্থই স্বরূপানন্দ হইতে অভিন্ন হইল, অতএব সে সকল বিষয়ের চিত্তক্ষোভকত্ব সুতরাং জানিবে। তত্ত্বজ্ঞ শুদ্ধ ভক্তের ভগবানে প্রবৃত্তি নিষ্কামা তাহা অহৈতুক্যব্যবহিতেত্যাদি ভক্তিলক্ষণে উক্ত হইয়াছে। সেবাজন্য স্বীয় সুখহেতু প্রবৃত্তি যে সেই সকামা, কেবল সুখে প্রবৃত্তি যে সে নিষ্কামা, যেহেতু সুখ হইতে অন্যফল অর্থাৎ সুখাতিরিক্ত কোন ফল ইচ্ছা করিয়া সুখসেবা করে না, অতএব কেবল সুখনিষেবা নিষ্কামা তাহা সকলকর্ত্তৃক জ্ঞাত আছে। নিষ্কাম ভক্তিবিষয়ক বচনদ্বারা বিপুলানন্দ রূপ ভগবান্ তাহা সিদ্ধ হইল। অত্রস্থলে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন, যদি পরমানন্দ বিভু ভগবান্ হন, সেই ভগবানের সর্ব্বত্রাবস্থান আছে; তবে কিহেতু সকল জন আনন্দী নহে? উত্তর, পরমানন্দরূপ হইলেও ভক্তি-গৃহীত হইয়া পুরুষার্থ প্রকাশ জন্য হন, যদ্রূপ কাষ্ঠ হইতে মথিত বহ্নি প্রকাশ নিমিত্ত হইয়া থাকেন। পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন যে, পরমানন্দরূপ ভগবান্ সীতাসত্যভামাদি সঙ্গানন্দী কি জন্য হইয়া থাকেন? উত্তর, সীতাদির সুখরূপ হ্লাদিনীসারসংযুক্ত সম্বিৎশক্তিসারাত্মকত্ব আছে, অতএব সীতাদির সঙ্গলালসাতে কোন দোষ নাই, যেহেতু তাহাতে আত্মারামতার অনতিক্রম আছে। পুনর্ব্বার বাদী পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন যে, তোমার প্রাগুক্ত যুক্তি দ্বারা নিষ্কামাভক্তিও ভগবানে প্রযোজ্যা নহে, যেহেতু

ভগবান্ পূর্ণ, অতএব কোন বস্তুর অভাব না থাকায় ভক্তি গ্রহণে সম্ভাবনা নাই, এবং ভগবানের পূর্ণত্বাদি ধর্ম্মজ্ঞ ভক্তগণ সেই ভগবানে সেবাবিধান কি জন্য করিবে? তৎপ্রমাণ শ্রীভাগবতে প্রহ্লাদবাক্যং; নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভ-পূর্ণো মানং জনাদবিদুষঃ করুণোবৃণীতে। যৎযজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথামুখশ্রীঃ॥ অস্যার্থঃ, এই প্রভু অবিদ্বান জন হইতে আপনার মান অর্থাৎ পূজা প্রাকৃতবৎ ইচ্ছা করেন নাই, যেহেতু নিজলাভ পূর্ণ, তবে জন সকল যে ভগবন্মান বিধান করিয়া থাকে, তাহা আপনার মান জন্য জানিবে, তাহাতে দৃষ্টান্ত যদ্রূপ মুখে তিলকাদি শোভা, মুখ প্রতিবিম্বের হয়, তদ্রূপ। সূর্য্য-প্রতিবিম্ব ইন্দ্র-ধনুতুল্য হরি-প্রতিবিম্ব জীব হইয়াছেন। এতদ্বিষয়ে উত্তর, তুমি যাহা কহিলে তাহা মন্দ, যেহেতু ভগবানের ভোক্তৃত্ব-শক্তি শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধা আছে, তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে উক্ত আছে, তদর্থ, যে ব্যক্তি ভগবৎ-পার্শ্বদভাবলব্ধ হইয়া মুক্ত হয়, সে ব্যক্তি হরির সহিত দিব্য গন্ধাদি ভোগ করে; ভগবদ্-গীতাতে ভগবদ্বাক্য উক্ত আছে, ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ অস্যার্থঃ, আমি যজ্ঞ তপস্যাদির ভোক্তা, সকল-লোক-মহে-শ্বর। পত্র কিম্বা পুষ্প ফল জল যৎকিঞ্চিৎ বস্তু ভক্তিদ্বারা যে ব্যক্তি আমাকে প্রদান করে, সেই ভক্তিদত্ত ভক্তদ্রব্য আমি ভোজন গ্রহণ করি। এই সকল শ্রুতিস্মৃতিতে ভগ-বানের ভোক্তৃত্বশক্তি এবং ভক্তার্পিত বস্তুর সাদর গ্রহণ বোধ

হইতেছে। অতএব দাস্যসখ্যপ্রেমোচিতা-প্রবৃত্তি তত্তদ্-ভক্তের অবশ্যই উপযুক্তা বটে। পুনর্ব্বার বাদীর পূর্ব্বপক্ষ। যদি ভগবানের ভোক্তৃত্বশক্তি থাকায় তাঁহাকে ভোক্তারূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ভোগ্য বস্তুর অলাভে দুঃখরূপ পুরুষার্থ প্রসক্তি হয়? তদুত্তর, এ বাক্য মন্দ। যেহেতু সর্ব্ব-কামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যো নাদর ইত্যাদি শ্রুতিতে ভগবানের নিত্যসিদ্ধ ভোগ্য শ্রবণ আছে। তদর্থঃ, নিখিল ভোগসম্পন্ন, গন্ধাদি সমুদয় নিত্য ধারণ করিয়া অবস্থিত, ভগবানের ভোগ্যভোক্তৃত্বশক্তি স্বীকার না করিলে ঐ শক্তি বিরহিতহেতু ভগবানে অপূর্ণতাপাত হয়, অর্থাৎ ভগবান্‌কে পূর্ণশক্তি বলা যায় না। পুনর্ব্বার বাদী ভগবানের ভোক্তৃত্ব প্রতি আক্ষেপ করিতেছেন যে, শ্রুতিতে উক্ত আছে, অবিজিঘৎসোঽপিপাস ইতি। তদর্থঃ, ক্ষুধারহিত এবং তৃষ্ণারহিত এই শ্রুত্যর্থ দ্বারা ক্ষুধাপিপাসা প্রতিষেধ-হেতুক নিত্যতৃপ্ত ভগবানের রসগন্ধাদ্যর্পণসেবা সাদরে গ্রহণ যোগ্যা নহে। উত্তর, চিন্ময় ভগবদ্বিগ্রহে বায়ু-বিকাররূপ প্রাণাভাব, এ জন্য বায়ুবিকার-প্রাণকার্য্য ক্ষুধাপিপাসার শ্রুতিতে প্রতিষেধ আছে, ভোক্তৃত্বশক্তির নিষেধ নহে। ঐ ভোক্তৃত্বশক্তির সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামানিত্যাদিশ্রুতি-দ্বারা সিদ্ধ আছে। ভোক্তৃত্বশক্তি থাকিলেও ভোগ্যবাসনা-ভাব। যদ্রূপ শুকভীষ্মাদির পুরুষত্ব থাকাতেও কন্দর্প বিকার এবং তদ্বাসনাভাব অর্থাৎ পুংস্ত্ব জন্য কামিনী-বাঞ্ছা নাই তদ্রূপ। সেই ভোক্তা ভগবানের বায়ু-বিকার-প্রাণাভাব হেতু তৎপ্রাণকার্য্য ক্ষুধা পিপাসা নাই।

অতএব নিত্যতৃপ্ত ভগবানের ভক্তের ইচ্ছাতে ক্ষুধা পিপাসা হয়, অর্থাৎ ভগবানের ভোক্তৃত্বশক্তি বিজ্ঞাত ভক্ত যৎকালীন ভোগ্যার্পণ করেন, তৎকালীন ক্ষুধা পিপাসা হয়। তাহা স্মৃত্যুক্ত, যথা, স্বেচ্ছাময়স্যেত্যাদি। অর্থঃ, স্বীয় ভক্তের যথা ইচ্ছা তথা অর্থাৎ তদধীন হন, অত্রস্থলে দৃষ্টান্ত, বিলীন-কন্দর্পবিকার পুরুষের বনিতা-কটাক্ষ ন্যায় তদ্বিকার প্রকাশ। এবং ভগবান্ সত্যসংকল্প হইয়াছেন, অতএব ভক্তেচ্ছানু-সারি সংকল্পদ্বারা সেই ক্ষুধা পিপাসার প্রাদুর্ভাব হয়। লোকেও দেখা যাইতেছে, অতি তৃপ্ত ব্যক্তি প্রীত্যর্পিত বস্তু ভোজন করিয়া থাকে। অতএব ভক্ত ইচ্ছা করিয়া যদ্দ্রব্যার্পণ করে, সেই দ্রব্য ভগবান্ ভোগ করেন, তাহাতেই সন্তোষ, অধিকাকাঙ্খা নাই; অত্র প্রমাণং হরিপ্রদীপে। যথা, ভক্তক্ষণ-ক্ষণো বিষ্ণুঃ স্মৃতিঃ সেবা স্ববেশ্মনি। স্বভোগ্যস্যার্পণং দানং ফলমিন্দ্রাদিদুর্ল্লভং॥ অস্যার্থঃ, ভক্তোৎসবে বিষ্ণু উৎসব-বিশিষ্ট, স্বীয় গৃহে ভগবৎ স্মৃতি ও সেবা এবং স্বীয় ভোগ্যা-র্পণ ও দান, তাহার ফল ইন্দ্রাদি দুর্ল্লভ। পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ। ভগবানের যথার্থ ভোক্তৃত্বশক্তি বিজ্ঞাত ভক্তগণকর্ত্তৃক প্রীত্য-র্পিতান্নাদি প্রীতিদ্বারা ভগবান্ ভুঞ্জান অর্থাৎ ভুক্তবান্ হইলে তাহাতে হেয়াংশ ভাবনা করা লোকের ন্যায় প্রাপ্ত হইতে পারে, এবং করাও যুক্তা বটে। জ্ঞানমূর্ত্তি নারায়ণা-দিতে রসাল ভোজনে হেয়াংশাভাব, কিন্তু মনুষ্যমূর্ত্তি কৃষ্ণা-দিতে হেয়াংশ সম্ভব। শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধে এবং ধার্ষ্ট্যা-ন্যুশতীত্যাদি শ্লোকে ভগবানের হেয়াংশ মলমূত্র ত্যাগ কথিত আছে, এই আশঙ্কা করিয়া ভগবদ্ভোগ্য বস্তুর অলৌকিকত্ব

দেখাইতেছেন। যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং—শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতং। কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥ অস্যার্থঃ, কান্তা ব্রজদেবীগণ, লক্ষ্মীরূপা হইয়াছেন; তাঁহাদিগের কান্ত, পরমপুরুষ অর্থাৎ গোপাল লীলাকারি কৃষ্ণ হইয়াছেন; বৃক্ষ সকল কল্পতরু হইয়াছেন; সূর্য্যচন্দ্রাদি চিদানন্দরূপ ভগবদাস্বাদ্য এবং গোপীগণের ভোগ্য রস গন্ধাদি সকল চিদানন্দ স্বরূপ। এই প্রমাণ দ্বারা বৃন্দাবনস্থ সকল পদার্থই চিদানন্দময় ও ভগবৎসম্বন্ধি ভোগ্য বস্তু সকলেই চিদানন্দ স্বরূপ প্রতীতি আছে। এবং হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে উক্ত আছে, হেয়াংশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেচ্চ তৎ। ত্বগ্বীজঞ্চৈব হেয়াংশং কঠিনাংশঞ্চ যদ্ভবেৎ। সর্ব্বং তদ্ভৌতিকং বিদ্ধি নহ্যভূতময়ং হি তৎ॥ অস্যার্থঃ, বৈকুণ্ঠাদি ধামে ভগবদ্ভোগ্য বস্তু রসরূপ এবং হেয়াংশাভাব, ত্বগ্বীজবিশিষ্ট ও কঠিনাংশ যে দ্রব্য হয় তদ্দ্রব্য সকল ভৌতিক জানিবে, ভগবদ্ভোগ্য চিন্ময় দ্রব্যে হেয়াংশ নাই। যদি বল রসাত্মক দ্রব্যের ভোক্ষ্যাকারতা অর্থাৎ অন্ন ব্যঞ্জনাদিরূপতা কি রূপে সিদ্ধ হয়? উত্তর, যে রূপে সচ্চিদানন্দের বিগ্রহ সিদ্ধ তাদৃশ। রসাত্মক ভোক্ষ্য দ্রব্য, রূপাদির ন্যায় ভোগ্য হয় অর্থাৎ যদ্রূপ রূপস্পর্শাদির শুক্লাদি গুণ ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ হইলে ঐ রূপাদির হেয়াংশ সম্ভব নহে তদ্রূপ।

পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ করত শঙ্কা করিতেছেন যে, মনুষ্যাকৃতি শ্রীকৃষ্ণকে ভজনকারি শ্রীমন্নন্দ মহাশয় গণের বার বার ভোজন কারি শ্রীকৃষ্ণাদি ভুক্তান্নাদির হেয়াংশ শঙ্কা হইতে

পারে। উত্তর, চিদানন্দ বিগ্রহ নন্দাদির রসাত্মক ভোগ্যবস্তু ভৌতিক বস্তু নহে, নন্দাদির স্বীয় ভোগ্য রসাত্মক জ্ঞান হেতুক শ্রীকৃষ্ণেও হেয়াংশ সম্ভাবনা নাই। তাহা মহানুভব শ্রীকর্ণপূর স্বীকার করিয়াছেন ; যথা, শ্রূয়তে পরিমলে মল-শব্দো মেখলাদিষু খলাদ্যভিযোগঃ। চন্দনাদিরস এব হি পঙ্কো নীবিকেশরসনাদিষু বন্ধঃ॥ অস্যার্থঃ, নন্দনৃপ-রাজধানীতে মল শব্দ নাই, কেবল পরিমলে মলশব্দ শ্রবণ আছে ; পঙ্কশব্দ প্রয়োগ মাত্র চন্দনাদি রসেই আছে ; নীবিবন্ধ, কেশবন্ধ, রসনাবন্ধ, ইহাতেই বন্ধ শব্দ প্রয়োগ আছে। মল, খল, পঙ্ক, বন্ধ, এই সকল না থাকাতে নন্দরাজধানী অপ্রাকৃতা এবং ভোগ্য বস্তু জাত অপ্রাকৃত সিদ্ধ হইল। তবে যে এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনীতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের মল-মূত্রত্যাগ হেয়াংশ প্রতীতি হইতেছে, তাহার পূর্ব্বোক্ত প্রমাণাবিরোধ জন্য অর্থান্তর করিতে হইবে। যথা বাস্তুতে মেহনাদি অর্থাৎ জলসেক ধূলি প্রক্ষেপাদি রূপ ধার্ষ্ট্য করেন, মিহ ধাতু সেচনার্থ, নতুবা জলনিষেচন নিমিত্ত করিয়া মিহ-ধাতু হইতে মেঘ শব্দ নিষ্পত্তি হইত না। এবং ঋষভ দেবে মলত্যাগ ও দেহত্যাগ রূপ হেয়াংশ কথিত আছে, তাহা অজ্ঞ ব্যক্তির যদ্রূপ প্রতীতি হইয়াছিল, তদনুবাদ মাত্র, নতুবা তাদৃশ চিন্ময় দেহে সম্ভব নহে। যেহেতু তৎসেবক সিদ্ধ জীব সকলের হেয়-যোগাভাব শাস্ত্রোক্ত আছে। যথা জগজ্জনমলধ্বংসিশ্রবণস্মৃতিকীর্ত্তনাঃ। মলমূত্রাদিরহিতাঃ পুণ্য-শ্লোকা ইতি স্মৃতাঃ॥ অর্থঃ, যে ভগবদ্ভক্তের শ্রবণ কীর্ত্তন জগজ্জনের মলার ধ্বংসকারী হয় এবং যাহারা মল মূত্রাদি

রহিত, তাহাদিগের পুণ্যশ্লোক কহে, অতএব ঋষভ দেব পরতত্ত্ব হেতু অত্রস্থলে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে;—যাহারা পরতত্ত্ব মূর্ত্তি রূপে জ্ঞাত হইয়া তদুপদিষ্ট নিষ্ঠ শিষ্য হইয়াছিল তাহাদের প্রতি অভীষ্ট প্রদান করিয়াছেন। যাহারা তদুপদিষ্ট ধর্ম্মভ্রষ্ট পামর তাহাদিগের প্রতি হেয়াংশ-যোগ প্রতীতি করাইয়া তাঁহার তুল্য মলিনাচরণ ক্রিয়াকারী দিগের তদনুরূপ নরক প্রাপ্ত করাইয়াছেন। তাহা ব্যক্ত আছে যে, ঋষভদেবের চরিত্র শ্রবণ করিয়া কোঙ্ক বেঙ্কট কূটক দেশের অর্হন্নাম রাজা কলিযুগে অধর্ম্ম মার্গ অর্থাৎ বেদ বাহ্য চিহ্নধারি পাষণ্ডি স্থাপন করিবেন। সেই হেতু অর্হৎ মতাবলম্বি পাষণ্ডীর প্রতি মায়াদ্বারা হেয়াংশ প্রকাশ, ইহাতে পরমাপ্ত ভগবানে বৈষম্যদোষ সম্ভব নহে। যেহেতু কর্ম্মানুসারী হইয়া ফল দান করেন। এ সকল বিষয়ে প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে দ্রষ্টব্য। যদ্যপি ঋষভ দেবের চিন্ময় দেহে হেয়াংশাভাব হইল, তবে শ্রীভাগবতে তেন সহ দাবানলস্তদ্বনং দদাহ, এই স্থলে ঋষভ-দেহ-দাহ প্রতীত হইতেছে, তাহা যথা শ্রুতার্থে বোধ হয়; কিন্তু ভিন্নার্থ আছে ; যথা, তেন সহ এ স্থলে কর্ত্তৃসাহিত্যে তৃতীয়া অর্থাৎ কর্ত্তা দাবানল তাঁহার সহিত, কি না, ঋষভদেবকে সহায় করিয়া বনকে দাহন করিয়াছিলেন, এতদর্থ দ্বারা এই বোধ হইতেছে, কেবল এক দাবানল দাহন করেন নাই, ঋষভদেবও করিয়াছেন ;—দাবানল বনদগ্ধ করিয়াছেন, ভগবান্ ঋষভ দেব বনবাসী দিগের অবিদ্যা দগ্ধ করিয়াছেন। পুত্রগণকে অনুশাসন করিয়া ঋষভ বিষ্ণুর পরমহংস

ধর্ম্মানুষ্ঠান যদুক্ত আছে, সে কেবল তদ্ধর্ম্মানুকরণ প্রতীতি মাত্র, শ্রীভাগবতীয় তৎপ্রকরণে বিদিত আছে। তাঁহার দেহ-ত্যাগ প্রকার কথিত আছে, তাহা তৎসেবক মনুষ্যগণের দেহাশক্তিত্যাগ জন্য মাত্র। এই সকল বিষয় পঞ্চম স্কন্ধে ঋষভ প্রকরণ দেখিয়া বিচার্য্য হইয়াছে। অতএব স্বজ্ঞান পূর্ব্বক ভগবানের জ্ঞান তিনিই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির উপায় ভূত হইয়াছেন, তদ্ব্যতিরিক্ত নাই।

ইতি ভাষ্যসারসিদ্ধান্তরত্নে শ্রীউপেন্দ্রমোহনগোস্বামি-ন্যায়রত্ন-কৃত-
বঙ্গভাষানুবাদে পুরুষার্থনির্ণয়ঃ
প্রথমঃ পাদঃ।

অথ দ্বিতীয়পাদারম্ভঃ।

প্রথম পাদে উক্ত হইয়াছে, ভগবৎ-প্রাপ্তির সাধনভূত জ্ঞান ও ভক্তি। তন্মধ্যে ভগবত্তার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দ্বৈবিধ্য-হেতুক ঐশ্বর্য্যরূপা ও মাধুর্য্য রূপা জ্ঞান ও ভক্তি দ্বিবিধা হন। ঐশ্বর্য্য ভক্তিতে নরলীলা অপেক্ষা না করিয়া পরমৈশ্বর্য্যাবির্ভাব হয়। যথা, পিতা মাতা বসুদেব দেবকীর প্রতি প্রদর্শন করাইয়াছেন এবং অর্জ্জুন মহাশয়কে দেখাইয়াছেন। তথাহি দশমে ভগবদ্গীতায়াঞ্চ, এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্জন্মস্মরণায় মে। নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্ত্যলিঙ্গেন জায়তে। পশ্য মে যোগমৈশ্বরমিতি চ। অস্যার্থঃ, বসুদেব দেবকীকে ভগবান্ কহিতেছেন যে, আমি ঈশ্বররূপ তোমাদিগের দেখাইলাম, তাহা পূর্ব্বজন্ম স্মরণ জন্য; নতুবা আমাকে মনুষ্য তুল্য জ্ঞান হইত। ভগবান্ অর্জ্জুনের সন্দেহ নিবারণ জন্য ঐশ্বররূপ দেখাইয়াছেন। মাধুর্য্য ভক্তিতে ঐশ্বর্য্য প্রকাশে কি অপ্রকাশে নরলীলার অতিক্রম নাই; যথা পূতনার প্রাণহন্তা হইয়াও স্তন-চূষণরূপ নরলোক-চেষ্টা ছিল; এবং অতি কঠোর শকট-পাতনে কোমল চরণদল ছিল; ও অত্যন্ত দীর্ঘ-রজ্জুদ্বারা বন্ধনাশক্য হইয়াও মাতৃভয় জন্য ব্যাকুলতা ছিল। নরলীলাতে পারমৈশ্বর্য্য থাকিলেও তাহার প্রকাশ না করিয়া

হেতুক ঐশ্বর্য্যজ্ঞান শ্রেষ্ঠ; মায়াদ্বারা মনুষ্য বিগ্রহ ও তচ্চেষ্টা-ধারণ হেতুক মাধুর্য্য জ্ঞান কনিষ্ঠ। উত্তর, তাহা নহে, ঐশ্বর্য্য জ্ঞানতুল্য মাধুর্য্য জ্ঞানের ব্রহ্মধর্ম্মত্ব হেতুক মাধুর্য্য বিষয়ক জ্ঞান তিনিও ব্রহ্মজ্ঞান হন, যেহেতুক নরাকৃতি পরব্রহ্ম বিষয় হইয়াছেন। যথা বিষ্ণুপুরাণে, যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি॥ অস্যার্থঃ, যদুবংশ-বিস্তার শ্রবণ করিলে মনুষ্য সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, যে যদুবংশে নরাকৃতি পর-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। এতদ্দ্বারা নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব সিদ্ধ থাকাতে তদ্বিষয়ক মাধুর্য্যজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছেন। অতএব মাধুর্য্য ভক্তের চরণধূলি প্রার্থনা ব্রহ্মা ও উদ্ধব করিয়াছেন। যথা শ্রীভাগবতে, তদ্ভূরিভাগ্য-মিহজন্ম কিমপ্যটব্যামিতি আসামহো চরণরেণুজুষামিতি চ। তবে যে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ নিষেধ করিয়াছেন ব্রজবাসি-গণের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-শূন্য হেতুক রাগ প্রধান অর্থাৎ রাগাত্মিকা ভক্তি; তাহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্য দেখিয়া ব্রজবাসিগণের হৃৎকম্প হেতুক সাদর সম্ভ্রম ছিল নাই, যদিচ সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণ এই জ্ঞান বিদ্যমান ছিল, কিন্তু রাগানুগা ভক্তি কর্ত্তৃক গিলিত হইয়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রভু হইতে পারিত নাই। এতদভিপ্রায়ে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নিষেধ করিয়াছেন, নতুবা ঐশ্বর্য্যজ্ঞান শূন্য নহে। কিন্তু ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বিষয়ক জ্ঞান তাহা এক কালেই উদয় হয় নাই, ক্রমে হয়; যে কোন জ্ঞানেই যৌগ-পদ্য নাই। যদি বল অত্যন্ত কৃতাবধান ব্যক্তির এক কালে

অনেক জ্ঞান প্রতীত হয়, তাহা নহে; জ্ঞান হইতে জ্ঞানান্তরাবধানকাল অতি সূক্ষ্ম, এজন্য ঐ কালের প্রতীতি হয় নাই। ইহাতে করিয়া মাধুর্য্যজ্ঞানকালে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাশ হয় তাহা কহিতে পার না, তবে অপ্রকট রূপে থাকে। যদ্রূপ সুষুপ্তি কালে জ্ঞান না থাকিলে জাগরণে প্রকাশ হইতে পারে না, এবং যথা, বাল্যে অপ্রকট ভাবে পুরুষত্ব না থাকিলে কদাচ যৌবনে ব্যক্ত হইতে পারে না তদ্রূপ। যদি বাল্যে পুরুষে পুংস্ত্ব থাকা স্বীকার না কর, তবে নপুংসকেও পুরুষত্ব হইতে পারে। সূর্য্য-প্রকাশ তুল্য নিরন্তর প্রকাশিত জ্ঞানরূপ যে ভগবান্ তাঁহার মনুষ্য লীলোপযোগী মুগ্ধত্ব দেখা যাইতেছে। যথা শ্রীদশমে, তদভিজ্ঞোঽপি ভগবান্ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনঃ। প্রশ্রয়াবনতোঽপৃচ্ছৎ বৃদ্ধান্নন্দপুরোগমান্॥ অর্থঃ, ইন্দ্রযাগোদ্যত নন্দাদি হইয়াছেন তাহা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বাত্মা ভগবান্ জানিয়াও অজ্ঞাত মুগ্ধের ন্যায় নন্দাদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এস্থলে স্বপ্রকাশ জ্ঞানঘন ভগবানের যে মুগ্ধত্ব উক্ত আছে, তাহা স্বীয় চিচ্ছক্তি-সাররূপ-লীলানন্দাত্মক হয়, স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। যদি বল ভগবানের স্বরূপ হইতে সংমুগ্ধত্বাদিকে অভিন্ন স্বীকার করিলে অজ্ঞান-মিশ্রিত স্বীকার হয়। এতাদৃশ ভ্রম করিবে না, যদ্রূপ ভগবানের নখর-চিকুরাদ্যঙ্গের পৃথক্ ভাসমানতা হইলেও জ্ঞানরূপতার বিরহ নাই, তদ্রূপ মুগ্ধত্বাদির জ্ঞানরূপতার বিরহাভাব জানিবে। যেহেতু ব্রহ্মস্বরূপে তমোগুণকার্য্য অজ্ঞানের সত্তা নাই। অতএব মুগ্ধত্বাদি লীলানন্দাত্মক সিদ্ধ হইল। তাহাতে প্রমাণ, যথা তন্ত্রে,

অষ্টাদশমহাদোষৈ রহিতা ভগবত্তনুঃ। সর্ব্বৈশ্বরময়ী সত্য-বিজ্ঞানানন্দরূপিণী॥ অস্যার্থঃ, মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরসতা, উল্বণকাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমতা, পরাপেক্ষা, এই অষ্টাদশ দোষ-রহিতা ভগবত্তনু; কিন্তু সর্ব্বৈশ্বরময়ী সত্যবিজ্ঞানানন্দরূপিণী ভগবত্তনু হন। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন যে, কিরূপে ভগবদ্বিগ্রহ অষ্টাদশ দোষরহিত হইতে পারে? যথা শ্রীভাগবতে দৃষ্ট হই-তেছে;—পুলিন হইতে ব্রহ্মা বৎসহরণ করিলে পর তাহা অজ্ঞাত হইয়া বনমধ্যে বৎস-বালক অন্বেষণ করিয়া-ছিলেন; এস্থলে মোহ প্রকাশ। এবং বনমধ্যে গোপবাল-কের সহিত বাহু-যুদ্ধ-শ্রমান্বিত হইয়া গোপবালকের ক্রোড়ে মস্তকার্পণ করিয়া বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়াছিলেন; এস্থলে খেদ ও শ্রম প্রকাশ। বাল্যলীলাতে চরণদ্বয় ঘর্ষণ-দ্বারা গমন করত মুগ্ধের ও ভীতের ন্যায় শ্রীযশোদা ও রোহিণীর নিকট গমন করিতেন; এস্থলে ভ্রম প্রকাশ। গোপীগণের গৃহে অদোহনকালে বৎসসকল মোচন করিতেন, তদ্বিষয়ে গোপীগণ ক্রোধ করিলে হাস্য করিতেন; এস্থলে লোলতা প্রকাশ। গোপীগণ কহিয়াছেন, বনমালী মদবিঘূ-র্ণিত লোচন হইয়াছেন; এস্থলে মদ প্রকাশ। ভগবান্ গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলাতে মৎসর পূর্ব্বক কহিয়াছেন যে, লোকপালাভিমানি ইন্দ্রের শ্রীমদতম হরণ করিব; এস্থলে মাৎসর্য্যপ্রকাশ। এবং পূতনাবধে হিংসাপ্রকাশ। মৃদ্-ভক্ষণ-লীলাতে যশোদা মাতাকে কহিয়াছিলেন, আমি মৃত্তিকা

ভক্ষণ করি নাই এস্থলে ও জরাসন্ধ-ছলে অসত্য প্রকাশ। স্তনপানকাম হইয়া দধিমন্থন-কারিণী জননী শ্রীযশোদাকে প্রাপ্ত হইয়া মন্থানদণ্ড গ্রহণ করিয়া দধিমন্থন নিষেধ করিয়াছিলেন ; এস্থলে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ। বনমধ্যে কোন স্থানে বৎস ও বৎসপালকে না দেখিয়া কৃষ্ণ ব্রহ্মার কৃত সকল কার্য্য মানিয়াছিলেন ; এস্থলে আশঙ্কা প্রকাশ। এবং শ্রুতিতে উক্ত আছে পরমেশ্বর ভগবান্ কহিয়াছেন, আমি বহু হইব ; এস্থলে জগদাবেশরূপ বিশ্ব-বিভ্রম প্রকাশ। ভগবদ্গীতাতে ভগবান্ কহিয়াছেন, আমি সকল-ভূতে সমভাব, আমার দ্বেষ্য ও প্রিয় নাই, কিন্তু আমার ভজন-কারি জনের ভক্তিদ্বারা আমি ভক্তে থাকি ও ভক্ত আমাতে থাকে ; এস্থলে বৈষম্য প্রকাশ। আমি ভক্ত-পরাধীন এস্থলে পরাপেক্ষা প্রকাশ।

অতএব ভগবানে মোহাদি ষোড়শ দোষ প্রমাণসিদ্ধ হেতুক নির্দ্দোষ বিগ্রহত্ব কিরূপে সম্ভব ? উত্তর, ভগবানে সংমুগ্ধত্বাদি ভক্তানন্দ-বৈচিত্র্য-পোষক-লীলা-বিলাস ভক্ত-সংরক্ষণার্থ জানিবে, তাহা বাৎসল্যাদিরস সিদ্ধিজন্য, প্রাকৃত-গন্ধাস্পৃষ্ট স্বরূপ ধর্ম্ম উদয় হয়। যথা, ভগবদ্গত মুগ্ধতা ও আশঙ্কাদ্বারা ঐশ্বর্য্য-ভক্তের বিতর্ক জন্য বিস্ময়-রসোদয় এবং মাধুর্য্য-ভক্তের ব্যৎসল্যাদি-রসোদয় হয়। লোলতা ও মদদ্বারা সমবয়স্ক গোপবালকগণের বাহু যুদ্ধাদি ক্রীড়া রসোদয়, এবং সুনয়না গোপীগণের কন্দর্পাহত বুদ্ধি হইয়া উজ্জ্বল রসোদয় হয়। খেদ পরিশ্রমের দ্বারা ভক্তগণের সেবানন্দ বৃদ্ধি হইয়া তৎসেবাতে ইচ্ছা বিশেষ হয়। মাৎসর্য্য

ক্রোধ, হিংসা, এই সকলদ্বারা অসৎ বিনাশ হেতুক সাধু রক্ষা হয়। ভ্রম ও লোলতা দ্বারা পিতৃবর্গের কৌতুক বৃদ্ধি হয়। অসত্যদ্বারা সমবয়স্ক ও সুনয়না গোপাঙ্গনা গণের কোপোদয় হইয়া সেই সেই রসের বৃদ্ধি হয়। জগদাবেশরূপ বিশ্ব-বিভ্রমেরদ্বারা প্রকৃতি-লীন জীবমাত্রানুগ্রহ হয়। বিষমত্ব ও পরাপেক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা এই সকলদ্বারা সর্ব্বভক্তানুগ্রহ হয়; অর্থাৎ ভগবানের ভক্ত পক্ষপাতি-রূপ বৈষম্য ও ভক্তাধীনত্ব ও ভক্তের নিকট আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া সকলে ভগবানের ভক্ত হইতে ইচ্ছা করিবে।

সেই সকল মুগ্ধত্বাদি ব্যতিরেকে লীলা সিদ্ধি হয় না। ঐ লীলার অসিদ্ধি হইলেই ভগবানের পূর্ণতা থাকে না। যদি ভগবানে মুগ্ধত্বাদির দোষ স্বীকার করত তাঁহাতে রুচি না হয়, তবে অন্য সার্ব্বজ্ঞাদি গুণেও রুচি না হইয়া ভগবানে ভক্তি না হইতে পারে। তাহা হইলে শ্রুতি-বিরোধ হয়। শ্রুতির্যথা, শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহি। অর্থঃ, শ্রদ্ধা ও ভক্তি ও ধ্যান-যোগদ্বারা ভগবানকে জ্ঞাত হও। ভগবানের মুগ্ধত্বাদিকে গুণত্ব রূপে স্বীকার করিলে, তবে নির্দ্দোষ পূর্ণ গুণ ইত্যাদি স্মৃতিসঙ্গতা হয়। অতএব মৌগ্ধ্যাদি সকল, স্বরূপ-শক্তিসারভূত লীলানন্দাত্মক-প্রেম-স্বরূপ হইতে অভিন্ন, যদ্রূপ ভগবানে নখকুন্তলাদি সকল তত্তুল্য চিন্ময় তদ্রূপ জানিবে। শ্রীদশমে শুকবাক্যং যথা। ক শোকমোহৌ ক্রোধো বা ভয়ং বা যেঽঙ্গসম্ভবাঃ। ক চাখণ্ডিতবিজ্ঞানজ্ঞানৈশ্বর্য্যঃ সুরেড়িতঃ॥ অর্থঃ, অখণ্ডিত-বিজ্ঞান-জ্ঞানৈশ্বর্য্য ও দেব কর্ত্তৃক স্তুত ভগবান্ হইয়াছেন, তাঁহাতে দেহ সম্ভব, শোক ও মোহ

ও ক্রোধ এবং ভয় সম্ভব নহে। এই প্রমাণদ্বারা অঙ্গসম্ভব ক্রোধাদি নিষেধ হেতুক বুদ্ধিসম্ভব ক্রোধাদি ভগবানে আছে, তাহা বোধ হইতেছে।

যদি বল ভগবানের মুগ্ধ-সময়ে দীন ভক্তজনের অভ্যর্থনাতে অনবধান হেতুক মহতী ক্ষতি হয়। উত্তর, ভগবানের মৌগ্ধ্য-সার্ব্বজ্ঞ-গুণের সহাবির্ভাব হেতুক অর্থাৎ মৌগ্ধ্য সময়েও সার্ব্বজ্ঞ গুণ আছে, অতএব স্বসেবকের আর্ত্তি-স্তুতি-পরিচর্য্যাদিতে অবধান হয়, এই হেতু ক্ষতিলেশ নাই; তাহা ভগবদ্‌গুণানুভবিতা শ্রীলীলাশুক কহিয়াছেন। যথা, সার্ব্বজ্ঞত্বে চ মৌগ্ধ্যে চ সার্ব্বভৌমমিদং মহঃ। নির্ব্বিশন্নয়নং হন্ত নির্ব্বাণপদমশ্নুতে। অর্থঃ, সার্ব্বজ্ঞতাতে কিম্বা মুগ্ধতাতে সর্ব্বব্যাপি এই তেজ নয়নে প্রবেশ করত নির্ব্বাণপদ ভোগ করিতেছে। পরস্পর বিরুদ্ধ গুণগণের সহাবস্থিতি ভগবানে আছে। যথা, ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে। তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন॥ এবং ভগবান্ বেদব্যাস সূত্রকার কহিয়াছেন; যথা, সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চেতি। অর্থঃ, ঐশ্বর্য্যযোগহেতু ভগবান্ বিরুদ্ধ ধর্ম্মশীল কথিত হইয়াছেন, তথাপি পরমেশ্বরে দোষারোপ করিবে নাই। সকল বিভুত্ব-মধ্যমত্বাদি বিরুদ্ধগুণ ব্রহ্মে উপপন্ন হয়। অতএব তিনি অবিষম হইলেও ভক্ত পক্ষপাতরূপ বৈষম্য মন্তব্য হইয়াছে। এই প্রকরণের নির্গলিতার্থ।

অন্য কেহ কহেন যে, মৌগ্ধ্যাদি প্রপঞ্চ ধর্ম্ম ভগবান্ স্বভক্তানন্দ জন্য অনুকরণ করেন। তাহাতে প্রমাণ শ্রীভাগবতে। প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোপি বিডম্বয়সি ভূতলে। প্রপন্ন-

জনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভোঃ॥ অর্থঃ, ব্রহ্মা কহিতেছেন, ভগবন্ তুমি প্রপঞ্চাতীত হইয়া প্রপ্রঞ্চানুকরণ কর, কেবল ভক্তজন গণের আনন্দসমূহ বৃদ্ধি জন্য। তথাপি তত্ত্বজ্ঞ সকলের এবং আনন্দময় স্বয়ং ভগবানের রসোদয় হয়, যদ্রূপ লবণ সমুদ্রে যে কোন দ্রব্যের নিপাত হইলে লবণতুল্য রস হয়, তদ্রূপ অচিন্ত্য শক্তি ভগবানে মুগ্ধত্বাদি ধর্ম্ম অচিন্ত্য হয়। শ্রীবলদেব রূপে শিষ্যত্ব, প্রদ্যুম্ন রূপে ভৃত্যত্ব, এবং দেবর্ষি রূপে ভক্তত্বাদি, অনুকরণ করিয়াছেন। এই প্রকরণে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য বিষয়ক এই দুই প্রকার ভগবানের জ্ঞান, দর্শিত মতে ভগবৎ স্মারিকা ভক্তিও দুই প্রকার হন। প্রথমা বিধিভক্তি, তদ্বারা সিদ্ধ ভক্তগণের অর্চ্চিরাদি মার্গদ্বারা পরম পদ লাভ হয়, অর্থাৎ ক্রমে মুক্তি প্রাপ্তি হয়। তত্র প্রমাণং তেহর্চ্চিষমিত্যাদি শ্রুতিঃ। দ্বিতীয়া রুচিভক্তি, তদ্দ্বারা সিদ্ধ ভক্ত সকল ভগবানের সহিত সেই ধামে প্রবিষ্ট হয়, যদ্ধাম প্রবেশে রমাদির প্রার্থনা। তথাচ শ্রীভাগবতে, নায়ং সুখাপ ইতি এবং ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া ইত্যাদি চ। অর্থ, গোপিকাসুত ভগবান্ কোন ব্যক্তির সুখপ্রাপ্য নহে, যদ্রূপ ভক্তিমানের সুখপ্রাপ্য। অঙ্গস্থিতা লক্ষ্মীও যাঁহার প্রসাদ লাভ করেন নাই। এই যে রুচিভক্তসকল, ভগবানের প্রিয়তম, যেহেতু সেই ভাবেই রুচির নির্ভর আছে। গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ দেখিয়া বিস্মিত গোপগণ কর্ত্তৃক দেবভাবে শঙ্কিত হইয়া ভগবান্ কহিয়াছেন। যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে, নাহং দেবো ন গন্ধর্ব্বো ন যক্ষো ন চ রাক্ষসঃ। অহং বো বান্ধবো জাতো নাতশ্চিন্ত্যমতোহন্যথা॥ তদনন্তরং

গোপানামুক্তিঃ, দেবো বা দানবো বা ত্বং যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা। কিম্বাস্মাকং বিচারেণ বান্ধবোহসি নমোস্তুতে॥ অস্যার্থঃ। আমি দেবতা নহি, গন্ধর্ব্ব নহি, যক্ষ নহি, রাক্ষস নহি, আমি তোমাদিগের বান্ধব যে, তাহা অন্যথা নহে, অতএব চিন্তা নাই। এই কথা শ্রবণান্তর গোপগণ কহিলেন যে, তুমি দেবতা হও, কিম্বা দানব হও, অথবা যক্ষ হও, বা গন্ধর্ব্বই হও, আমাদিগের সে বিচারে কি প্রয়োজন, আমরা বান্ধব বলিয়া জানিয়া নমস্কার করি। গোবর্দ্ধনধারণস্থলে ভগবদৈশ্বর্য্য দেখিয়া গোপগণের হৃৎকম্পহেতু সম্ভ্রম না হইয়া মাধুর্য্য ভাবের ক্ষতি হয় নাই। যাহাতে বন্ধুভাবের স্থাপন হয়, তাহাই গোপেরা কহিয়াছেন। তবে যে দেবভাব শঙ্কোত্থাপন করিয়াছেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণ মুখে বন্ধুভাব শ্রবণ করিবার জন্য। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ, ব্রজবাসিগণের বন্ধুভাব হেতু কৃষ্ণে যে রাগাত্মিকা ভক্তি উক্তা হইয়াছে, যাহাতে বন্ধুভাব রুচির নির্ভর কথিত আছে, সেই বন্ধুভাব হইতে পারে না। যদি যশোদার ঔরসপুত্র শ্রীকৃষ্ণ হইতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণে গোপগণের স্বগোত্ররূপ বন্ধুভাব হইতে পারে, কিন্তু যশোদার ঔরসপুত্র শ্রীকৃষ্ণ তাহা উক্ত নাই। যদি বল, নন্দাত্মজ গোপিকাসুত ইত্যাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যশোদাসুত যাহা কথিত আছে, তাহা যশোদাত্মজা দেবীতে যদ্রূপ দেবকীর আত্মজা বুদ্ধি তদ্রূপ দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণে যশোদার আত্মজ জ্ঞান ঔপচারিক মাত্র। উত্তর, একথা অতিমন্দ। তথাচ শ্রীভাগবতে দশমে। নিশীথে তম-উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দ্দনে। দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ। আবিরাসীদ্যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব

পুষ্কলঃ॥ এবং, যশোদা নন্দপত্নী চ জাতং পরমবুধ্যত। ন তল্লিঙ্গং পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ॥ অস্যার্থঃ, অন্ধকার ব্যাপ্ত নিশীথ সময়ে জনার্দ্দন অর্থাৎ লীলা-পুরুষোত্তম দেবকীতে অর্থাৎ যশোদাতে জায়মান হইলে পর, দেবকীতে অর্থাৎ দেবকসুতাতে বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আদি পুরাণে উক্ত আছে, দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ। অর্থঃ, নন্দপত্নীর নামদ্বয় যশোদা এবং দেবকী, এই প্রমাণাধীন দেবকীশব্দে যশোদা এই অর্থ সম্ভব। দেবরূপিণী এই উক্তিদ্বারা তদ্‌গর্ব্ভসম্বন্ধ দোষাবহ নহে, যদ্রূপ সুরত-রত্ন-মন্দিরে স্থিত নৃপতি পৌরুষরহিত হন নাই। বসুদেব পত্নীর ন্যায় নন্দপত্নী পরং অর্থাৎ পরেশ স্বগর্ব্ভ হইতে জাত এই বোধ করিয়াছিলেন, লিঙ্গ অর্থাৎ বসুদেবাগমের চিহ্ন জানিতে পারেন নাই, তাহার হেতু পরিশ্রান্তা ও নিদ্রাদ্বারা অপগতস্মৃতি হইয়াছিলেন। ইত্যাদি স্থলে শ্রীশুকদেব কৃষ্ণকে যশোদার ঔরস পুত্র কহিয়াছেন। এবং আদি পুরাণে স্পষ্টই কথিত আছে; যথা, নন্দগোপগৃহে জাতো যশোদাগর্ব্ভসম্ভবঃ॥ এতদ্দ্বারা নন্দাত্মজ গোপিকাসুত ইত্যাদি শব্দের মুখ্যার্থ জানিবে। যদি বল দেবকীপুত্ররূপে স্ফুটার্থপ্রত্যয়, বিরুদ্ধ হয়। উত্তর, তাহা হয় নাই, যেহেতু যশোদাসুতের সহিত দেবকীপুত্র ঐক্য হইয়া দেবকীপুত্রের মথুরাদিতে গমন ও মধ্যে মধ্যে ব্রজে ও কুরুক্ষেত্রে আগমন করাতেই স্ফুটার্থ যে দেবকীপুত্র, তাহার ব্যাঘাত হয় না। অতএব উভয় মতেই অর্থাৎ স্বগোত্রনিবন্ধন, ও ভাবনিবন্ধন, সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপগণের

বন্ধু। এমতে দ্বিবিধ জ্ঞান ও ভক্তির গোচর, শ্রীকৃষ্ণাখ্য পুরুষোত্তম, সমুদয়শক্তিপ্রকাশী, স্বয়ং ভগবান্ শব্দে কথিত হন। অসাকল্য-শক্তিপ্রকাশী, বিলাসরূপ হন। দুই-এক-শক্তি-প্রকাশী, অংশ ও কলা হন। তথাচ শ্রীভাগবতে, এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল॥ অস্যার্থঃ, গর্ব্ভোদকশায়ি প্রদ্যুম্নাখ্য পুরুষের পূর্ব্বোক্তাবতার সকল কেহ অংশ, কেহ কলা, কৃষ্ণ যিনি স্বয়ং ভগবান্। বসুদেব-দেবকীর অষ্টম পুত্র স্বয়ং হরি। যদি বল অবতার-প্রকরণে যে পুরুষের মৎস্যাদি অংশ কলা কথিত হইয়াছে, সেই পুরুষ সকল-শক্তিপ্রকাশী কৃষ্ণ, এই অর্থ প্রত্যয় হেতু প্রাগুক্ত ব্যবস্থা হইতে পারে না। তদুত্তর, একথা কহিতে পার না। কৃষ্ণস্তু এই স্থলে তু শব্দ ভিন্নোপক্রমার্থ জানিবে। ব্রহ্মসংহিতাতে কৃষ্ণরূপ প্রকৃত করিয়া রামাদিত্রয়পুরুষের কৃষ্ণাবতারত্বরূপে কথিত আছে। যথা, ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং॥ রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ নানাবতারমকরোৎ ভুবনেষু কিন্তু। কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ অস্যার্থঃ, যে শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরম-পুরুষ কলানিয়মদ্বারা অর্থাৎ সেই সেই মূর্ত্তিতে নিয়ত শক্তি প্রকাশদ্বারা রামাদি মূর্ত্তি প্রকাশ করত ভুবন মধ্যে নানা অবতার করিয়াছেন এবং স্বয়ং যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। যদি বল, পুরুষাদ্যবতারের অবতারী কৃষ্ণ হউন্। কিন্তু কৃষ্ণাবতারী পরব্যোমাধিপতি হউন্। যেহেতু পরব্যোমাধিপতির

অবতারত্ব রূপে কোথাও উক্তি নাই। উত্তর, একথা নহে। সেই ব্রহ্মসংহিতাতেই উক্ত আছে; যথা, গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ যস্য দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু। তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ অস্যার্থঃ, গোলোকধামে এবং তাহার তলে ও অধোধঃ স্থিত, হরি ও মহেশ ও দেবীধামে সেই সেই প্রভাব সমূহ যে গোবিন্দ কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে। এতদর্থদ্বারা বোধ হইতেছে কৃষ্ণই নারায়ণ হইয়া পরব্যোমে সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন, অতএব পরব্যোমাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তাহা স্পষ্ট উক্ত আছে। এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে; যথা, সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলং। একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥ অর্থঃ, বৈশম্পায়নোক্ত সহস্রনাম ত্রিবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, কৃষ্ণ এই নাম একবারোচ্চারণে সেই ফল হয়। কৃষ্ণনামের সর্ব্বোর্দ্ধ মাহাত্ম্য হেতুক শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাবতারিত্ব সিদ্ধ হইল। অতএব তম্মহিষী শ্রীলক্ষ্মীদেবী পরব্যোমাধীশ্বরী শ্রীকৃষ্ণ রূপের চরণসেবা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তথাচ শ্রীভাগবতে, যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃত-ব্রতেত্যাদি॥ এস্থলে এই তত্ত্ব বোধ্য হইয়াছে। গোলোকে নিবাস করত এবং তদাবির্ভাবে পরব্যোমে তদধিপতি শ্রী-নিবাস পুরুষাখ্য ও রামাদি, অনাদিকাল আবির্ভূত হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। কিন্তু পুরুষাদি প্রপঞ্চসম্বন্ধে কদাচিৎ আবির্ভাব হন, তদধিপতি অর্থাৎ পরব্যোমাধিপতি তৎ-সম্বন্ধে অর্থাৎ প্রপঞ্চসম্বন্ধে কদাচিৎ আবির্ভূত হন নাই।

যে, পুরুষাদির অবতারত্ব ও পরব্যোমাধিপতির অনবতারত্ব কথিত আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই, প্রপঞ্চসমাগমহেতুক শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব প্রসক্তি হইতে পারে। পুরুষাদ্যবতার-গণের পরব্যোমবাস, তাহা পদ্মপুরাণে উক্ত আছে; যথা, বৈকুণ্ঠভুবনে নিত্যং নিবসন্তে মহোজ্জ্বলাঃ। অবতারাঃ সদা তত্র মৎস্যকূর্ম্মাদয়োঽখিলাঃ॥ অপ্রাকৃত লোক হইতে প্রাকৃত লোকে অবতরণকে অবতার কহে। এমতে সকল শক্তিপ্রকাশ হেতুক শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা সিদ্ধ হইল। যদি বল, পরব্যোমাধিপতির সকল-শক্তি-প্রকাশিত্ব আছে, তাহা সত্য, কিন্তু অনন্যাপেক্ষিরূপত্ব নাই, তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণে আছে। এতদ্বিষয়ে প্রমাণ শ্রীগোপালোপনিষদে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। যথা, কঃ পরমো দেব ইত্যাদিনা। অর্থঃ, মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সর্ব্বদুঃখহর, সর্ব্বহেতু পরম-দৈবত কে হন। ব্রহ্মা উত্তর করিয়াছেন, যথা, কৃষ্ণ এব পরো দেব ইত্যাদি। এবং ভগবদ্গীতাতে উক্ত আছে। যথা, মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। অর্থঃ, আমাহইতে পরতর কিঞ্চিন্মাত্র নাই। অত্র স্থলে পূর্ব্বপক্ষ, যথা বরাহ-পুরাণে; পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ। সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জিতাঃ॥ অর্থঃ, ভগবানের সকল স্বরূপ, জ্ঞান মাত্র, সর্ব্বগুণপূর্ণ, সকল দোষবর্জ্জিত। এতৎপ্রমাণদ্বারা ভগবানের সকল স্বরূপের পূর্ণত্ব প্রতীতি হইতেছে। অতএব অনন্যাপেক্ষি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই কিমতে নিশ্চয় হইতে পারে। উত্তর, স্বরূপের ভেদ হইলে এই আশঙ্কা হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে সে ভেদ নাই। এক

যে কৃষ্ণ, তিনি বৈদূর্য্যমণির ন্যায় আপনাতে নানারূপ প্রকাশ করেন। তাহাতে প্রমাণ শ্রুতি। একোপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি ইত্যাদি। অর্থঃ, এক হইয়াও যিনি বহুধা প্রকাশ হন। যদ্রূপ ষট্‌শাস্ত্রজ্ঞ এক পণ্ডিতের কখন সকল শাস্ত্র গ্রাহিত্ব হইয়া সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রতীতি হয়, কচিৎ অসকল-শাস্ত্র-গ্রাহীর এবং দুই এক শাস্ত্রগ্রাহীর সর্ব্বজ্ঞতুল্যত্ব এবং সকল শাস্ত্রজ্ঞত্ব প্রকাশ হয়, তদ্রূপ এক কৃষ্ণের বহুশক্তি ও অল্পশক্তি অপেক্ষা করিয়া অংশিত্বাংশত্ব হয়। তাহা শ্রীরূপগোস্বামি-পাদে উক্ত আছে; যথা, একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ তথাংশত্বমুতাংশিতা। তস্মিন্নেকত্র নাযুক্তমচিন্ত্যানন্তশক্তিতঃ। অর্থঃ, একত্ব ও পৃথক্ত্ব ও অংশত্ব ও অংশিত্ব এই সকল এক কৃষ্ণে অচিন্ত্যানন্তশক্তি হেতুক অযুক্ত নহে। স্বেচ্ছাদ্বারা নানাশক্তি প্রকাশীকে অংশী কহে। অংশীর সর্ব্বদা অল্পশক্তি প্রকাশীকে অংশ কহে। এতদ্দ্বারা পরব্যোমাধিপাদিরূপ হইয়া কৃষ্ণ সকলগুণ প্রকাশ করান্। পরব্যোমাধিপতিতে যে গুণ-পূর্ণত্ব তাহা নিরস্ত হইল। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ। দেবগণ কর্ত্তৃক ক্ষীরাব্ধি-পতি প্রার্থিত হইয়া শুক্ল ও নীলকেশ দ্বয় উৎপাটন করেন, ঐ কেশদ্বয় বল-কেশব হইয়া ভূভার হরণ করেন, এতদ্দ্বারা বোধ হয়, কৃষ্ণ ক্ষীরাব্ধিপতির অংশ। উত্তর, তাহা নহে। কেশশব্দ সে স্থলে অংশুবাচী। যথা নারায়ণীয়ে, অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবন্তস্মান্মামাহুর্ম্মুনিসত্তম॥ অস্যার্থঃ, শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন, যে সকল অংশু প্রকাশ হয়, সে সকল আমার কেশশব্দ বাচ্য হয়, সেই হেতু সর্ব্বজ্ঞেরা আমাকে কেশব বলিয়া

থাকেন। এবং তৃতীয় স্কন্ধে কথিত আছে, ভগবদবতার সময়ে তদ্বিলাসব্যূহস্বাংশ সকলেই অংশদ্বারা ভগবানে অনুপ্রবেশ করেন। অতএব কেশাবতার স্থলে এই ব্যাখ্যা করিতে হইবেক যে, ক্ষীরাব্ধিপতি অংশুদ্বারা কৃষ্ণে ও বলদেবে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। অতএব কৃষ্ণবলদেব যে ক্ষীরাব্ধিপতির কেশাবতার, তাহা দূরোৎসারিত হইল। এই শাস্ত্রনির্ণীতার্থ স্বীকার না করিলে বিপরীত হয়, অর্থাৎ কৃষ্ণাবির্ভাব পরব্যোমনাথে সাকল্য কৃষ্ণগুণ অঙ্গীকৃত হইলে তৎপত্নী লক্ষ্মীদেবীর শ্রীকৃষ্ণচরণরেণু-স্পৃহা হইতে পারে না। এবং দাশরথি রামে সকলগুণ প্রাকট্য অঙ্গীকার করিলে দাশরথিকে দর্শন করিয়া দণ্ডকারণ্য মুনিগণের শ্রীকৃষ্ণ-স্পৃহা অসম্ভব। পূর্ণশক্তি শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকার করিলে, বাসুদেবে শঙ্কর্ষণের স্বোৎপত্তি-স্থান বুদ্ধি এবং বহুমান, ও কৃষ্ণে বলদেবের ভর্ত্তৃবুদ্ধি, প্রদ্যুম্নাদির পিতৃত্ব বুদ্ধি এবং অত্যাদর এই সকল ভাগবতোক্ত; এবং শ্রীরামে লক্ষ্মণাদির স্বামিত্ববুদ্ধি রামায়ণোক্ত; ও শ্বেতদ্বীপ-পতিতে নরনারায়ণের স্বপ্রকৃতিবুদ্ধি ও ভক্তি, নারায়ণীয়োক্ত যাহা আছে, সে সকল সঙ্গত হয়। অতএব অংশিদ্বারা অংশ ব্যক্ত হন, অংশেরদ্বারা অংশী ব্যক্ত নহে, এই স্থির সিদ্ধান্ত হইল।

শ্রীরামতাপনীতে উক্ত আছে; যথা, যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্, যস্য মৎস্যকূর্ম্মাদয়ো অবতারাস্তস্মৈ নমোনমঃ। ইতি। এই শ্রুতি দ্বারা সীতাপতিই মৎস্যাদির অবতারী হইতেছেন এই অর্থ প্রতীত হয়; তবে কৃষ্ণের অবতার মৎস্যাদি এই আগ্রহ কি জন্য কর? উত্তর, শ্রীরামচন্দ্রের

পরব্যোমাধিপতিরূপত্ব আছে। আর যে রামায়ণে ও ভাগবতে শ্রীরামের স্বয়ংপদবোধ্যত্ব উক্ত আছে, তাহা মৎস্যাদির অংশিত্বাভিপ্রায়ে সমাধান করিবে। শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরামের অবিশেষ স্বীকার করিলে অর্থাৎ বৈলক্ষণ্যলেশ স্বীকার না করিলে রামাদিমূর্ত্তিতে কলানিয়মদ্বারা স্থিত শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রহ্মসংহিতোক্তি ও দৃষ্ট-রামচন্দ্র-দণ্ডকারণ্য-মহর্ষিগণের কৃষ্ণস্পৃহা এই পদ্মপুরাণোক্তি, অসঙ্গতা হয়। অতএব সর্ব্বদাভিব্যক্ত সর্ব্বশক্তিহেতু কৃষ্ণের স্বয়ং রূপত্ব সিদ্ধ হইল। পরব্যোমাধিপাদিতে অব্যক্তগুণ অর্থাৎ যে গুণাভাব, সেই সকল গুণ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বদা ব্যক্ত আছে। শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বাতিশয়-প্রেমপূর্ণা রাধাদি পূর্ণশক্তি, এবং ব্রহ্মাদিতত্ত্বজ্ঞ-বিস্মাপক, স্থাবরজঙ্গম-বিমোহক বেণুনাদমাধুর্য্য, স্বপর্য্যন্তসর্ব্ববিস্মাপক রূপমাধুর্য্য, শ্রীশুকদেবাদি কর্ত্তৃক অনুভূত নিরতিশয় কারুণ্যাদিগুণ সর্ব্বদা আবির্ভাব হয়, অন্যত্র নাই। তথাচ পিপ্পলশাখায়ামথর্ব্বোপনিষদি, গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে বৃন্দাবনমধ্যে সহস্রদলপদ্মমধ্যে কল্পতরোর্মূলেঽষ্টদলকেশরে গোবিন্দোপি শ্যামঃ পীতাম্বরো দ্বিভুজো ময়ূরপিচ্ছশিরো বেণুবেত্রহস্তো নির্গুণঃ সগুণো নিরাকারঃ সাকারো নিরীহঃ সচেষ্টো বিরাজতে। দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকাচেতি। যস্যাংশো লক্ষ্মীদুর্গাদিকাশক্তিরিতি। তদগ্রে কথিত আছে, তস্যাদ্যাপ্রকৃতি রাধিকা নিত্যনির্গুণা সর্ব্বালঙ্কারশোভিতা প্রসন্নাশেষলাবণ্যসুন্দরীত্যাদি। অস্যার্থঃ, মথুরামণ্ডলস্থ গোকুলাখ্য বৃন্দাবনমধ্যে, সহস্রদলপদ্মে, কল্পবৃক্ষমূলে, অষ্টদল কর্ণিকাতে, শ্যামবর্ণ গোবিন্দ, পীতাম্বর,

দ্বিভুজ, ময়ূরপিচ্ছমস্তক, হস্তে বেণু-বেত্র, নির্গুণ অর্থাৎ প্রকৃতি গুণাস্পৃষ্ট, সগুণ অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধি ষড়্গুণ বিশিষ্ট, নিরাকার, অর্থাৎ প্রাকৃতাকার-রহিত, সাকার অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধি মনুষ্যাকার, নিরীহ অর্থাৎ প্রাকৃত চেষ্টারহিত, সচেষ্ট অর্থাৎ সমুদ্র তরঙ্গন্যায় স্বকীয়োল্লাসাত্মক নিত্য চেষ্টাযুক্ত, উভয় পার্শ্বে অর্থাৎ বামে রাধা ও দক্ষিণে চন্দ্রাবলী; যে রাধার অংশ লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠেশ্বরী ও দুর্গা মন্ত্ররাজাধিষ্ঠাত্রী। সেই কৃষ্ণের প্রকৃতি রাধিকা নিত্যনির্গুণা অর্থাৎ মায়াগন্ধাস্পৃষ্টা, সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা, প্রসন্না, অশেষলাবণ্যসুন্দরী অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধিগুণ-বিশিষ্টা। এবং গৌতমীয়তন্ত্রে, দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সংমোহিনী পরা। অস্যার্থঃ, রাধিকা পরাশ্রেষ্ঠা হন, যেহেতু দেবী অর্থাৎ কৃষ্ণদেবের পট্টমহিষী, কিন্তু ভেদ নাই, কৃষ্ণময়ী অর্থাৎ কৃষ্ণ হইতে অভিন্না, এরূপ হইয়াও পরদেবতা অর্থাৎ উৎকৃষ্টা, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী অর্থাৎ সকললক্ষ্মীগণের অংশিনী, সর্ব্বকান্তি অর্থাৎ সকললক্ষ্মীগণে যাঁহার কান্তি অর্থাৎ আভা আছে, সংমোহিনী অর্থাৎ কৃষ্ণানুরঞ্জিনী। এস্থলে কৃষ্ণময়ী পরা এই শব্দের দ্বারা শ্রুতিপ্রমাণিত পরাশক্তি শ্রীরাধা তাহা সিদ্ধ হইল। তথা চ শ্রুতিঃ। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি ॥ অস্যার্থঃ, এই পরমেশ্বরের অংশাংশরূপে নানাশক্তি, কিন্তু স্বাভাবিকী অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধিনী, জ্ঞান অর্থাৎ সম্বিৎ, বল অর্থাৎ সন্ধিনী, ক্রিয়া অর্থাৎ হ্লাদিনী, এই তিন শক্তি পরা শ্রীরাধা হইয়াছেন অর্থাৎ যে শ্রীরাধা ভগবদভিন্না কথিতা, সেই রাধা হ্লাদিন্যাদিরূপে

বিশেষিতা হইয়া পরা ঈশ্বরী হন, অতএব হ্লাদিনী সম্বিৎ সারাংশ প্রেমাত্মিকা শ্রীরাধা তাহা কামাদ্যধিকরণভাষ্যে ব্যক্ত আছে। এরূপে শ্রীরাধার ভগবৎস্বরূপানুবন্ধি-পরাশক্তি-সার-মহাশক্তিরূপত্ব সিদ্ধ হইল। কিন্তু স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে, কোন.নর্ত্তকী শ্রীমূর্ত্তিমাধুরী দেখিয়া তদগ্রে প্রবোধনী জাগরে নৃত্য করিয়া রাধা হইয়াছিলেন, তাহা কিরূপে সম্ভব? এস্থলে এই সিদ্ধান্ত, যদ্রূপ ব্রহ্মধ্যায়ী জীব ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ ঐ নর্ত্তকীর শ্রীরাধাসাদৃশ্য প্রাপ্তি হইয়াছিল। অতএব মহালক্ষ্মীত্বহেতু শ্রীরাধার পূর্ণত্বে কোন বাধা নাই। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণ, সকলেই লক্ষ্মী-রূপা, তন্মধ্যে মুখ্যা প্রযুক্ত শ্রীরাধা মহালক্ষ্মী এই সমীচীন মত। তথাচ পদ্মপুরাণে, যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা। এই প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী মধ্যে রাধা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা প্রতীত আছে। যে রাধার অংশ, লক্ষ্মী দুর্গাদি শক্তি, তদ্বিষয়ে শ্রুতি পূর্ব্বে দর্শিতা হইয়াছে। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ পরিকর পার্ষদ সমুদয়ের সর্ব্বাতিশয় প্রেমপূর্ণত্ব বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া যাই-তেছে। যথা শ্রীকৃষ্ণ প্রেম নিমিত্ত বিষাক্ত জলহ্রদ-প্রবেশে ব্রজ-বাসীদিগের ধাবনাদি, শাস্ত্রদ্বারা প্রতীতি হইতেছে; যে প্রেম-দ্বারা ভগবান্ তাহাদিগের গাঢ়বশীভূত, তাহা ব্রহ্মা নিবেদন করিয়াছেন। যথা দশমে, এষাং ঘোষনিবাসিনামিত্যাদি। অস্য শ্লোকস্যার্থঃ, ব্রহ্মা কহিতেছেন, হে দেব কৃষ্ণ, গোকুল-বাসীদিগের সম্বন্ধে বিশ্ব-ফলরূপ তোমা হইতে অপর কি ফল প্রদান করিবে, তদ্বিষয়ে আমার চিত্ত ভ্রমণ করত মুগ্ধ

হইতেছে। যদি বল, মাতৃবেশধারিণী পূতনা স্বকুলসহিতা যদ্রূপ আমাকে প্রাপ্তা হইয়াছে, তদ্রূপ গোকুলবাসীকে কৃতার্থ করিব, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে; যে ব্রজবাসীর ধাম, অর্থ, সুহৃৎ, প্রিয়, আত্মা, পুত্র, প্রাণ, আশয় সকলই তব নিমিত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মাদি-তত্বজ্ঞ-বিস্মাপক, স্থাবর-জঙ্গম-বিমোহক, বেণুনাদ ও রূপমাধুর্য্য, দশম স্কন্ধে উক্ত আছে; যথা, সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশা ইত্যাদি, ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপমিত্যাদি চ। এই শ্লোকদ্বয়ের ভাবার্থঃ; ব্রজদেবীগণ কহিতেছেন, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মাদি, শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ উচ্চ, মধ্য, গম্ভীর ভেদে শ্রবণ করিয়া আনতকন্ধর হইয়া তত্ত্ব নিশ্চয় করিতে না পারিয়া মোহ প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণ তোমার কলপদামৃত-বেণুগীতদ্বারা সম্যক্ মোহিতা হইয়া কোন্ স্ত্রী নিজ-ধর্ম্ম হইতে চালিতা না হয়? যে বেণুনাদশ্রবণে পুরুষেও মুগ্ধ হয়। আর যে তোমার ত্রৈলোক্য-সৌভগ-রূপ দেখিয়া পক্ষ বৃক্ষ মৃগ এই সকলে পুলক ধারণ করে। স্ব-বিস্মাপনং যথা তৃতীয় স্কন্ধে, বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গমিতি, অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়-দপ্যসাধ্বী। লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেমেতি চ। এই সকল তৃতীয়স্কন্ধপ্রমাণদ্বারা স্বপর্য্যন্ত সর্ব্ববিস্মাপক রূপমাধুর্য্য ও নিরতিশয় কারুণ্য, তাহা উক্ত হইয়াছে। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ। কি প্রকারে চিত্ত-বিকার প্রেম শ্রেষ্ঠ হয়; জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। তথাহি মোক্ষধর্ম্মে। মৃগৈ র্মৃগাণাং গ্রহণং পক্ষিণাং পক্ষিভির্যথা। গজানাঞ্চ গজৈরেবং জ্ঞেয়ং জ্ঞানেন গৃহ্যতে॥ অস্যার্থঃ, এক মৃগের দ্বারা ও পক্ষিদ্বারা

ও গজের দ্বারা অপর মৃগ ও পক্ষি ও হস্তী গ্রহণ অর্থাৎ ধারণ যদ্রূপ হয়, তদ্রূপ জ্ঞানদ্বারা জ্ঞেয় গ্রহণ হয়, অতএব জ্ঞানই ব্রহ্ম-প্রাপক হইয়াছেন, কোন প্রকারে কোন মতে প্রেম যিনি স্তবনীয় হইতে পারেন না। উত্তর, হ্লাদিনী-সম্বিৎসারাংশ-রূপ প্রেমাদির, আনন্দ চিদাত্মক ব্রহ্মচিন্তনানুযায়ি হেতুক জ্ঞানাপেক্ষা মুখ্যত্ব আছে। প্রেমের অবস্থা ভেদ—প্রণয়, স্নেহ, রাগ, মান, অনুরাগ, মহাভাব এই সকলের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ আছে। জ্ঞান নামে তত্ত্ব পদার্থানুসন্ধি রূপ নিমেষ-রহিত দৃষ্টির ন্যায় অবিচিত্র হন, প্রেমাদি অপাঙ্গবীক্ষণের ন্যায় বিচিত্র হন, তাহা পূর্ব্বোক্ত স্মরণ করিবে। ভগবদ্বিষ-য়ক প্রেমাদি চিত্ত-বিকার নহে, যেহেতু সচ্চিদানন্দরসে স্থিত হয়। তাহাতে শ্রুতি প্রমাণ যথা, সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি। অস্যার্থঃ, সুলভঃ। এই প্রকরণের এই অর্থ হইল যে, সর্ব্বধর্ম্মাবিষ্কারহেতু কৃষ্ণের স্বয়ং রূপত্ব এবং সেই কৃষ্ণের সর্ব্বধর্ম্মানাবিষ্কারহেতু পরব্যোমাধিপত্ব, তত্তদ্ধর্ম্মাবিষ্কার তারতম্য হেতু কৃষ্ণেতে পূর্ণতমাদি ত্রিধাবস্থা হয়। শ্রীরূপগোস্বামিপাদোক্তং; যথা, হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা। সেই এই ভগবান্ হরি স্বরূপ-শক্তি-সিদ্ধ সুবিচিত্র ধামে নিজসদৃশ পার্ষদগণ বেষ্টিত হইয়া নিত্যলীলা করেন। তত্র প্রমাণং ছান্দোগ্যমণ্ডুকশ্রুতিঃ; যথা, স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নীতি। দিব্যে পুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিত ইতি। তাং বাং বাস্তু-ন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ। অস্যার্থঃ। সেই ভগবান্ কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? এই প্রশ্নের উত্তর, স্বীয়

মহিমাতে, দিব্য পুরে, পরব্যোমে আত্মা প্রতিষ্ঠিত। মহিমা-বিশিষ্টপুরস্থিতি স্বসদৃশপার্ষদব্যতিরেকে সম্ভবে নাই এবং শুভাবহরূপগোসকলের লীলা বিনা উপযোগ হয় নাই। সেই রাধাকৃষ্ণের ধামসকল লাভজন্য কামনা করি, যে ধামে প্রশস্ত বিষাণ গো সকল আছে। এবং ঋক্‌পরিশিষ্টে উক্ত আছে, রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকে-ত্যাদিপ্রমাণ বাক্যসমুদয়ে পরিকরলীলার নিত্যতা। রাধার সহিত মাধব মাধবের সহিত রাধিকা। ইহার দ্বারা বোধ হইতেছে, রাধামাধবের নিত্য সহভাব ও নিত্যলীলা সূচিতা হইয়াছে। সর্ব্বসব্যং পশ্চিমে সম্মুখে ললিতে ইতি অথর্ব্ববেদীয় প্রমাণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পরিকরগণের শ্রী-কৃষ্ণের সর্ব্বদিকে স্থিতি ও সেবা দর্শিতা হইয়াছে। স্ব-সদৃশ পার্ষদগণবিশিষ্ট হইয়া ভগবান্ নিত্যলীলা করেন, এই যে প্রতিজ্ঞাত; তাহা শ্রুতিদ্বারা প্রতিপাদিত হইল। এস্থলে এই তত্ত্ব যে, অনন্ত বিজ্ঞানানন্দশরীর ভগবানের স্বীয় চিচ্ছক্তি বিলাসময়, প্রকৃতিস্পর্শশূন্য, সংব্যোমাখ্যপুর অতিবিস্তীর্ণ বহুভূম প্রাসাদতুল্য দীপ্তিমান্ আছে। যে স্থানে ভগবানের নানাবির্ভাব, পরিকর, পরিচ্ছদ ও নীলকান্ত, চন্দ্রকান্ত, কুরু বিন্দকান্তিসদৃশ বিচিত্র প্রাচীরচত্বর প্রাসাদাদি মহাবাসস্থল এবং মণিবিচিত্রতট পীযূষপূর্ণ নদী, সরোবর ও কর্পূরপরি-পূর্ণজলকূপ ও কর্পূরতুল্য ধূলি, উল্লসমান বৃক্ষলতা, মনো-হর বিহঙ্গাদি ও জন্তুসমূহ, কমনীয় বিমানাবলি, শূন্যস্থ গৃহসকল স্ফূর্ত্তি পায়। যে সকল ধামে পরমালৌকিক-রূপ-গুণ-সম্পন্ন মুক্ত ও নিত্যমুক্তগণ লক্ষ্মীদেবীর সহিত

বিবিধ-বিনোদবিশিষ্ট ভগবান্‌কে নানাবিধোপচারে সেবা করেন। তত্র প্রমাণং জিতন্তে স্তোত্রে। লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যষাড়্‌গুণ্যসংযুতং। অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জ্জিতং॥ নিত্যসিদ্ধৈঃ সমাকীর্ণং তন্ময়ৈঃ পাঞ্চকালিকৈঃ। সভাপ্রাসাদসংযুক্তং বনৈশ্চোপবনৈঃ শুভং॥ বাপীকূপতড়াগৈশ্চ বৃক্ষষণ্ডৈঃ সুমণ্ডিতং। অপ্রাকৃতসুরৈর্বন্দ্যমযুতার্কসমপ্রভং॥ প্রকৃষ্টসত্বশক্তিং ত্বাং কদা দ্রক্ষ্যামি চক্ষুষা। ক্রীড়ন্তং রময়া সার্দ্ধং লীলাভূমিষু কেশবমিত্যাদি। অস্যার্থঃ। বৈকুণ্ঠলোক, অপ্রাকৃতষড়্‌গুণযুক্ত, অবৈষ্ণবের অপ্রাপ্য, প্রাকৃতগুণত্রয়বিবর্জ্জিত, নিত্যসিদ্ধগণযুক্ত, অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, অধ্যয়ন, সমাধি এই পঞ্চকলা, তদ্ভবানুষ্ঠানবিশেষযুক্ত, সভাপ্রাসাদযুক্ত, বনোপবনে সুন্দর, দীর্ঘিকা, কূপ, সরোবর ও বৃক্ষ সমূহে মণ্ডিত, অপ্রাকৃতসুরগণবন্দিত, অযুতসূর্য্যতুল্যকান্তি, রজস্তম-অমিশ্রিত শুদ্ধসত্বশক্তি তোমাকে লক্ষ্মীসহিত ক্রীড়িত লীলা ভূমিতে চক্ষুদ্বারা কবে দেখিব। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ। যথা, দিব্যপুরে সংব্যোমে আত্মা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এই বাক্যে কি আকাশই হরিলোক কিম্বা আকাশতুল্য ব্যাপকবিচিত্র প্রাসাদাদিরূপ, এই সন্দেহে সংব্যোম শব্দের আকাশার্থ হইতে পারে, সেই আকাশের পুররূপে রূপক কথিত হইয়াছে, এই পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে মহর্ষি বেদব্যাসের সূত্রার্থনির্ণয়দ্বারা উত্তর করিতেছেন। যথা, অন্তরাভূতগ্রামবৎ স্বাত্মন ইতি। অস্যার্থঃ। স্ব-স্বরূপ সংব্যোমস্থিতপুরের অন্তরা মধ্যে স্থিত প্রাসাদাদিবস্তু ভূতগ্রামের ন্যায় অর্থাৎ অনুগ্রহ ভাজন জীবের নির্ম্মিততুল্য প্রকাশ পায়। বাস্তব ভূতগ্রামত্ব

সে পুরের নাই। ভগবৎ-মহিমাশব্দিত সেই ধাম বৈকুণ্ঠাদিরূপে ঊর্দ্ধোর্দ্ধস্ফূর্ত্তি হয় অর্থাৎ বৈকুণ্ঠোপরি দ্বারকা, তদুপরি মথুরা, তদুপরি গোকুল প্রকাশিত। সেই সেই স্থানগত ভগবদাবির্ভাবের তত্তদভিমানে বিশেষ আছে। স্বায়ম্ভুবাগমাদিতে বৈকুণ্ঠোপরি কৃষ্ণলোক বর্ণিত। ব্রহ্মসংহিতা-বৃহদ্বামনহরিবংশে সর্ব্বোপরি গোলক, গোকুলাভিধান স্বতন্ত্র কৃষ্ণলোক নিরূপিত আছে। দ্বারকা, মথুরা, গোকুল এই ত্রিবিধ কৃষ্ণলোকে পরিকর ও লীলা ও অংশ এই সকলের ত্রিরূপতা আছে। মৎস্যাদ্যবতারের পরব্যোমে যে যে স্থান আছে, সেই সকল স্থানের প্রপঞ্চে আবির্ভাব থাকিলেও অপ্রাকৃত হয়। তত্র প্রমাণং স্কান্দে। যা যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ। তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাদৃতা ইতি। অস্যার্থঃ। যে যে ভগবানের প্রিয়তমা পুরী পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, ব্রহ্মাদি বন্দিতা সে সকল পুরী, বৈকুণ্ঠে সেই সেই অবতারের লীলার্থ আছে। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত এই সকল পুরীতে ভক্তি-সংস্কার-শূন্য-বুদ্ধিযুক্ত জনের প্রাকৃত বোধ হয়, যদ্রূপ ভগবানে নরবালক বোধ তদ্রূপ। তথাপি সামান্য প্রাকৃত বুদ্ধিতে ঐ সকল দর্শন-দ্বারা স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্তিফল হয়। যদি বল, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে। এতদন্তো নৃণাং ক্লেশো যদ্ভবানক্ষিগোচরঃ। এই প্রমাণদ্বারা ভগবান্ দর্শনে মনুষ্যদিগের মুক্তি যাহা উক্তা আছে, তাহা যুক্তা নহে। যেহেতু অবতার-কালে যাহারা ভগবানকে দর্শন করিয়াছে, তবে তাহাদিগের মুক্তি কি জন্য হয় নাই? তাহার উত্তর, সামান্যাকারে

সর্ব্বসাধারণ্যে ভগবানে দৃষ্টি মুক্তিদাত্রী নহে, কিন্তু স্বর্গাদি-ফলদাত্রী বটেন। অতএব পর-প্রেমাস্পদ-চিদ্বিগ্রহত্বরূপে দৃষ্টি-দ্বারা মুক্তি। এতদ্বিষয়ে প্রমাণং বেদান্তসূত্রং। ন সামান্যা-দপ্যুপলব্ধির্মৃত্যুবন্নহি লোকাপত্তিরিতি। অস্যার্থঃ, সর্ব্বসাধা-রণ্যে মায়া-তিরস্করিণীচ্ছন্নরূপে ভগবদ্দৃষ্টি মুক্তিহেতু নহে, যদ্রূপ মরণমাত্রেত মুক্তি নাই। তবে কি ভগবানে সামান্য দৃষ্টি ব্যর্থা হয়, তাহা নহে; লোকাপত্তি অর্থাৎ স্বর্গাদিলোক-প্রাপ্তি-রূপ ফল আছে। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণদ্বারা পার্ষদগণের সহিত ভগবান্ নিত্যলীলা করেন, অতএব বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর-সম্বন্ধীয় নিত্যলীলা প্রকাশিতা আছে, তাহা সিদ্ধ হইল। এস্থলে লীলানিত্যত্ব বিষয়ে শব্দ, বুদ্ধি ও কর্ম্মের ত্রিক্ষণপর্য্য-ন্তাবস্থিতি-স্বীকারকারি তার্কিকেরা পূর্ব্বপক্ষ রচনা করেন। যথা—এক দেশে কিম্বা এক কালে লীলাস্বীকারে ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর ও তৎপরিকর থাকা সম্ভব নহে। সেই দেশ, সেই কাল ও সেই পরিকরের অবিচ্ছেদ হইলে তবে সেই সকল লীলার নিত্যত্ব হইতে পারে, কিন্তু তাহা ঘটনা দুষ্কর। গৃহমধ্যে ভোজন, বনমধ্যে গোচারণ ও রাসনৃত্য এই সকল লীলার দেশভেদ, কালভেদ ও পরিকরভেদ দ্বারা সম্ভব প্রতীত হইতেছে। পূর্ব্বকালিক বাল্যলীলাতে তৎপর-কালিক পৌগণ্ডলীলাতে তদুত্তরকালিক কৈশোরলীলাতে সেই লালন-কর্ত্তা পিত্রাদি এবং পূর্ব্বোত্তর কালিক গোচারণ বনভোজনাদি লীলাতে সেই বয়স্যগণ ও পূর্ব্বোত্তরকৃত সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভে সেই কিঙ্করীগণ ও সেই সখীগণ ইত্যাদি বিভাবনীয় হইয়াছে। এমতে এক পরিকরের পূর্ব্বোত্তর

বর্ত্তিত্বহেতু লীলাসকলে পরিকরের বিচ্ছেদ হয়, তদ্দ্বারা মহতী ক্ষতি হয়। যথা পূর্ব্বলীলার নিত্যত্বহেতু পূর্ব্বলীলাঙ্গ-পিত্রাদির পূর্ব্বলীলাতে সম্বন্ধ নিত্য হয়। তাহা হইলে উত্তরলীলাতে সেই পিত্রাদির সম্বন্ধ দুর্ঘট, যদি চ পূর্ব্বলীলাঙ্গ পিত্রাদির উত্তর লীলাতে সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, তবে পূর্ব্ব-লীলার অনিত্যতা হয়। পূর্ব্বলীলার নিত্যত্ব স্বীকার করিলে উত্তর লীলাতে অন্যপিত্রাদি হয়, এরূপ পূর্ব্বোত্তরে পৃথক্ পৃথক্ লীলার প্রকাশহেতু পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলা বিনাশ হইয়া লীলার অনিত্যতা হয়। অতএব তোমাদিগের মতে লীলার নিত্যত্ব আকাশপুষ্পতুল্য মিথ্যা। এইরূপ বাদীর পূর্ব্ব-পক্ষে উত্তর দিতেছেন যে, তোমার অনভিজ্ঞতা হেতু এই অবিচিন্ত্য পদার্থের তর্ক হইতে পারে। ভগবন্নিত্যলীলাদি যেহেতু বেদপ্রতিপাদ্য। তথাহি ছান্দোগ্যে নারদং প্রতি সনৎকুমারবচনং। ভূমৈব ভূমাত্বেব জিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমানমুদ্দিশ্য তস্য লক্ষণমুচ্যতে। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্য-চ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমেতি। অত্র ভূমানং প্রাপ্তস্য তদেব দর্শনাদি প্রতিষিধ্যতে। অনন্তরন্তু মৃত্ব্যাদিহেয়দর্শনং নিষিধ্য পুনস্তস্য সর্ব্বদর্শনমুচ্যতে। ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখিতাং। সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্ব-মাপ্নোতি সর্ব্বশ ইতি। অত্র সর্ব্বশব্দেন বিবিধবৈচিত্র্য-বত্যো বাল্যাদি সম্বন্ধাস্তস্য লীলাঃ কথ্যন্তে। তাঃ কাঃ স্বেন পশ্যতি স্বস্য তৎপরিকরত্বেন তদঙ্গত্বাদাপ্নোতি চ যথাধি-কারমিতি॥ অস্যার্থঃ, নারদকে সনৎকুমার কহিতেছেন, বিপুল সুখরূপ হরি জিজ্ঞাস্য। যে বিপুলসুখহরি অনুভূত

হইলে অনুভবিতা ব্যক্তি হরি হইতে অন্য দেখে নাই অর্থাৎ সংসারি-ধর্ম্ম না দেখিয়া কেবল বিপুলসুখরূপে মগ্ন হয়, যদ্রূপ সমুদ্রমগ্ন জন জলরাশি হইতে অন্য কিছু দেখে নাই। অন্য শ্রবণ করে নাই, অন্য জানে নাই, তিনিই বিপুল সুখরূপ হরি'। এই শ্রুতিতে ভূমা শব্দে বিপুল সুখরূপ হরি-প্রাপ্ত জনের দর্শনাদি প্রতিষেধ করিয়া অনন্তর সংসারাদি হেয় দর্শন নিষেধ করত তাহার সর্ব্বদর্শকতা কহিতেছেন। বিপুলসুখরূপ-হরিধ্যায়ী, মৃত্যু-রোগ-দুঃখবিশিষ্ট সংসার ধর্ম্ম দেখে না, কিন্তু বিপুলসুখরূপ হরি প্রাপ্ত হইয়া সেই হরির সর্ব্ববিশেষ দর্শন করে। এস্থলে বিপুলসুখরূপ হরির নির্ব্বি-শেষত্ব হইলে সর্ব্বশব্দের গ্রহণ নিরর্থক হইত। অতএব সর্ব্ব-শব্দদ্বারা হরির বিবিধ বিচিত্র বাল্যাদি সম্বন্ধলীলা কথিতা হইয়াছে। সেই সেই লীলা কোন্ জন দেখে ? লীলাঙ্গপরি-কর সকল দেখে এবং যথাধিকার প্রাপ্ত হয়। এস্থলে বাল্যাদি-সম্বন্ধ-লীলাসকলের পরস্পর বৈলক্ষণ্যহেতু এবং কৈশোরসম্বন্ধ-লীলার সংযোগ বিয়োগ রূপে দ্বৈবিধ্যহেতু লীলার বিবিধতা এবং বৈচিত্র্য এতদুভয় ব্যক্ত আছে। বেদপ্রমাণদ্বারা ভগ-বানের লীলা সাধিতা হইল। অতঃপর লীলাসকলের অঙ্গীভূত দেশ কাল পরিকর সমুদয়ের অবিচ্ছেদ সাধিত হইতেছে। পরস্পর বিলক্ষণা দেশকালভেদে জায়মানা বহুপ্রকারা সেই সকল লীলাতে সেই পরিকরের এক সময়ে সন্নিধানাসম্ভব-হেতু কিরূপে সর্ব্বপ্রকার দর্শন ও প্রাপ্তি সম্ভব হয়, তাহার অসম্ভব হইলে কি প্রকারে তত্তদ্দেশ, তত্তৎকাল ও তত্তৎপরি-কর ঘটিত লীলার নিত্যত্ব হয়, এই আশঙ্কায়, তদনন্তর শ্রুতিতে

এই পাঠ করিয়াছেন। তদ্‌যথা, স একধা ভবতি দ্বিধা ভবতি ত্রিধা ভবতি সপ্তধা ভবতি নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশঃ স্মৃতঃ শতঞ্চ দশ চৈকঞ্চ সহস্রাণি চ বিংশতিরিতি। অস্যার্থঃ, সেই ভগবান্ এক হন এবং দ্বিধা হন ও ত্রিধা ইত্যাদি করিয়া বিংশতিসহস্র হন. অর্থাৎ অসংখ্যরূপ ধারণ করিতে পারেন, অতএব লীলেচ্ছাবিশিষ্ট ভগবানের সত্যসংকল্পতাজন্য সকল লীলা সাক্ষাৎকার করণেচ্ছায় বহুরূপ আবির্ভাব হয়। সে সকল রূপের দ্বারা সেই সকল পরিকরের সহিত ভগবানের সেই সেই স্থানে সন্নিধান হয়, তাঁহার সকল লীলাতে একতাপ্রযুক্ত সেই পরিকরের সহিত অবিচ্ছেদ অর্থাৎ নিখিল লীলাতে সান্নিধ্য হয়। ঈদৃশ-লীলাবিশিষ্ট ভগবৎ-স্বরূপ রসশব্দবাচ্য হয়। সেই রস প্রাপ্তিতে পরমানন্দ হয়। তাহা শ্রুতি কহিয়াছেন। যথা, রসো বৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতীতি। অত্র স্থলে পূর্ব্বপক্ষ। ভগবান্ গো-চারণাদিপ্রবৃত্ত হইলে নিকেতনস্থিতভক্তগণের সাক্ষাৎকারা-ভাব হয়, অতএব কিরূপে সর্ব্বত্র সান্নিধ্য বলা যায়? তদ্-বিষয়ে সমাধান করিতেছেন। সংযোগের ন্যায় বিয়োগের রসাবহত্ব আছে, অতএব ভগবদ্রূপের বিয়োগ জ্ঞানও তদনু-ভব বটে। এতদ্দ্বারা ভগবানের সর্ব্বদা সাক্ষাৎকার সিদ্ধি হয়। সংযোগ ও বিয়োগ বিশিষ্টা লীলা নিত্যা হন। সংযোগে বাহ্যে সাক্ষাৎকার, বিয়োগে হৃদয়ে সাক্ষাৎকার এইমাত্র ভেদ।

এস্থলে পুনর্ব্বার তার্কিক প্রত্যুত্থান করিয়া পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন। যথা, ভগবানে বিচিত্রলীলা হউক এবং তত্তদ্দেশ-

কালাদিসম্বন্ধা লীলাও হইতে পারে, কিন্তু লীলার আরম্ভ ও সমাপ্তি দ্বারা নিত্যতা কোনমতেই হইতে পারে না। যেহেতু লীলা যিনি ক্রিয়ারূপা হন, ক্রিয়া হইলেই আরম্ভ করিয়া সমাপ্তি না করিলে ক্রিয়াসিদ্ধি হয় না; এজন্য লীলারম্ভ করিয়া সমাপ্তি না করিলে লীলার স্বরূপ নাশ হয়। এই পূর্ব্বপক্ষে সমাধান করিতেছেন। ভগবানের আকারের আনন্ত্য ও প্রকাশের আনন্ত্য, লীলার আনন্ত্য ও অনন্তবৈকুণ্ঠগতলীলা-স্থানের আনন্ত্য ও সেই সেই লীলাঙ্গ পার্ষদের আনন্ত্য আছে, এই হেতু সে লীলার অনিত্যতা নাই। আকারানন্ত্যাদি-বিষয়ে শ্রুতিস্মৃতিপ্রমাণানি। যথা, একোপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি। একানেকস্বরূপায় ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপ্রমাণ-দ্বারা আকারানন্ত্য সিদ্ধ আছে। জন্মকর্ম্মাভিধানানি সন্তি মেঽঙ্গসহস্রশঃ। ন শক্যন্তে চ সংখ্যাতুমনন্তত্বান্ময়াপি হি॥ এই ভগবদ্গীতার প্রমাণদ্বারা লীলানন্ত্য সিদ্ধ আছে। অণ্ডানান্তু সহস্রাণাং সহস্রাণ্যযুতানি চ। তাদৃশানাং তথা তত্র কোটিকোটিশতানি চ॥ এই পুরাণ প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের আনন্ত্য সিদ্ধ আছে। তদুরুগায়স্য বিষ্ণোঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি। এই শ্রুতিপ্রমাণে ভূরিশব্দ-প্রয়োগে বৈকুণ্ঠের আনন্ত্য সিদ্ধ আছে। স একধা ভবতি দ্বিধা ভবতি ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা পার্ষদের আনন্ত্য সিদ্ধ আছে। অতএব সেই সেই আকার এবং প্রকাশ গত সেই সেই লীলার আরম্ভ ও সমাপ্তি হইলেও এক এক প্রকাশ-ভেদে অবিশেষরূপে অন্যত্র অন্যত্র এক এক স্থানে লীলারম্ভ হয়, লীলার অবিচ্ছেদহেতু লীলার ক্রিয়ারূপতা থাকিলেও সে

ক্রিয়ার বিচ্ছেদ নাই। কোন স্থলে একরূপে লীলা আরম্ভ হয়। কোন কালে মাতা যশোদার ক্রোড়ে স্থিতি, কোন সময় স্বর্ণ-পীঠে উপবিষ্ট হইয়া নবনীতভোজন এবং পরিহাস, এ সকল স্থলে বিশেষণের ভেদ জানিবে। লীলাঙ্গদেশকালপরি-করের একত্ব, পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এস্থলে বাদী পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন। যথা, লীলারূপ ক্রিয়ার অবিচ্ছেদ হউক, কিন্তু কি প্রকারে সেই লীলাই হইতেছে ইহা কহিতে পার, যেহেতু এক লীলা আরম্ভ সমাপ্তি করিয়া অন্য লীলার পৃথগারম্ভ সমাপ্তি হয়, এজন্য সেই লীলাই বলা যাইতে পারে না। তদুত্তর করিতেছেন। যদ্রূপ কালভেদ দ্বারা কথিত হইলেও তুল্যরূপ ক্রিয়াসমুদয়ের একতা, তদ্রূপ। অত্র স্থলে শঙ্করাচার্য্যসম্মত দৃষ্টান্তদ্বয় দেখাইতে-ছেন। যথা, এক যে গোশব্দ তাহাকে গৌর্গৌঃ বলিয়া দুই-বার উচ্চারণ করিলে উচ্চারণগত দ্বিতীয় সংখ্যাদ্বারা গো-শব্দদ্বয় নহে। কিন্তু প্রতীতিদ্বারা গোশব্দের একত্ব নিশ্চয় আছে। এবং এই ব্যক্তি কর্ত্তৃক দুইবার পাক করা হইয়াছে এই কথা কহিলে পাকদ্বয় বোধ হয় নাই, এস্থলে পাকরূপ ক্রিয়ার একতা প্রত্যয় হয়। অত্র বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ, যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেতি। অস্যার্থঃ। ব্রহ্মগত গুণকর্ম্মলক্ষণ-অর্থ-সমূহ নিত্য, যেহেতু ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ত্রিকালিক ব্রহ্ম-স্থিতি আছে। এতদ্দ্বারা ভূত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎকালিকী সকল লীলারই নিত্যত্ব স্বীকার্য্যা হইয়াছে। ঈশ্বরকৃত কোন কর্ম্ম তাঁহাতে বিরোধ হয় না, এই জ্ঞাত হওয়া অতি রহস্য, সেই জ্ঞান ভগবদনুগ্রহসাধ্য। শ্রীভাগবত দ্বিতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মাণং প্রতি

ভগবদ্বাক্যং ; যথা, যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ অস্যার্থঃ, আমি যৎ-পরিমাণ অর্থাৎ মধ্যমপরিমাণ হইলেও বিভু হই এবং যাদৃশস্বভাব ও যাদৃশপার্ষদ, এই সকলের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান, আমার অনুগ্রহদ্বারা তোমার হউক। পূর্ব্বে এক পার্ষদের এককালীন সকললীলাকর্ম্মক দর্শন ও প্রাপ্তি প্রতিপাদন-দ্বারা ভগবানের নিত্যধামস্থ কাল, ভগবদ্রূপ অর্থাৎ জড়কাল হইতে ভিন্ন হয়। এককালে ক্রমপ্রাপ্ত বহুক্রিয়া নিষ্পন্নকরা জড়রূপকাল হইতে হয় নাই। জড়রূপকাল ক্রমেতে একের বহুক্রিয়া নিষ্পন্ন করেন। ভগবদ্রূপকাল এক সময়ে করেন, এজন্য জড়কাল হইতে ভগবন্নিত্যধামস্থ কাল ভিন্ন। এবং ভগবদ্রূপ সূর্য্য ও চন্দ্রের উদয়াস্ত দ্বারা সিদ্ধ দিবারাত্রিমাত্র-রূপে ভগবানের লীলানুকূল্যে কালাবয়বের আবির্ভাব হয়, সে কালাবয়বের অয়নবৎসরাদিরূপতা নাই। যেহেতু দিবস-রাত্রিরূপ কালেতে ভগবদিচ্ছাবশত এককালেই সকল ঋতুর উদয় হইয়া সেই সেই লীলারস নিষ্পন্ন হয়। লীলানুগুণ কালাংশের আবির্ভাব তিরোভাব হয়। এতদ্বিষয়ে বৃদ্ধসম্মতি-র্যথা। অতঃ প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্য চ। অবিচিন্ত্য-প্রভাবত্বাদত্র কিঞ্চিৎ সুদুর্ঘটং। প্রাকৃতেভ্যস্তথান্যে চ চন্দ্র-সূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ। লীলাস্থৈরনুভূয়ন্তে তথাপি প্রাকৃতা ইবেতি চ। অস্যার্থঃ। প্রভু ভগবানের প্রিয়সমুদয়ের এবং ধামের ও সময়ের অচিন্ত্য প্রভাবহেতু অত্র বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র দুর্ঘট-নীয় নহে। প্রভুর ধামে অপ্রাকৃত চন্দ্রসূর্য্যাদিগ্রহ হইলেও লীলাস্থিত পার্ষদগণে তথাপি প্রাকৃতানুভব করেন। উক্ত

মতের পুষ্টি করিতেছেন। দেবর্ষিনারদকর্ত্তৃক বহুদিবা দ্বারা দর্শনীয়া লীলা একদিবসেই দৃষ্টা হইয়াছিল অর্থাৎ প্রভাত-সঙ্গব-মধ্যাহ্লাদিরূপ কালাবয়বদ্বারা করণীয়া তত্তৎ-কালিকী লীলা একদিবসেই দেখিয়াছিলেন। তত্র প্রমাণং শ্রীভাগবতে। নরকং নিহতং শ্রুত্বা তথোদ্বাহঞ্চ যোষিতা-মিত্যাদি। অস্যার্থঃ। নারদঋষি নরকাসুর হত শ্রবণ করিয়া নরকাহৃতা ষোড়শসহস্র কন্যা বিবাহ শ্রবণ করিয়া দ্বারকা-গমনানন্তর দ্বারকাতে প্রতিগৃহে এক শ্রীকৃষ্ণ, নানা লীলা করিয়াছিলেন তাহা দৃষ্ট করিয়াছেন।

যদি বল, ভগবানের নিত্যধামে, লীলা-সিদ্ধি-কারি কাল, জড়রূপকাল হইতে অন্য, ভগবৎস্বরূপ হয়, তাঁহা প্রমাণাভাবে কি প্রকারে স্বীকার্য্য। তদ্বিষয়ে প্রমাণং মণ্ডুকশ্রুতিঃ। ন তত্র চন্দ্রার্কবপুঃ প্রকাশতে ন বান্তি বাতা ন চ যান্তি দেবতাঃ। যত্র দেবঃ ক্রতুভির্ভূতভাবনঃ স্বয়ং বিভূত্যা বিরজঃ প্রকাশতে। অস্যার্থঃ। সেই ভগবদ্ধামে প্রাকৃত সূর্য্য চন্দ্র প্রকাশ নাই, প্রাকৃত বায়ু বহন নাই, প্রাকৃত দেবতার গমন নাই, যে ধামে ভগবান্ নির্ম্মলরূপে স্বয়ং বিভুতির সহিত প্রকাশিত আছেন। অতএব ভগবল্লোক-বাসিগণের কালকৃত জরামরণাদি লক্ষণাবস্থা নাই। তদ্বিষয়ে শ্রীভাগবত প্রমাণং। ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃপ্রভুঃ কুতোঽনুদেবা জগতাং য ঈশিরে। অস্যার্থঃ। ব্রহ্মাদিদেবতার নিয়ন্তা কাল, যত্র স্থলে প্রভু হন নাই, তন্নিয়ম্য দেবতা কিহেতু প্রভু হইবেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকার-দ্বারা হরির বাল্যাদিলীলা নিত্যা, সেই লীলাসম্বন্ধি সকল পার্ষদ কর্ত্তৃক যথাধিকার সকল লীলা অনুভাব্যা হয়। তন্নির্ণয়ে

পরমর্ষি বেদব্যাসের সূত্রদ্বয় প্রমাণ। যথা। ব্যাপ্তেশ্চাস-মঞ্জসং। সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে ইতি চ। অস্যার্থঃ। শ্রীগোপা-লোপনিষদে ও শ্রীরামোপনিষদে ভগবানের বাল্যাদিধর্ম্ম শ্রুত আছে, সেই বাল্যাদিধর্ম্ম ধ্যেয় কি না, এই সন্দেহে বাল্যাদিধর্ম্মবিশিষ্টভগবদ্বিগ্রহে ন্যূনাধিকভাবাপত্তিহেতুক একবশ্য ভগবান্ অর্থাৎ যে বাল্য ভাবে ধ্যান করে তাহার সেই একভাবেই বশীভূত, যে কিশোরভাবে ধ্যান করে তাহার সেই একভাবে বশীভূত হইয়া বাল্যরূপ ও কিশোররূপের ধ্যায়ীকে তাহাদের ধ্যেয়রূপে কৃতার্থ করেন। এই বেদ-বাক্যের অপ্রামাণ্যহেতু, বাল্যাদিধর্ম্ম ধ্যেয় নহে, এই পূর্ব্ব-পক্ষপ্রাপ্তি হইলে সূত্রদ্বারা পরমর্ষি সিদ্ধান্ত করিতেছেন। বাল্যাদিধর্ম্মের ব্যাপকত্ব অর্থাৎ বিভুত্ব আছে, অতএব সেই হেতু সকলধর্ম্মদ্বারা সর্ব্বত্র সদ্ভাব থাকাতে অর্থাৎ বাল্য-ধর্ম্ম-ব্যাপ্তি কৈশোরে আছে, কিশোর-ধর্ম্ম-ব্যাপ্তি বাল্যে আছে। এরূপে ভগবানে ন্যূনাধিকভাব না থাকায় ভগবদ্ধ্যান সমঞ্জস হইয়াছে।

পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ করত সূত্রদ্বারা সিদ্ধান্ত করিতেছেন। আরম্ভ ও সমাপ্তি বিশিষ্ট বাল্যাদিধর্ম্ম, অনিত্য জানা যাই-তেছে, অতএব সেই বাল্যাদি ধর্ম্মের ধ্যানে কি প্রয়োজন। অত্র সিদ্ধান্ত হইতেছে। হরি এবং তদ্ভক্ত ও তৎকর্ম্মাংশ যে সকল পূর্ব্ব কর্ম্মে ও পূর্ব্ব কালে বিদ্যমান থাকে, তাহারাই উত্তর কর্ম্মে উত্তর কালে স্থিত হয়, এস্থলে ইহাই স্বীকার্য্য। তাহাতে হেতু, পূর্ব্বোত্তরকালবর্ত্তি হরি ও তদ্ভক্তজনসকলের, ও পূর্ব্বোত্তরকালবর্ত্তি তৎকর্ম্মাংশসকলের ভেদ নাই। অতএব

সে সকল, সে সকলের পূর্ব্বোত্তরস্থিতিনিমিত্তক বাল্যাদি-ধর্ম্মের নিত্যত্বহেতুক ধ্যান সমঞ্জস হয়।

লীলা সকলে কোন বিশেষ যাহা আছে তাহা কহিতেছেন। স্বীয় রূপে চিচ্ছক্তিদ্বারা নিত্যধামে লীলা নিত্যা হয়। আর সেই স্বরূপকর্ত্তৃক প্রকৃতি-কালদ্বারা প্রপঞ্চ-লোকে লীলা অনিত্যা হয়। প্রপঞ্চ-লীলা অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করিলে, প্রপঞ্চের প্রাকৃতিক লয় হইতে পারে না, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের লয়, বিষ্ণুধর্ম্মে উক্ত আছে। যথা অনন্তানি তবোক্তানি যান্যণ্ডানি ময়া পুরা। সর্ব্বাণ্যেতানি সংহৃত্য সমকালং জগৎপতিঃ। প্রকৃতৌ তিষ্ঠতি তদা সা রাত্রিস্তস্য কীর্ত্তিতেতি। অস্যার্থঃ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, যাহা পূর্ব্বে আমি তোমার সম্বন্ধে কহিয়াছি, জগৎপতি সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড সংহার করিয়া, প্রকৃতিতে স্থিত হন, তাঁহার সম্বন্ধে সেই রাত্রি হয়। যদি বল প্রপঞ্চ লয় হইলে প্রপঞ্চমাত্রই বিনাশ হয়, তবে কিরূপে প্রপঞ্চ-গত প্রকটলীলার নিত্যত্ব হয়। তাহার উত্তর, প্রপঞ্চ-বিশেষণযুক্ত লীলার নাশ হইলেও লীলারূপ বিশে-ষ্যের নাশ হয় না। যদ্রূপ শিখাবিশেষণান্বিত ব্রাহ্মণকে শিখী ব্রাহ্মণ বলা যায়, ঐ বিশেষণরূপশিখাচ্ছেদ হইলে বিশেষ্য বিপ্রের ধ্বংস নাই, তদ্রূপ।

অতঃপর উক্ত মহা-প্রকরণার্থ উপসংহার হইতেছে। ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-ঔদার্য্যগুণরত্নাকর স্বকীয় নিত্যধামস্থিত পুরুষো-ত্তমের পূর্ণ আবির্ভাবের অর্থাৎ স্বয়ং ভগবৎশব্দপ্রতি-পাদিতের বিলাসাংশাদি-শব্দ-বোধ্য অপূর্ণাবির্ভাব হয়, সেই

পুরুষোত্তমের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য বিষয়ক দ্বিবিধ জ্ঞানদ্বারা জায়মানা বিধিভক্তি ও রাগাত্মিকা ভক্তি সাধনরূপা ও সাধ্যরূপা, তাহাই আত্যন্তিক দুঃখ পরিহার ও আত্যন্তিক সুখপ্রাপ্তির হেতু। পুরুষোত্তম ভগবানের ইচ্ছাদ্বারা বিধিভক্তিতে ও রাগাত্মিকাভক্তিতে সেই সেই জীব প্রবৃত্ত হয়, তন্মধ্যে রুচিভক্ত শ্রেষ্ঠ হয়। অত্র স্থলে ভগবান্ পরমর্ষি বেদব্যাসের সূত্র প্রমাণ। যথা ছন্দত-উভয়াবিরোধাৎ। গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থান্যথা হি বিরোধঃ। উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ॥ এই সূত্রত্রয়ার্থঃ, তাদৃশ সৎসঙ্গানুযায়ি-ভগবদিচ্ছাদ্বারা বিধি ভক্তিতে ও রুচি ভক্তিতে তত্তৎভক্তসঙ্গিজীবসকলের ভগবদিচ্ছানুগতা প্রবৃত্তি হয়, প্রবৃত্তির অসম্ভব নাই। যেহেতু বিধিভক্তি ও রুচিভক্তি প্রতিপাদিকা, এই উভয়বিধ শ্রুতির অনুরোধ আছে। এই শ্রুতির গতি, অর্থাৎ বিধিভক্তি ও রুচিভক্তি প্রতিপাদিকা, স্বীকার করিলে ভক্তগণের উভয় প্রকারে ফলসিদ্ধি আছে। বিধি ভক্তিদ্বারা ভগবদৈশ্বর্য্য স্ফূর্ত্তি, রুচিভক্তিদ্বারা ভগবন্মাধুর্য্যস্ফূর্ত্তি ফল দেখা যাইতেছে। যদি অন্যথা হয়, তাহা হইলে বিধিভক্তি ও রুচিভক্তি প্রতিপাদিকা শ্রুতির পরস্পর বিরোধ হয়। বিধিভক্তির অনুষ্ঠাতা শ্রেষ্ঠ, কি রুচিভক্তির অনুষ্ঠাতা শ্রেষ্ঠ, এই সন্দেহে বিধিভক্ত শ্রেষ্ঠ। যেহেতু ঐ ভক্তি বিধিলভ্যা হয়। এই পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, রুচিভক্ত শ্রেষ্ঠ হয়; তাহাতে হেতু, তাদৃশ ভক্তাধীনত্ব রুচিভক্তিবিষয় হয়, অর্থাৎ রুচিভক্তিতে যশোদাত্মজ ভগবানের স্বাধীনত্বরূপে লাভ হয়। যদ্রূপ নিপুণ লোক

নৃপতিকে বশীভূত করিয়া নৃপতিকে প্রশংসা করেন, তদ্রূপ। অতএব পূর্ব্বে যে সকল কথিত হইয়াছে তাহা সকল সুস্থির হইল।

ইতি ভাষ্যসারসিদ্ধান্তরত্নে শ্রীউপেন্দ্রমোহনগোস্বামি-ন্যায়রত্ন-কৃত-
বঙ্গভাষানুবাদে ভগবদৈশ্বর্য্যাদি-নির্ণয়ো
দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

অথ তৃতীয়পাদারম্ভঃ।

শ্রীকৃষ্ণায় বিঘ্নবিচ্ছিদে নমঃ। প্রথমপাদ ও দ্বিতীয়পাদ দ্বারা অলৌকিকগুণকর্ম্ম বিজ্ঞানানন্দবিগ্রহ সর্ব্বেশ্বর পরব্রহ্ম স্থিরীকৃত হওয়াতে, তদ্বিষয়ে অসহিষ্ণু হইয়া সাংখ্য ও বৌদ্ধ-মতচ্ছায়াবলম্বি কেবলাদ্বৈকবাদী প্রত্যুত্থান করত পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন। তৎপূর্ব্বপক্ষরূপ সর্পের ভক্ষক গরুড়েরতুল্য এই পাদ হইয়াছে, অতএব ইহার নাম তার্ক্ষ্যপাদ। তৎ-পূর্ব্বপক্ষ যথা, সগুণ ও নির্গুণবিষয়ক বাক্য বেদে দুই প্রকার শ্রুত আছে। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। অয়মাত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুরিত্যাদীনি সগুণব্রহ্মপরাণি। একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। ধর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চেত্যাদীনি নির্গুণব্রহ্মপরাণি॥ অস্যার্থঃ, যে পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সামান্যত সকল জ্ঞাত, সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ বিশেষ রূপে সকল জ্ঞাত, যাঁহার জ্ঞানময় আলোচন। এই আত্মা পাপ-রহিত, জরা-রহিত, মৃত্যু-রহিত ইত্যাদি বাক্য, সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপন্ন করেন। এক অর্থাৎ দ্বিতীয়ভেদরহিত, দেব —দ্যোতমান অর্থাৎ চিন্ময়, আকাশাদি সকল ভূতে গূঢ় এবং সকল ভূতের বহিরন্তর্ব্যাপী ও চতুর্ব্বিধ জীবগণের অন্তর্নিয়ামক,

ঐ ব্যবহর্ত্তা জীবসকলের কর্ম্মফলার্পণ করত ধর্ম্মাধ্যক্ষ, সেই সকল জীবে অবস্থিতি হেতুক সর্ব্বভূতাধিবাস, তাহাদিগের শুভাশুভ কর্ম্ম দর্শনহেতু সাক্ষী, জীবগণের জ্ঞানার্পণদ্বারা চেতয়িতা, কেবল অর্থাৎ বিশুদ্ধ, যেহেতু নির্গুণ, ইত্যাদি বাক্য, নির্গুণ ব্রহ্ম প্রতিপন্ন করেন। এমতে দ্বিপ্রকার বেদবাক্য থাকাতে ব্রহ্ম দ্বিরূপ হউক, কিন্তু তাহা হইতে পারে না। অত্র স্থলে সগুণ বাক্যগণের গুণ-বিধানজ্ঞাপনে তাৎপর্য্য নহে, গুণের অনুবাদে তাৎপর্য্য ; যথা, অত্যন্ত পুণ্যশালি দেবতা ও মনুষ্য ও রাজা এই সকলে দৃষ্ট যে পাপরহিতাদিগুণ, সেই গুণসকল নির্গুণ ব্রহ্মে হৃদয়প্রবেশজন্য বেদ কহিয়াছেন, তদর্থেই বেদের চরিতার্থ হইয়াছে। অতএব এই যুক্তিদ্বারা নির্গুণ বাক্যের অবিরোধ নিমিত্ত সকল বেদ দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মই লক্ষ্য, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু সকল বেদ প্রতিপাদ্য নহে। উত্তর করিতেছেন, একথা মন্দ, অগ্রে প্রমাণদ্বারা যাহা প্রাপ্তহয় তাহার পশ্চাৎ কথনকে অনুবাদ কহে ; যদি বল, পুণ্যশালি দেবতা, মহর্ষি, রাজাদিতে দৃষ্ট হইতেছে যে গুণ এই যুক্তি দ্বারা গুণের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ প্রাপ্তি আছে, অতএব গুণের প্রমাণলব্ধহেতু ব্রহ্মেতে ঐ গুণের অনুবাদ হইতে পারে। এ কথা বলিতে পার না। যেহেতু, বেদ, ব্রহ্মের গুণ প্রতিপন্ন করিতেছেন, বেদ কখন কল্পিতগুণ প্রতিপন্ন করেন নাই, কিন্তু সত্যগুণ প্রতিপন্ন করেন। তথাহি, পরাস্য শক্তিরিত্যাদি শ্রুতিতে স্বাভাবিকী এই শব্দ থাকাতে গুণের সত্যত্ব বোধ হইতেছে, যদ্রূপ বহ্নির উষ্ণতাগুণের কদাচ অন্যথা নাই, তদ্রূপ। এবং শ্রীমদ্ভাগবতে

ধর্ম্মের প্রতি পৃথিবীবাক্য আছে। যথা, ইমে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহদ্‌গুণাঃ। প্রার্থ্যা মহত্বমিচ্ছদ্ভিঃ ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ॥ অস্যার্থঃ, পূর্ব্বোক্ত এই সকল মহাগুণ ভগবানে নিত্য হইয়াছেন, সে গুণের কদাচ বিয়োগ নাই, মহত্ব ইচ্ছা করিয়া যে গুণ প্রার্থনীয় হয়। অতএব বেদমধ্যে দহর বাক্যে কহিয়াছেন যে, ব্রহ্মেতে স্বরূপভূত যে গুণাষ্টক আছে, তাহা মোক্ষার্থিকর্ত্তৃক অন্বেষণীয় হইয়াছে, এতদ্দ্বারা ঐ সকল গুণের মোক্ষাকাঙ্ক্ষির অন্বেষণীয়ত্ব উক্ত হইল। নির্গুণবাদীর অপরা যুক্তি নিরাকৃতা হইতেছে যে, বেদবাক্যে বাচং ধেনুমুপাসীতেত্যাদিস্থলে ধেনু হইতে ভিন্ন যে বাক্য, তাহাতে ধেনুত্ব আরোপ করা অর্থাৎ বাক্যকে গোস্বরূপ কহা যদ্রূপ, তদ্রূপ সগুণপ্রতিপাদক বেদবাক্য উপাসনাজন্য ব্রহ্মে আরোপিত, উপাসনাদ্বারা মার্জিতা হইয়া চিত্তবৃত্তি নির্গুণ সূক্ষ্মব্রহ্মে প্রবেশ করে, তাহাতে দৃষ্টান্ত, শাখাচন্দ্রবৎ, যথা অব্যুৎপন্ন বালককে আকাশস্থ চন্দ্র দেখাইবার জন্য প্রাচীন জন প্রথম বৃক্ষের শাখাতে চন্দ্র দর্শন করাইয়া থাকেন, তদ্রূপ। সগুণবাক্যের উপাসনার্থ স্বীকার না করিয়া গুণেই তাৎপর্য্য স্বীকার করিলে বাক্যভেদাপত্তি হয়, তাহা হইলে সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মদ্বয়াপত্তি সম্ভব। নির্গুণবাদীর এই উক্তিতে উত্তর দিতেছেন, তুমি যাহা কহিলে তাহা অবিচারিত। যেহেতু যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদিত্যাদি সগুণপ্রতিপাদক বেদবাক্যে উপাসনা এই পদ দেখা যায় না। উপাসনা-পদশূন্য সগুণবাক্যে যদি উপাসনার্থ কল্পনা কর, তবে আত্মা চৈবমুপাসীতেত্যাদিবেদবাক্যে যে আত্মার উপাসনা উক্তা

আছে তাহাতে আত্মত্বাদি ধর্ম্ম সকল অর্থাৎ আত্মার গুণ সকল উপাসনাজন্য কল্পিত করিতে হয়, যেহেতু তোমার মতে উপাসনাবিষয়ে অবশ্যই গুণ স্বীকার্য্য হইয়াছে। নতুবা উপাসনা হয় নাই। এমতে আত্মাচৈবমুপাসীত এই স্থলে উপাসনাজন্য আত্মার গুণ স্বীকারে ব্রহ্মের অনাত্মত্বাপত্তি হয়। যিনিই উপাস্য তিনিই কল্পিত এই কথা কহিতে তুমি অশক্য, যেহেতু তাহা হইলে তোমার নিজমত ব্যাঘাত হয়। যথা আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য, ব্যতিহারো বিশিংষন্তি, এই ব্রহ্মসূত্রদ্বয়। তদর্থ, প্রধানের অর্থাৎ ব্রহ্মের আনন্দরূপত্বাদি ধর্ম্ম উপাস্য হইয়াছেন। এই পূর্ব্ব সূত্রার্থঃ, ত্বংবা অহমস্মি ভগবো দেব তে অহং বৈ ত্বমসি তত্ত্বমসীত্যাদিবাক্যানি জীবভাবেন ব্রহ্ম বিশিংষন্তি ব্রহ্মভাবেন জীবঞ্চেতি ব্যতিহারস্তয়োঃ পরস্পরাভেদঃ সিদ্ধ ইতি পরসূত্রস্যার্থঃ শঙ্করেণ ভাষিতঃ। এই পরসূত্রীয় শঙ্কর-ভাষ্যের অর্থঃ, তুমিই যে সেই আমি, আমি যে, সেই তুমি ইত্যাদিবাক্যে জীবভাবে ব্রহ্মকে বিশেষ করিতেছেন এবং ব্রহ্মভাবে জীবকে বিশেষ করিতেছেন, অতএব জীবব্রহ্মের পরস্পর অভেদ সিদ্ধ হইয়াছে। এতদুভয়সূত্রার্থে আনন্দাদির ও জীবব্রহ্মাভেদের উপাস্যত্ব বিষয়ে যথার্থত্ব যদ্রূপ, অদ্বৈতবাদী তুমি স্বীকার কর, তদ্রূপ পরমেশ্বরের সার্ব্বজ্ঞাদিগুণের যথার্থত্ব স্বীকার কর, কিহেতু লজ্জা করিতেছ। সগুণ ও নির্গুণ উভয় প্রতিপাদক বেদবাক্যের সত্যতা হইলে ব্রহ্মদ্বয় হয়, তাহা নিরাস করিতেছি। সগুণ ও নির্গুণ এই উভয়বিধ বেদবাক্যদ্বারা বিকল্প হইতে পারে না। অর্থাৎ কদাচিৎ সগুণ ও কদাচিৎ

নির্গুণ ব্রহ্ম এই কথা বচনীয়া নহে। যেহেতু সিদ্ধ বস্তু পর-ব্রহ্মে বিকল্প সম্ভবে নাই, অগ্নি কদাচিৎ উষ্ণ কদাচিৎ শীতল ইহা কহিতে পার না। অনুষ্ঠানসাধ্য কর্ম্মে বিকল্প হইয়া দ্বিরূপতা হইতে পারে। তাহার উদাহরণ, বেদে কোন হোম বিষয়ে লিখিয়াছেন যে সূর্য্যের অনুদয়ে হোম করিবে এবং অনুদয় হোমকে নিন্দা করিয়া উদয় হোম কহিয়াছেন, পুনর্ব্বার উদয়হোমকে নিন্দাদ্বারা অনুদয় হোম কহিয়াছেন, এস্থলেই উদিত ও অনুদিত কালযোগদ্বারা দুই প্রকার হোম হয়। যাহা তুমি কহিয়াছ সগুণপ্রতিপাদক বেদবাক্যের ব্যবহারিকগুণবোধকত্ব ও নির্গুণপ্রতিপাদক বেদবাক্যের পারমার্থিকগুণাভাববোধকত্ব, তাহা অতি মন্দ। যেহেতু ব্রহ্মগুণপ্রতিপাদক বাক্যমধ্যে ব্যবহারিকবাচি এমন একটি পদ নাই, এবং তব মতে গুণসকল কল্পিতহেতু মিথ্যাভূত হই-য়াছে, অতএব সেই মিথ্যাভূতগুণপ্রতিপন্নকারি বেদবাক্যের বন্ধ্যাপুত্রেরন্যায় অপ্রামাণ্যাপত্তিহেতুক তোমার নাস্তিকতা-পত্তি হয়। এবং স দেব সোম্যেতি শ্রুতিতে সৃষ্টিপূর্ব্বে ব্রহ্মের সত্তাধর্ম্ম শ্রুত আছে, তাহার মিথ্যাত্ব হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মের সত্তারূপ ধর্ম্মের অভাবে শূন্যভাবাপত্তি হয়। গুণমিথ্যাবাদী-দিগের এই দোষদ্বয় দুষ্পরিহর হইয়াছে। অস্মন্মতে, সগুণ ও নির্গুণ বেদবাক্যদ্বয়ের সত্যতা আছে। যথা, সগুণবাক্য অপ্রা-কৃত গুণবিধান করেন; নির্গুণবাক্য, সেইগুণ প্রাকৃত নহে ইহা নিষেধ করেন। এরূপ সুন্দর ব্যবস্থা আছে; উক্ত ব্যবস্থাতে শ্রীভাগবতৈকাদশস্কন্ধ প্রমাণ; যথা, মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকং। সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যা-

সঙ্গাদয়ো গুণাঃ॥ অস্যার্থঃ, নির্গুণ অর্থাৎ প্রাকৃতগুণ রহিত আমাকে গুণ সকল অর্থাৎ অপ্রাকৃত গুণ ভজনা করে। এই শ্লোকের এই অর্থ না করিলে গুণহীনে গুণভজন সম্ভবে নাই। বিষ্ণুপুরাণে শ্রীপরাশর কর্ত্তৃক তাহা স্ফুট আছে। যথা, অনন্ত-কল্যাণগুণোসাবিতি। অর্থঃ, বিকারাত্মক প্রাকৃত গুণনিষেধ করিয়া স্বরূপানুবন্ধি অনন্তকল্যাণগুণ, ভগবান্ পরাশরঋষি স্বীকার করিয়াছেন। তোমাদিগের মতে নির্গুণ বাক্যেও পরমেশ্বরে সাক্ষিত্বাদি ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। ধর্ম্ম স্বীকার ব্যতিরেকে, সেই ব্রহ্মে সাক্ষ্যাদি শব্দ প্রবৃত্ত হয় নাই, ধর্ম্ম স্বীকার করিলে ব্রহ্মের সাক্ষিত্বাদিগুণ বিশিষ্ট হইয়া সগুণত্ব অনিবার্য্য হয়। এবং ধর্ম্মের অস্বীকারে পরমর্ষি-বেদব্যাস-সূত্রীয়সমন্বয়াধ্যায়-বিরোধ হয়। তদযথা, অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপ-দেশাৎ, অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ। এই সূত্রদ্বয়ার্থঃ, যে পরমেশ্বর পৃথিবীতে অন্তর্যামিত্বরূপে স্থিত হইয়া পৃথিবীকে নিয়মন করেন, এই বৃহাদারণ্যক শ্রুত্যর্থদ্বারা পৃথিব্যাদি সর্ব্ব বিকার নিয়মনরূপ সত্যাদি ধর্ম্ম পরমেশ্বরে কথিত আছে। মণ্ডূক শ্রুতিতে, অগ্রাহ্য দিব্য অমূর্ত্ত পুরুষ এই অর্থদ্বারা অদৃশ্যত্বাদিধর্ম্মা ভগবান্ হরি বোধ্য হইয়াছেন। তাহাতে যঃ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমেশ্বরের ধর্ম্ম অর্থাৎ গুণ কথন আছে। এস্থলে পুনর্ব্বার নির্গুণবাদী কহিতেছেন, তুমি যে সাক্ষিত্বাদি ধর্ম্মদ্বারা সগুণ ব্রহ্ম স্বীকার কর তাহা নহে; তবে কি, সাক্ষিত্বাদি গুণ ত্যাগ করিয়া কেবল চিন্মাত্র ব্রহ্ম লক্ষ্য হন। তাহাতে উত্তর, নির্গুণবাদী তুমি, কেবল শুদ্ধ ব্রহ্ম, শব্দাবাচ্য ইহাই স্বীকার কর; এক্ষণে কিজন্য তাদৃশ

শুদ্ধ ব্রহ্মে লক্ষণাশ্রয় করণে বাধ্য হও। শব্দাবাচ্যে লক্ষণা সম্ভব নহে, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। যদি বল, সাক্ষিত্বাদি ধর্ম্মের অনুবাদ মাত্র, তাহা কহিতে পার না; যেহেতু একদ্বারা উক্তার্থ অন্যদ্বারা অনুবাদ হয়, শ্রুতিদ্বারা প্রাপ্ত সাক্ষিত্বাদি ধর্ম্মের শ্রুতিদ্বারা অনুবাদ হয় নাই, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সেই হেতু অপ্রাকৃত অনন্তগুণরত্নাকর হরি সকল বেদবাচ্য, নিগুর্ণ চিন্মাত্র অলীক জানিবে। অত্র প্রমাণং নতৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ইত্যাদি শ্রুতিঃ, মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়েতি ভগবদ্গীতা চ। অস্যার্থঃ, সেই ভগবানের সমান ও অধিক নাই। ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন, আমা হইতে পরতর কিঞ্চিন্মাত্র নাই। এই শ্রুতিস্মৃতি দ্বারা সগুণ ব্রহ্ম হইতে চিন্মাত্র ব্রহ্মের ঔৎকর্ষ্য প্রতিষেধ হইয়াছে। অতএব নির্গুণবাদী তোমার কুসৃষ্টিদ্বারা স্বীয় সভাতে নিগুর্ণ ব্রহ্ম সাধিত হইলেও, কিন্তু তদ্দ্বারা পুরুষার্থ নাই। যেহেতু দৃষ্ট হইতেছে গুণবান্ হইলেই অনুরাগ-বিষয় হয়। অগুণবান্ তুচ্ছহেতুক অনুরাগ বিষয় হয় নাই। অতএব দুঃখহর এবং সুখদাতা তিনিই এস্থলে মোক্ষজন্য অনুরাগযোগ্য হন। সেই হেতু নিগুর্ণ প্রতিপাদনে তোমার বৃথা শ্রমমাত্র। সগুণব্রহ্ম-জ্ঞানদ্বারা মোক্ষরূপ পুরুষার্থ হয়। তত্র প্রমাণং শ্রীভগবদ্গীতায়াং, ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বভূতমহেশ্বরং। সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি। অস্যার্থঃ, ভগবান্ কহিতেছেন যে, যজ্ঞতপস্যার ভোক্তা ও সকল ভূতের মহেশ্বর ও সকল ভূতের সুহৃৎ আমাকে জ্ঞাত হইলে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। পুনর্ব্বার নির্গুণবাদী বিষ্ণুর সকল বেদবাচ্যত্ব

বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন। যথা তৈত্তিরীয়কে, যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। স্মৃতৌ চ, যতোঽপ্রাপ্য নিবর্ত্তন্তে বাচশ্চ মনসা সহ। অহং চান্যে ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥ অস্যার্থঃ, যে ভগবান্‌কে অপ্রাপ্ত হইয়া মনের সহিত বাক্য নিবৃত্তি হয়। যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত বাক্য নিবৃত্তি হয়, এবং ব্রহ্মা কহিতেছেন, আমি ও অন্য দেবতা সকল যাঁহাকে জানিতে পারি নাই, সেই ভগবান্‌কে নমস্কার মাত্র করি। ইত্যাদি প্রমাণদ্বারা বিষ্ণুর সর্ব্ববেদবাচ্যত্ব কিরূপে হইতে পারে। এবং সর্ব্ববেদবাচ্যত্বে বা এই শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণের কি গতি হয়। তদ্বিষয়ে উত্তর, যে বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া মনের সহিত বাক্য নিবৃত্তি হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই ;—অনন্তগুণপ্রযুক্ত বিষ্ণুর গুণের সাকল্য জানা যায় না, এতদ্রূপা গতি শ্রুতিস্মৃতিবাক্যের স্বীকার্য্যা হইয়াছে। অতএব সগুণপ্রতিপাদক সর্ব্বজ্ঞাদিশব্দ ও নির্গুণপ্রতিপাদক নির্গুণাদি শব্দ, সমস্ত কল্যাণ গুণ প্রতি-পাদনদ্বারা ও প্রাকৃত গুণ রহিত প্রতিপাদনদ্বারা সমস্ত বেদ-বাক্যের ভগবৎপ্রতিপাদকত্ব হইয়াছে। এতদ্দ্বারা, সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তীত্যাদি শ্রুতির অর্থাৎ, সকল বেদ যে ভগ-বান্‌কে প্রতিপন্ন করেন, এই শ্রুতির অবিরোধ হইল। শুদ্ধ পরিপূর্ণ বিষ্ণুর বেদবাচ্যত্ব ভগবান্ সূত্রকার বেদব্যাস কহিয়া-ছেন ; যথা, ঈক্ষতের্নাশব্দং। অস্যার্থঃ, বেদবাচ্যত্ব-দর্শন হেতুক ব্রহ্ম অশব্দ নহেন অর্থাৎ বেদাপ্রতিপাদ্য নহেন, কিন্তু শব্দবাচ্য হন। এ সূত্র ব্যাখ্যাতে কেহ অশব্দে প্রকৃতি কহেন। কিন্তু তাহা নহে, সেই প্রকৃতির অজামেকামিত্যাদি শ্রুতি

দ্বারা শব্দবাচ্যত্ব আছে। পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন। বেদ-মধ্যে জ্ঞানকাণ্ডে বিষ্ণু প্রতিপাদ্য হইতে পারেন। কিন্তু কর্ম্ম-কাণ্ডে বিষ্ণুর বাচ্যতা কোন মতেই হইতে পারে না। অত-এব বিষ্ণুর সর্ব্ববেদপ্রতিপাদ্যত্ব কিরূপে হইতে পারে? উত্তর। জ্ঞানকাণ্ডে সাক্ষাৎব্রহ্ম প্রতিপন্ন করেন। কর্ম্মকাণ্ডে জ্ঞানাঙ্গকর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারা পরম্পরাসম্বন্ধে ব্রহ্ম প্রতিপন্ন করেন। তাহাতে প্রমাণ, বৃহদারণ্যকশ্রুতি, তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি। তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবি-দিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেনেতি চ। এইশ্রুতিদ্বয়ার্থঃ, উপনিষদ্ কর্ত্তৃক প্রতিপাদ্য সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসাকরি। সেই পরমাত্মাকে বেদানুবচন অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ জানিতে ইচ্ছা করেন। পূর্ব্বশ্রুতি, জ্ঞানকাণ্ডে সাক্ষাৎ দর্শন কহিয়াছেন। পরশ্রুতি, জ্ঞানাঙ্গকর্ম্মদ্বারা দর্শন কহিয়াছেন। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন যে, বৃষ্টিকামনা করিয়া ও পুত্র কামনা করিয়া ও স্বর্গকামনা করিয়া কারীর্য্যা ও পুত্রেষ্টি ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে। ঐ সকল যজ্ঞদ্বারা বৃষ্ট্যাদি ফল প্রাপ্তবিধান করত বেদ কর্ম্মপর হইয়াছেন। অতএব বেদের ব্রহ্মপরতা হইতে পারে না, অর্থাৎ বেদ বিষ্ণুফলক জ্ঞান প্রতিপন্ন করেন নাই। অতএব বেদমধ্যে জ্ঞানকাণ্ড যাহা আছে, তাহাও যজ্ঞ নিমিত্ত যজ্ঞকর্ত্তা ও দেবতা প্রতি-পাদনহেতু কর্ম্মপর হয়। এরূপ মীমাংসকের পূর্ব্বপক্ষে উত্তর প্রদান হইতেছে। এ কথা নহে, বেদে পুত্রেষ্ট্যাদি যজ্ঞ-বিধানে তাৎপর্য্য এই যে, পুত্রেষ্ট্যাদি যজ্ঞ করিয়া তাহার ফললাভে অর্থাৎ বেদে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই সত্য

হইতে পারে এই বিবেচনায়, বেদে সশ্রদ্ধ জনের বেদে রুচি হইয়া সম্যগ্‌বেদার্থ বিচারে প্রবৃত্তি হয়; তাহা হইলেই জ্ঞানকাণ্ডগত এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণ. অর্থাৎ, এই পরব্রহ্মকে না জানিয়া যে ব্যক্তি মৃত হয়, সে জন অতি কৃপণ অর্থাৎ ভাগ্যহীন, এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানরহিত কর্ম্মিদিগের নিন্দাদ্বারা ঐ বেদের প্রামাণ্যবোধে ব্রহ্মবুদ্ধি জন্মে। অতএব সকলবেদ ব্রহ্মপর হইয়াছেন। উক্ত ব্যবস্থা প্রমাণ করিতেছেন। যথা একাদশস্কন্ধে, পরোক্ষবাদো বেদোয়ং বালানামনুশাসনং। কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥ অস্যার্থঃ, এই বেদ প্রচ্ছন্নবক্তা, যদ্রূপ বালক দিগের অনুশাসন অর্থাৎ বালককে ঔষধরূপ নিম্ব ভক্ষণ করাইবার জন্য তৎপিতা বালকপ্ররোচক লড্ডুক প্রলোভন করত ঔষধ ভক্ষণ করান, তাহাতে ঔষধ পানের কামিত আরোগ্য লাভ হয়, তদ্রূপ এই প্রচ্ছন্নবক্তা বেদ পুত্রাদি ফলদ্বারা জনকে লোভ দেখাইয়া কর্ম্মমোক্ষজন্য কর্ম্ম সকল বিধান করেন।

পুনর্ব্বার কর্ম্মি-পূর্ব্বপক্ষ যে, কর্ম্ম করিলেই অবশ্য কর্ম্মকর্ত্তার তৎফলপ্রাপ্তি হয়, কদাচ নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি হইতে পারে না। তদুত্তর। ফলোদ্দেশে কর্ম্মকরিলেই তৎফল-লাভ হয়, নতুবা অভিনিবেশশূন্য হইয়া ঈশ্বরার্পিত কর্ম্ম তৎফল প্রদান করেন নাই, কিন্তু সেই নিষ্কাম কর্ম্ম, চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানোদয়ের কারণ হন। যদি বল, বেদে শ্রবণ আছে কর্ম্মকরিলেই তৎফল হয়। উত্তর, বেদে যে ফল শ্রুত আছে, তাহা রোচনার্থ জানিবে, ঔষধপানে কামিত আরোগ্য লাভ তুল্য। মীমাংসক তুমি যাহা কহিয়াছ, কর্ম্মাঙ্গকর্ত্তা দেবতাদি প্রতিপাদনদ্বারা

জ্ঞানকাণ্ড যিনি কর্ম্মকাণ্ডানুগত হইয়াছেন ; তাহার উত্তর, জ্ঞানকাণ্ড ভিন্নপ্রকরণ এবং কর্ম্মকাণ্ড ভিন্ন প্রকরণ। জ্ঞানকাণ্ডের আত্মপরত্ব শ্রুত আছে, ঐ জ্ঞানকাণ্ডকে কর্ম্মকাণ্ডানুগত করিলে শ্রুত যে আত্মপরতা তাহার হানি হইয়া অশ্রুত যে কর্ম্মপরতা তাহার কল্পনা করত মহান্ দোষ হয়। প্রত্যুত জ্ঞানকাণ্ডে সংসার-তরণে যজ্ঞরূপ নৌকাকে জীর্ণ বলিয়া কর্ম্ম নিন্দা করিয়াছেন। যথা, প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা ইতি। তদ্‌যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইত্যাদিদ্বারা কর্ম্মফল ও স্বর্গকে নিন্দা করিয়াছেন। অতএব সেই জ্ঞানকাণ্ডের কর্ম্মকাণ্ডানুগতত্ব কিরূপে হইতে পারে? বরং জ্ঞানকাণ্ড পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিদ্বারা কর্ম্ম ও তৎফলের তুচ্ছতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যদি বল, সিদ্ধ বস্তু ব্রহ্ম, তৎপ্রতিপাদনে বেদ প্রয়োজন করে নাই, অসিদ্ধবস্তু কর্ম্মাদি-প্রতিপাদনে বেদের প্রয়োজন থাকায় আবশ্যক আছে। উত্তর, সেই বেদের ব্রহ্মের অস্তিত্ববোধ-করণে সার্থকতা আছে। যদ্রূপ কোন ব্যক্তির গৃহে রত্ন থাকিলেও সে ব্যক্তির বিস্মরণ কালে কোন প্রামাণিক ব্যক্তির, তোমার গৃহে নিধি আছে এই বাক্য দ্বারা সেই পুরুষের হর্ষরূপ অর্থ দৃষ্ট হইতেছে। তদ্রূপ পরমানন্দরূপ আমার অংশি ব্রহ্ম আছেন, এই প্রকার জীবের ব্রহ্মাস্তিত্ব জ্ঞানহেতুক জ্ঞানকাণ্ড-বেদের আনর্থক্য নাই; অতএব তৎপ্রকাশকারি শ্রবণ, মনন, ইত্যাদি নিমিত্ত বেদের প্রবৃত্তি। তাহাতে দৃষ্টান্ত, কোন ব্যক্তির পুত্র হইলেও, তোমার পুত্র হইয়াছে, এই স্বরূপপ্রতিপাদক-বাক্যে হর্ষরূপার্থ দৃষ্ট হইতেছে, এবং রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলে,

সর্প নহে, এই রজ্জু, এই যথার্থবাক্যে তাহার ভয় নিবৃত্তিরূপার্থ দৃষ্ট হইতেছে, তদ্রূপ। যদি বল, জৈমিনি, সূত্রোক্ত-আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানামিতি অর্থাৎ, বেদের ক্রিয়ার্থত্ব-হেতুক অক্রিয়ার্থ বেদের অনর্থকতা, এই অনর্থকবাদ কোন্ স্থলে স্বীকার্য্য? উত্তর, ঐ আনর্থক্যবাদ বেদ-মধ্যে পুরুষার্থের অনুপযোগী সিদ্ধ উপাখ্যানাদি যাহা আছে, তদ্বিষয় জানিবে। তাহা না বলিলে, যদি বেদমধ্যে ক্রিয়ার্থ ভিন্ন সকল বাক্যের আনর্থক্য হয়, তবে নিষেধ-বাক্য যাহা আছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণঃ স্ুরাং ন পিবেৎ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবে না, এই নিষেধ বাক্যের অক্রিয়ার্থহেতু আনর্থক্য হয়। জৈমিনির এরূপ মত নহে, তিনি হরিভক্ত, তাহা প্রতিপন্ন তৎসূত্রেই হইয়াছে। যথা, দ্বিরূপং ব্রহ্মেতি। অনুষ্ঠেয়ং ক্রিয়ারূপং প্রাপ্যং চিৎসুখরূপঞ্চেতি, যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি, ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং তদেষাভ্যুক্তা সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম আনন্দো ব্রহ্মেতি চৈবমাদিশ্রুতেঃ॥ অস্যার্থঃ, ব্রহ্ম দ্বিরূপ হন। অনুষ্ঠেয় ক্রিয়ারূপ ও ক্রিয়াপ্রাপ্য চিৎসুখ-রূপ। যেহেতু যজ্ঞস্বরূপ বিষ্ণু হইয়াছেন, এবং ব্রহ্মবিৎ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন, এই শ্রুতি ব্রহ্মকে অভিমুখী করিয়া প্রবৃত্তা হইয়াছেন। এস্থলে অগ্রে যজ্ঞাদি করণ ব্যতিরেকে পরপ্রাপ্তি অর্থাৎ চিৎসুখ ব্রহ্মলাভ হইতে পারে না; এজন্য যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানে জৈমিনি ঋষির বাক্যের প্রথমত অভিনিবেশ হইয়াছে। ভগবান্ বাদরায়ণ শিষ্যহেতুক জৈমিনির ব্রহ্মনিষ্ঠা, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বয়ং বেদব্যাস, জৈমিনির আন্তরীণ মত ব্রহ্মনিষ্ঠা, স্বপুত্র শুকদেবকে কহিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মই

যে বেদ-প্রতিপাদ্য এই নির্ণীত হইল। এরূপে নিরীশ্বর কর্ম্মঠ প্রভাকরাদি নিরস্তীকৃত হইলে পুনর্ব্বার নির্লজ্জ নির্বি-শেষ চিদৈক্যবাদী আশঙ্কা করিতেছেন। যথা, সকল বেদ যে ভগবান্‌কে প্রতিপন্ন করেন এবং যে ভগবান্‌কে বাক্যদ্বারা বলা যায় না,' এই দুই প্রকার শ্রুতি থাকাতে ভগবান্ বেদ বাচ্য এবং অবাচ্য প্রতীতি হইতেছে। অতএব এস্থলে এরূপ সঙ্গতি করিতে হইবেক যে, মায়োপাধি ঈশ্বর বেদবাচ্য ও মায়াতীত নির্বিশেষ ব্রহ্ম শুদ্ধ, তিনি লক্ষ্য হইয়া থাকেন; যেহেতু শুদ্ধ ব্রহ্মে শব্দের প্রবৃত্তি হয় না, এবং নাম ও রূপ-রহিতহেতু নাম-জাত্যাদি কিছু নাই। এই পূর্ব্বপক্ষে উত্তর, বেদবাচ্য হইলেও ঈশ্বরের শুদ্ধত্ব আছে। তত্র প্রমাণং, সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে ইত্যাদি। অর্থঃ, ঈশ্বরে প্রাকৃতসত্ত্বাদি গুণ নাই। এই প্রমাণদ্বারা বেদপ্রতিপাদ্য ঈশ্বরের শুদ্ধত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। সেই ঈশ্বর নির্ব্বিশেষ নহেন, যেহেতু পূর্ব্বে স্বরূপানুবন্ধি গুণ কথিত আছে। এবং যদ্রূপ কাষ্ঠময় হস্তীর ডিত্থ নাম ও কাষ্ঠময় মৃগের ডবিত্থ নাম কল্পিত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরের নামাদি কল্পিত নহে। কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপানু-বন্ধি নামাদি আছে, তাহা পরে ব্যক্ত হইবে। সেই হেতু এস্থলে এই বোধ হইয়াছে যে, ভগবান্ স্বয়ং বেদরূপ, বেদ-সিদ্ধ স্বরূপানুবন্ধি নাম সকলের দ্বারা গোচরীভূত হন, অতএব ভগবানের বেদবাচ্যত্ব আছে। তথাচ শ্রীরামোপনিষদি। নমো বেদাদিরূপায় ওঁকারায় নমো নমঃ। বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুম ইত্যাদি স্মৃতিঃ॥ এই প্রমাণের দ্বারা স্বয়ং বেদরূপ ভগবান্ হইয়াছেন, অতএব স্বস্বরূপ বেদবাচ্য

প্রযুক্ত অর্থাৎ উপনিষৎপ্রতিপাদ্য এই যোগার্থ দ্বারা পরমাত্মার ঔপনিষদ একটি নাম হইয়াছে। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ, বেদের শব্দরাশি-স্বরূপ-হেতুক প্রথমক্ষণোৎপত্তি দ্বিতীয়ক্ষণস্থায়ী তৃতীয়ক্ষণধ্বংস হওয়াতে বেদের অনিত্যত্ব হয়; অতএব বেদের নিত্যত্ব কিরূপে হইতে পারে। উত্তর, বেদের সত্যত্ব, ভগবান্ সূত্রকার কহিয়াছেন। সূত্রং যথা, অতএব চ নিত্যত্বমিতি। অস্যার্থঃ, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, ব্রহ্মাদির যেরূপ আকার, তদাকার অন্যথা না করিয়া প্রতিসৃষ্টিতে সেইরূপ আকৃতির সৃষ্টি হয়, সেই নিত্যাকৃতি প্রতিপাদক হেতু বেদের নিত্যত্ব হয়। বেদের আবির্ভাব তিরোভাবকে উৎপত্তি বিনাশ কহে। এস্থলে এরূপ কহিতে পার না যে, বেদের ভগবৎস্বরূপতা ও নিত্যতা সে কেবল স্তুতিমাত্র। যদ্রূপ দেবাকার হরির হংসমৎস্যাদি বিজাতীয় আকারাবির্ভাব হয়, তদ্রূপ বর্ণরাশি-বেদ, হরির আবির্ভাব হয়। নমো বেদাদিরূপায় ইত্যাদি শ্রুতিবলদ্বারা ভগবানের সহিত বেদের অভেদ না থাকিয়া ঐক্য থাকাতে বর্ণরাশি বেদের নিত্যত্ব ও চিদ্রূপত্ব সিদ্ধ আছে। অতএব বেদাত্মক নাম সকলের ভগবৎস্বরূপতুল্য চিদ্রূপতা ও মোচকতা ও সাকল্যরূপে অগোচরতা নিরূপিতা দেখা যাইতেছে। চিদ্রূপতা যথা, ঋক্শ্রুতৌ, আস্য জানন্তো নামচিদ্বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁতৎসদিতি॥ অস্যার্থঃ, হে বিষ্ণু এই তোমার নাম মহিমা জ্ঞাত হইয়া কেবল নাম উচ্চারণ করিয়া তব বিষয়া বিদ্যা ভজনা করিব, সেই নাম বিজ্ঞান স্বরূপ, অতএব স্বপ্রকাশ। ঐ নামের কিঞ্চিন্নির্দ্দেশ করিতেছেন, ওমিত্যাদি। এই

শ্রুতিতে পরমাত্মার ওঙ্কারাদি নাম যাহা আছে, তাহা কৃষ্ণাদি নামের উপলক্ষণ। মোচকতা যথা ভারতে, সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং। বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥ অস্যার্থঃ, যে জনকর্ত্তৃক একবার হরি এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারিত হয়, সেই জন মোক্ষ গমন নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হয়। সাকল্যরূপে অবাচ্যতা যথা স্মৃতৌ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। নামকর্ম্মস্বরূপাণি ন পরিচ্ছেদগোচরে। যস্যাখিলপ্রমাণানাং স বিষ্ণুর্গর্ভগস্তব॥ অস্যার্থঃ, দেবকীকে কহিতেছেন, যাঁহার নাম কর্ম্ম স্বরূপ সকল নিখিল প্রমাণদ্বারা পরিচ্ছেদগোচর হয় না, সেই বিষ্ণু তোমার গর্ভ-গত। অত্র স্থলে পূর্ব্বপক্ষ। যথা পুরাণে, অনামরূপ এবায়ং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। অকর্ত্তেতি চ যো বেদৈঃ স্মৃতিভিশ্চাভিধীয়তে॥ অস্যার্থঃ, এই ঈশ্বর হরি, নামরহিত ও রূপরহিত ও অকর্ত্তা এতদ্রূপে বেদ ও স্মৃতিকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছেন। এই পদ্মপুরাণাদি বাক্যের সঙ্গতি কিরূপে হয়? উত্তর, অনন্তগুণহেতু, অনন্তনামহেতু ও প্রাকৃতরূপরহিতহেতু অনামা ও অরূপ শব্দবাচ্য হন। তত্র প্রমাণং বাসুদেবাধ্যাত্মে, অপ্রসিদ্ধেস্তদ্গুণানামনামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ। অন্যচ্চ, অনামা সোঽপ্রসিদ্ধত্বাদরূপো ভূতবর্জনাৎ। সাকল্যরূপে বিদিত না হইবাতেই ভগবন্নামাদির অপ্রসিদ্ধি জানিবে। তথা ন যত্র নাথ বিদ্যন্তে নামজ্যাত্যাদিকল্পনাঃ ইত্যাদি পূর্ব্ব প্রমাণ, উত্তর শ্লোকদ্বারা নিরস্ত হইয়াছে। উত্তরশ্লোকং যথা, ন কল্পনামৃতেঽর্থস্য সর্ব্বস্যাধিগমো যতঃ। অতঃ কৃষ্ণাচ্যুতানন্তবিষ্ণুনামভিরীড্যসে। অস্যার্থঃ, হে নাথ তোমাতে নাম-

জাত্যাদি কল্পনা নাই। পরশ্লোকে, কল্পনা ব্যতিরেকে সকলার্থের অধিগম হয় নাই; অতএব হে কৃষ্ণ, হে অচ্যুত, হে অনন্ত, এই সকল বিষ্ণুনাম অর্থাৎ ব্যাপকনামদ্বারা তুমি স্তবনীয় হও। এস্থলে পূর্ব্বোত্তরশ্লোকে কল্পনা এই পদপ্রয়োগ ব্যর্থ হইয়াছে। যেহেতু পূর্ব্বশ্লোকে নামজাত্যাদি নিষেধ হওয়াতেই ইষ্টসিদ্ধি হইয়াছে। পরশ্লোকে নামাদিকল্পনা নিষেধ করিয়া পুনর্ব্বার কৃষ্ণাদিনামের কল্পনোক্তি বিরুদ্ধা হয়। এবং কল্পনানামদ্বারা পরমেশ্বর স্তবনীয় হইতে পারেন নাই। সেই কল্পনাতে কৃষ্ণাদিনামের নিয়ম হয় না। যেহেতু কল্পনা নিয়মরহিতা হয়, অর্থাৎ কল্পনাতে নিয়ম নাই। যথা, মনুষ্যপশ্বাদিতে দেবদত্ত নাম ও তিথি নক্ষত্রের নাম ইচ্ছামত কল্পিত দেখা যাইতেছে। পরমেশ্বরে নামাদির অনিয়ম কহিতে পার না। যেহেতু পরমেশ্বরে সহস্রনামাদি নিয়মদ্বারা কথিত আছে। সেই হেতু নামজাত্যাদি কল্পনা এই স্থলে এই অর্থ করিতে হইবে যে, পরমেশ্বরে নাম যে কৃষ্ণাদি শব্দ ও জাতি যে দেবত্ব মনুষ্যত্বাদি ও কর্ম্ম সকল কল্পনা নহে, কিন্তু সেই সকল নামাদি ভগবানের স্বরূপশক্তি বিলাস রূপ ভগবানে আছে। কল্পনাব্যতিরেকে সকলার্থের বোধ হয় নাই, এস্থলে তাৎপর্য্য এই যে, সকল মনুষ্য পশ্বাদি দৃষ্ট বস্তুর নামাদি কল্পনা ভিন্ন অর্থাৎ ঘটনাভিন্ন ব্যবহারিক বোধ হয় নাই। কিন্তু কল্পিত নামাদিদ্বারা সেই মনুষ্যাদির বোধ হয়। অতএব প্রপঞ্চগত মনুষ্যপশ্বাদি হইতে নিষ্প্রপঞ্চ ভগবানের মহদ্বৈলক্ষণ্যহেতুক, প্রপঞ্চ বিজাতীয় তদ্বিলক্ষণ বিষ্ণুনাম অর্থাৎ বিশ্বব্যাপকনাম দ্বারা ভগবন্ তুমি ব্যক্ত-

মাহাত্ম্য হও অর্থাৎ তাদৃশ চিন্ময় সেই সকল নামদ্বারা তোমার মহিমা ব্যক্ত হয়। নাম্নাং চিন্ময়ত্বং যথা, নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ। সেইহেতু পূর্ণ শুদ্ধ হরিই সকল বেদবাচ্য, সেই বেদ কৃষ্ণাদি শব্দের দ্বারা আশ্রয়ভূত শুদ্ধচৈতন্য কৃষ্ণকে প্রতিপন্ন করেন; এবং জীব-প্রকৃতি-কালাদিশব্দদ্বারা আশ্রিত চিজ্জড়রূপকে প্রতিপন্ন করেন। এরূপে ভগবানের সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব এবং অনামাদিশব্দ এই সকল ব্যাখ্যাত হইল। যাঁহারা অনামাদিশব্দের স্ফুটার্থ জল্পনাকরেন, তাঁহারা জিজ্ঞাস্য হইয়াছেন যে, অনামাদি শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের বোধ হয় কি না। যদি বল বোধ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের অনামা এই নাম হয়। যদি বল বোধ হয় না, তবে বেদে অনামাদি শব্দারম্ভ ব্যর্থ হয়। সকল শব্দের অবাচ্যে ব্রহ্মে লক্ষণা সম্ভব নহে। অস্মম্মতে যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমেশ্বরের অনন্তগুণহেতুক সাকল্যরূপে বাচ্যত্ব নিষেধ করিয়াছেন। নতুবা সর্ব্বপ্রকারে অবাচ্য নহেন। যাহা হইতে বাক্য মন নিবৃত্তি হয়, এই শ্রুত্যর্থে পরমেশ্বর এক কালেই অবাচ্য নহেন অর্থাৎ কিঞ্চিৎ বাচ্য বটেন। যদ্রূপ কোন জন গঙ্গা হইতে নিবৃত্ত, এই বাক্যেতে সে ব্যক্তির গঙ্গাদর্শন কিঞ্চিৎ অবশ্যই বোধ হয় তদ্রূপ। এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে পরব্রহ্ম ভগবানের সাকল্যরূপে জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব নাই, কিন্তু কিঞ্চিৎজ্ঞাতত্ব আছে। তত্র প্রমাণং, কার্ৎস্ন্যেন নাজ্ঞোপ্যভিধাতুমীশ ইতি। অপ্রসিদ্ধেরবাচ্যং তদ্বাচ্যং সর্ব্বাগমোক্তিতঃ। অতর্ক্যং তর্ক্যমজ্ঞেয়ং জ্ঞেয়মেবং পরং

স্মৃতং। অস্যার্থঃ, সাকল্যরূপে অজ অর্থাৎ পরব্রহ্ম কথন-নিমিত্ত সমর্থ নহেন। অনন্তগুণাদিহেতু সাকল্যে বাচ্য নহেন, সকলাগমোক্তিদ্বারা কিঞ্চিৎ বাচ্য বটেন, সাকল্যরূপে অতর্ক্য হইয়াও কিঞ্চিৎ তর্কযোগ্য হন, সাকল্যরূপে জ্ঞানবিষয় না হইয়াও কিঞ্চিৎ জ্ঞানবিষয় পরব্রহ্ম হন। সাকল্যরূপে ভগবান অবাচ্য, তাহাতে হেতু জিজ্ঞাসায় প্রমাণ যথা শ্রীদশমে, জন্মকর্ম্মাভিধানানি সন্তি মেঽঙ্গ সহস্রশঃ। ন শক্যন্তেঽনুসংখ্যাতুমনন্তত্বান্ময়াপি হি। অস্যার্থঃ, ভগবান্ মুচুকুন্দ রাজাকে কহিয়াছেন। আমার সহস্র সহস্র জন্ম, কর্ম্ম ও নাম আছে, তাহা অনন্ত হেতুক আমি স্বয়ং সংখ্যা করিতে শক্য নহি। যাহার সাকল্যরূপে জ্ঞান না হয় তাহাকেই অজ্ঞাত বলিয়া ব্যবহার হয়। যদ্রূপ সুমেরুদর্শক পুরুষের সুমেরুর সাকল্য রূপে অদর্শনহেতুক সেই পুরুষকে অদৃষ্ট-সুমেরু বলা যায় তদ্রূপ। সেই হেতু বেদবাচ্য পরব্রহ্ম, জীব ও জড় প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন, ঐ পরব্রহ্ম জ্ঞাত এবং ধ্যাত হইয়া অবিদ্যা নিবারণ করেন, পরমানন্দ প্রদান করেন, স্বীয় পদ দেন, এই সকল পরাশরাদি তত্ত্বজ্ঞের সিদ্ধান্ত। পরাশরাদি ভগবন্মত জানিয়া সেই মত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই ভগবানের মত ব্যক্ত করিতেছি। যথা শ্রীগীতাসু, বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহং। দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ অস্যার্থঃ, ভগবান্ কহিতেছেন যে, সকল বেদদ্বারা আমিই বেদ্য এবং বাদরায়ণরূপদ্বারা চতুর্লক্ষণ্যা

বেদান্তকর্ত্তা আমি। এবং বেদবিৎ অর্থাৎ স্বর ও বর্ণদ্বারা বেদজ্ঞ আমি; সেই বেদার্থ কি, বেদে দুই পুরুষ নিরূপিত হইয়াছে, সেই দুই পুরুষ কে, ক্ষর ও অক্ষর; দেহ ক্ষরণ হেতু অনেকাবস্থ বদ্ধ জীব, তাহাকেই ক্ষর কহা যায়; সেই সকল জীবের জড়ধর্ম্মসম্বন্ধের অবিশেষ হেতুক একত্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জড়সম্বন্ধাভাবহেতু একাবস্থ মুক্তজীব তিনিই অক্ষর হন, একধর্ম্মসম্বন্ধহেতু একত্বে নির্দ্দেশ হইয়াছে। যদর্থে দুই পুরুষ নিরূপিত হইয়াছে, তাঁহাকে কহিতেছেন। ক্ষর ও অক্ষর হইতে ভিন্ন উত্তম পুরুষ পরমাত্মা, সেই পুরুষ তাহাদিগের মধ্যে এক, তাহা কল্পনীয় নহে, সেই পুরুষের উত্তমতাজ্ঞাপক ধর্ম্ম কহিতেছেন। যিনি লোকত্রয়প্রবিষ্ট হইয়া জগৎ ধারণ ও পালন করেন, এই ধারণাদি কর্ম্ম বদ্ধ ও মুক্ত জীবের অসম্ভব। জগদ্ব্যাপারবর্জ্জমিতি বেদান্তসূত্রে পরমাত্মা ভিন্ন সৃষ্ট্যাদিক্ষমতা বদ্ধ ও মুক্ত জীবের নিষিদ্ধ আছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ সমুদায়ের দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণু সকল বেদবেদ্য তাহা সুস্থির হইল।

ইতি ভাষ্যসারসিদ্ধান্তরত্নে শ্রীউপেন্দ্রমোহনগোস্বামি-ন্যায়রত্নকৃত-
বঙ্গভাষানুবাদে বিষ্ণোঃ সর্ব্ববেদবেদ্যত্বনির্ণয়ঃ
তৃতীয়ঃ পাদঃ।

অথ চতুর্থপাদারম্ভঃ।

নমঃ শ্রীহরয়ে বিঘ্নহরায়। যুক্তিরূপ ছলের প্রচুরতা থাকায় এই পাদের নাম বামন পাদ হইয়াছে। নিজাভীষ্টার্থ নিরূপণ-কারি আচার্য্যকর্ত্তৃক মধ্যে মধ্যে কেবলচিদদ্বৈতবাদী নিরস্ত হয়। যদ্রূপ মধুররস ভোজন কালে আগত কুক্কুর লোষ্ট্রক্ষেপণে নিরস্ত হয় তদ্রূপ। কিন্তু নিরস্ত হইয়াও পুনর্ব্বার স্বভাববশত প্রত্যুত্থান করিতেছে। বিজ্ঞানানন্দ, আত্মমূর্ত্তি, নিত্যধামাদি, সর্ব্বাবতারী, মায়াদিনিয়ন্তা, পুরুষোত্তম, তিনি জ্ঞাত ও ধ্যাত হইয়া সকল দুঃখ হরণ করেন, স্বপর্য্যন্ত সর্ব্বার্থ প্রদান করেন, এই অর্থ নিরূপিত হওয়াতে কেবলাদ্বৈতী অসহমান হইয়া নিজসিদ্ধান্ত দেখাইতেছেন; যথা, পরব্রহ্মস্বরূপ জীবের অজ্ঞানহেতু সংসার, যদ্রূপ রজ্জুর অজ্ঞানে সর্পাদি সৃষ্টি হয়, তদ্রূপ। সেই সংসার অদ্বৈতজ্ঞানমাত্রে নিবৃত্তি হয়, যেরূপ রজ্জুমাত্র জ্ঞানদ্বারা সর্পাদি-সৃষ্টি-বিনাশ হয়। এইহেতু অনর্থ-বীজাজ্ঞান বিনাশের নিমিত্ত তত্ত্বমস্যাদি বাক্যদ্বারা জীব-পরমাত্মার অদ্বৈত জিজ্ঞাস্য, সেই অদ্বৈতেই সকল শাস্ত্র-তাৎপর্য্য। উত্তর, এ অতি অসৎ, যেহেতু তুমি অদ্বৈত-সিদ্ধি করিতে পার না। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই অদ্বৈত কি ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত, কি ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বীকারে অদ্বৈত-হানি হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইলে অদ্বৈত একটি ভিন্ন বস্তু হয়, এবং তব মতে ব্রহ্মভিন্ন সকল পদার্থের

মিথ্যাত্ব স্বীকার থাকায় ব্রহ্মাতিরিক্ত অদ্বৈত প্রতিপাদক তত্ত্বমস্যাদি শাস্ত্রের অযথার্থ প্রতিপাদকত্ব হয়। প্রথম পক্ষে দূষণার্পণদ্বারা ব্রহ্মাতিরিক্তঅদ্বৈতের মিথ্যাত্ব হওয়াতে তোমাকে সুতরাং দ্বৈতাবলম্বন করিতে হইল। দ্বিতীয় পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ অদ্বৈত তাহা বলা যায় না। স্বপ্রকাশরূপ নিত্য সিদ্ধ ব্রহ্মসাধনে শাস্ত্রের সিদ্ধ-সাধনতা দোষ অর্থাৎ নিরর্থকতা হয়। চিদদ্বৈতী পুনঃ প্রত্যুত্থান করত কহিতেছেন। যথার্থত ব্রহ্মের নিত্যসিদ্ধত্ব থাকিলেও অদ্বৈতাদি বিশেষরূপে অজ্ঞাত হওয়ায় শাস্ত্রের সিদ্ধসাধন দোষ হয় না। দ্বৈতবাদিন্, তব মতে এরূপ আছে যথা, গুণ ও গুণীর অভেদ থাকিলেও অর্থাৎ ঘটরূপ ঘট হইতে পৃথক্ না হইলেও রূপ বিশিষ্ট ঘটের স্পর্শের দ্বারা উপলব্ধিসময়ে ঐ ঘটের রূপ জ্ঞান হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মাদ্বৈত অভেদ রূপে নিত্য সিদ্ধ হইলেও বিশেষ জ্ঞান না হওয়ায় সেই বিশেষাবগতি জন্য শাস্ত্রাপেক্ষা আছে। উত্তর, এ কথা মন্দ, যেহেতু তব মতে আত্মার নির্বিশেষত্ব থাকায় বিশেষাবগতি হইতে পারে না। অতএব দার্ষ্টান্তিক আত্মার নির্বিশেষত্ব হেতু তদ্বিষয়ে বিষম যে গুণি-দৃষ্টান্ত তাহা নিরস্ত হইল। গুণিদৃষ্টান্ত সবিশেষেই সম্ভব। যেহেতু রূপ যিনি ঘট হইতে অভিন্ন হইয়াও ঘটের বিশেষণত্ব রূপে ভান হয়, কেবল রূপমাত্র ভান হয় নাই। বিষম দৃষ্টান্তদ্বারা দূষিত হইয়া অদ্বৈতবাদী পুনর্ব্বার প্রকারান্তরে প্রত্যুত্থান করিতেছেন। হেদ্বৈতবাদিন্, সিদ্ধ ব্রহ্মকে প্রতিপন্ন করণে শাস্ত্রের সিদ্ধ-সাধনতা দোষ হয় হউক, কিন্তু শাস্ত্র যদি সৎ অদ্বৈতকে কহেন, তবেই সেই দোষ হয়, এই কথা বলিব। তবে শাস্ত্র কি কহেন,

তাহা বলি। মায়া-অবিদ্যাদি-পর্য্যায় যে অনির্ব্বচনীয় রূপ তম, তিনি আত্মগত অদ্বৈতাদিকে আবরণ করিয়া সেই আত্মাতে ঈশ্বরত্ব ও জীবত্বাদি প্রপঞ্চকে ভাসমান করান্, সেই অজ্ঞান রূপ আবরণকে শাস্ত্র যিনি নিবৃত্তি করান্, অতএব আবরণ নিবৃত্তির পূর্ব্বে অদ্বৈতজ্ঞানাভাব হেতুক শাস্ত্রের সিদ্ধ-সাধনতা দোষ নাই। আবরণ নিবৃত্তি হইলেই আপনাহইতেই অদ্বৈত সিদ্ধ হন। অদ্বৈতবাদীর এই কথার উত্তর যে, তুমি যাহা কহিলে তাহা পূর্ণ সমাধান নহে। অজ্ঞান যিনি তিনি কাহারও আবরক হইতে পারেন না। যেহেতু আত্মার স্বপ্রকাশত্বরূপে নিত্যতা আছে এবং তাঁহার স্বরূপের বিশেষ নাই। স্বপ্রকাশ পদার্থের ও নির্ব্বিশেষ পদার্থের আবরণ হয় নাই। যদি বল যত্র স্থলে অন্ধকারাদি আবরণ হয়, সেই স্থলে ভূম্যাদি আবৃত হয়, এ নিয়ম সর্ব্বত্র কিন্তু অজ্ঞানের নহে। অজ্ঞানরূপ আবরণ ব্রহ্মস্বরূপকে আবরণ করেন, কি ব্রহ্মনিষ্ঠ বিশেষগুণবিভূত্যাদিকে আবরণ করেন। এই পক্ষদ্বয়ের কেবলাদ্বৈতবাদিমতে কোনপক্ষই সম্ভব নহে, যেহেতু আত্মার নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব অদ্বৈতমতে স্বীকার্য্য হইয়াছে। অতএব নিত্যস্বপ্রকাশ আত্মার এবং নির্ব্বিশেষের গুণবিভূত্যাদি বিশেষ না থাকায় অজ্ঞানদ্বারা আবরণ সম্ভব নহে। তথাচ অধিকদেশ-পরিমেয় বহ্নি ব্যাপক হইয়াছেন, অল্পদেশ-পরিমেয়-ধূম ব্যাপ্য হইয়াছেন, ঐ ব্যাপ্য ধূমদ্বারা ব্যাপক বহ্নির আবরণ হইতে পারে না। এমতে, সিদ্ধ-ব্রহ্মস্বরূপ-অদ্বৈতসাধনে শাস্ত্রের অনুপাদেয়তা ও অপ্রামাণ্য দোষ হয়। শাস্ত্র যিনি,

তিনি আত্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির অজ্ঞাতাত্মস্বরূপ জ্ঞাননিমিত্ত হন। সেই শাস্ত্রের আত্মজিজ্ঞাসুর সম্বন্ধে নিত্য স্বপ্রকাশ রূপে সিদ্ধ যে ব্রহ্মভূত আত্মা ঐ আত্মার বোধকরণে অপ্রা- মাণ্যতা হয়। অপ্রামাণ্য কিরূপে হয়, তাহা কহিতেছি, যে অর্থ অধিগত নাই, সেই অর্থ যিনি অধিগত করান্ তাহাকে প্রমাণ কহে। আত্মা যিনি তিনি নিত্য অধিগত হইয়াছেন। তত্র প্রমাণং যৎসাক্ষাদপরোক্ষো ব্রহ্মেতি শ্রুতেঃ॥ অস্যার্থঃ, ব্রহ্ম যিনি সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষ, অতএব অধিগতার্থ প্রমাণকারি- শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য দোষ হয়। যদি বল বিস্মৃত কণ্ঠমণির ন্যায় অর্থাৎ কণ্ঠগতমণি বিস্মরণ হইলে কোন প্রামাণিকের উপ- দেশে ঐ প্রাপ্ত মণির প্রাপ্তিতে ফল আছে। তদ্রূপ প্রাপ্ত আত্মা বিস্মৃত হওয়াতে তৎপ্রাপ্তি বিষয়ে ফল থাকায় শাস্ত্রের সিদ্ধসাধনতা দোষ নাই, এ কথা অতি মন্দ। যেহেতু হঠাৎ কোন মানসদোষজন্য উন্মত্ততাভিন্ন কণ্ঠমণি বিস্মরণ হয় না। এবং সেইরূপ আত্মপ্রাপ্তিতে স্বীকার করিলে, অদ্বৈত ভঙ্গ হয়। যেহেতু কণ্ঠমণি দেহী জীব হইতে পৃথক, আত্মা কোন মতেই পৃথক হইতে পারে না। এরূপে অজ্ঞানের আবরণত্ব নিরাসকরণানন্তর সেই অজ্ঞান নিমিত্ত শাস্ত্রের বিষয়ও প্রয়োজন সম্ভব নহে। যদি বল কিরূপে অসম্ভব। তাহার উত্তর, বিষয় যে অজ্ঞান, তিনি অজ্ঞাত হইয়াছেন, যদি অজ্ঞাত অজ্ঞানের শাস্ত্রে বিষয়ত্ব হয়, তাহা হইলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ঘটবিষয়ে শাস্ত্রাপেক্ষা হয়। আবরণত্বরূপে অজ্ঞা- নের অসম্ভবে, সেই অজ্ঞানাবরণের নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ যে প্রয়োজন, তাহা কহিতে পার না। বস্ত্র না থাকিলে

আতপাবরণ হয় না। তুমি যাহা কহিয়াছ, যথা, অবিদ্যাস্তময়ো মোক্ষঃ সা সংসার উদাহৃতঃ॥ অর্থঃ, অবিদ্যা নাশ হইলে মোক্ষ হয়, সেই অবিদ্যা সংসারের হেতু। ইহাও অজ্ঞানাসম্ভবে উপপন্ন হয় নাই। যদি বল, অজ্ঞানের অসত্তা হউক, কিন্তু অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ যে আত্মা তাহার সত্তা হেতুক শাস্ত্রের প্রয়োজন-সিদ্ধি হইয়াছে। এ অতি অসৎ। যেহেতু আত্মার পূর্ব্বসিদ্ধত্বদ্বারা অজ্ঞানহানির অসিদ্ধতাপত্তি হয়। অজ্ঞান নিবৃত্তি মোক্ষ ইত্যাদি তিনটি পক্ষ দূষিত হওয়াতে কেরলাদ্বৈতীর প্রকারান্তরে সাধিত অজ্ঞান নিবৃত্তির মোক্ষত্ব দূষিত করিতেছেন। অজ্ঞান-লক্ষণে সৎ, অসৎ, সদসৎ, এই পক্ষত্রয়ে দোষাশঙ্কা করিয়া চতুর্থপ্রকারতা অজ্ঞানের কল্পনা করিয়া সেই অজ্ঞান-নাশের পঞ্চমপ্রকারতা স্বীকৃতা হইয়াছে, তাহাও অজ্ঞানের অসম্ভবে নিরস্ত হইয়াছে। এই প্রকার অদ্বৈতবাদীর অঙ্গীকৃত, যথা, অজ্ঞানের সত্যতা নাই সত্যতা হইলে অদ্বৈত ভঙ্গ হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য ও অজ্ঞান সত্য এই দ্বৈত হইয়া উঠে। অজ্ঞানের অসত্যতা নাই, যেহেতু আমি অজ্ঞান এই প্রত্যয় সর্ব্বসাধারণ আছে। সৎ অসৎ উভয় নহে, যেহেতু শীতোষ্ণের ন্যায় একত্রে সত্তাসত্তের বিরোধ হয়। অতএব অজ্ঞানের সৎ এবং অসৎ হইতে বিলক্ষণ রূপ চতুর্থ প্রকার অনির্ব্বচনীয়ত্ব স্বীকার্য্য হইয়াছে। কিন্তু ঐ অজ্ঞান নিবৃত্তির চতুর্থ প্রকারতা সম্ভব নহে। যেহেতু অজ্ঞান নিবৃত্তি ও অজ্ঞান এতদুভয়ের বৈলক্ষণ্য অবশ্যই আছে, যদ্রূপ ঘটে ও ঘট-ধ্বংসে বৈলক্ষণ্য, এজন্য অজ্ঞান নিবৃত্তির পঞ্চম প্রকারতা স্বীকার করিতে হইবে। তদ্বিষয়ে আচার্য্য সম্মতি

কহিতেছেন। যথা, নসন্নাসন্নাসদসন্নানির্বাচ্যশ্চ তৎক্ষয়ঃ। যক্ষানুরূপো বলিরিত্যাচার্য্যঃপ্রত্যপীপদৎ॥ অস্যার্থঃ, অজ্ঞান-নাশ সত্য নহে, যেহেতু অজ্ঞানের সত্যতা স্বীকার নাই। অজ্ঞাননাশকে অসত্য বলা যায় না, যেহেতু আচার্য্যদ্বারা তত্ত্বং পদার্থশোধনানন্তর শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ আমি হইয়াছি, এরূপানুভবের বিরোধ হয়। এক বস্তু সৎ অসৎ এই উভয় হইতে পারে না, এবং অনির্ব্বচনীয় বলা যায় না, অতএব অজ্ঞান ও অজ্ঞান-নাশের বৈলক্ষণ্যের আবশ্যক হেতু সৎ অসৎ হইতে বিলক্ষণ অজ্ঞাননাশ জানিবে। অদ্বৈতবাদিন্, তোমা-দিগের এই আচার্য্য-সম্মতি সুন্দর নহে। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত রীতিদ্বারা অজ্ঞানসিদ্ধির অসম্ভব হওয়াতে কল্পিতাজ্ঞানের গগনপুষ্পতুল্য মিথ্যাত্ব হয়। প্রকারান্তর করিয়া পঞ্চমপ্রকার যে অজ্ঞান নিবৃত্তি, তাহাতে দোষার্পণ করিতেছেন। যথা, তব মতে অজ্ঞান নিবৃত্তি যিনি, তিনি আত্মা হইতে পৃথক্ কি আত্মস্বরূপা। আত্মাহইতে পৃথক্ অর্থাৎ অজ্ঞান কার্য্য অজ্ঞান নিবৃত্তি এই প্রথম পক্ষ সম্ভব নহে। যেহেতু অজ্ঞাননিবৃত্তি কালেও অজ্ঞানের অবস্থিতি হয়। অর্থাৎ যে ব্রহ্মাকারচিত্ত-বৃত্তির উৎপত্তি হয়, সেই চিত্তবৃত্তি সেই নিবৃত্তির উপাদান হন, স্বীয়োপাদানে অর্থাৎ ব্রহ্মাকার চিত্তবৃত্তিতে সেই অজ্ঞান নিবৃত্তি অংশদ্বারা অনুবর্ত্তিনী হন, উপাদানোপাদেয়ের এ নিয়ম সর্ব্বত্র, তাহা হইলেও অজ্ঞানের অংশ থাকা হেতু অজ্ঞান হইতে মোক্ষ হয় নাই। দ্বিতীয় পক্ষ যে আত্মস্বরূপা অজ্ঞান নিবৃত্তি, তাহা কহিতে পার না, যেহেতু আত্মার পূর্ব্ব সিদ্ধত্ব-দ্বারা তৎস্বরূপাজ্ঞান নিবৃত্তির অসাধ্যতা হয়। এমতে আত্মেতর

ও আত্মস্বরূপত্ব এতদুভয় প্রকারে অজ্ঞান নিবৃত্তির নিরূপণা-সম্ভবহেতু সেই অজ্ঞান-নিবৃত্তির পঞ্চম প্রকারতা দূরে নিক্ষিপ্তা হইল। এবং পঞ্চম প্রকারতা সম্ভব নহে। যথা ঘটাদির সত্ব, শশবিষাণাদির অসত্ব, কোন দেশে ঘট আছে, কোন দেশে নাই, কোনকালে ঘট আছে, কোন কালে নাই, এই দেশকাল ব্যবস্থাতে সত্বাসত্ব আছে, এমতে প্রকারত্রয়ের অনুভবহেতুক চতুর্থ প্রকারতা নাই, তাহার অভাবে অজ্ঞান নিবৃত্তির পঞ্চম প্রকারতা কিরূপে হইতে পারে। যদ্রূপ, ষড়্রসভিন্ন সপ্তম-রসাভাবহেতু অষ্টম রস কথন হাস্যাস্পদ তদ্রূপ। তব মতে শাস্ত্র হইতে কৃত্রিমাজ্ঞান নিবৃত্তিরূপা জ্ঞাতার্থ প্রয়োজন লাভ করিবার জন্য শমদমাদি সম্পন্ন অধিকারী প্রবর্ত্ত হয়, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রীতিদ্বারা অজ্ঞানের অসম্ভবহেতু তব মতে অধি-কারী অসম্ভব হয় এবং তদভাবে বিষয়াদির অসম্ভব, তদ্ধেতুক সম্বন্ধাভাব হয়, যেহেতু সৎবস্তুর শাস্ত্রের সহিত বোধ্যবোধক ভাব সম্বন্ধ, অধিকারীর সহিত ধ্যেয়ধ্যাতৃভাব, আত্মার সহিত মোক্ষের গ্রাহ্যগ্রাহকভাব ইত্যাদি বিস্তর সম্বন্ধ অজ্ঞানহেতুক হয়, অজ্ঞানাভাবে এই সকল সম্বন্ধ সম্ভব নহে। এবং সন্দিগ্ধ বস্তুর বিষয়ে যে তত্ত্ব-নির্ণয় তাহাকে বিচার কহে, তব মতে সন্দেহ অজ্ঞানকৃত হইয়াছে, সেই অজ্ঞানাভাবে বিচারারম্ভ ব্যর্থ হয়, অতএব তুমি যাহা কহিয়াছ, আবরণরূপা জ্ঞান নিবৃত্তি করত শাস্ত্রে দোষ নাই, তাহা মিথ্যা বাক্য।

ইতি ভাষ্যসারসিদ্ধান্তরত্নে শ্রীউপেন্দ্রমোহনগোস্বামি-ন্যায়রত্ন-কৃত-বঙ্গভাষানুবাদে কেবলাদ্বৈত-নিরাসঃ

চতুর্থঃ পাদঃ।

শুদ্ধি ও সংযোগ পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	যাহা আছে	যাহা পাঠ করিতে হইবে।
৮	১০	শ্রেষ্ঠঃ	শ্রেষ্ঠ।
৯	২০	ধনৈশ্বর্য্য	বলৈশ্বর্য্য।
১২	৪।৫	পর্য্যায়তার অনিবার্য্য	পর্য্যায়তা অনিবার্য্যা।
১৩	২০	উক্ত হইয়াছে	উক্ত হইয়াছে যে ধর্ম্ম।
৩০	৩	তৎপ্রমাণ	তৎপ্রমাণং।
ঐ	১৭	ভগবদ্বাক্য উক্ত আছে	ভগবদ্বাক্য আছে।
৩৪	১৬	জলনিষেচন নিমিত্ত	জলনিষেচন প্রবৃত্তি নিমিত্ত
৩৯	১৬	নন্দ মহাশয়ের বরুণ-কৃত পূজা শ্রবণ করিয়া এই	নন্দ মহাশয়ের মুখে বরুণ-কৃত পূজা শ্রবণ করিয়া ব্রজ গোপগণের এই।
৫৭	১৮	ধাত্র্যচিতাং	ধাত্র্যুচিতাং।
৮৫	৯	অর্থাৎ	অর্থ।
৮৭	১৫	অভেদ	ভেদ।

৪র্থ পৃষ্ঠার ২২ পংক্তিতে উদাহৃত জ্ঞাত্বা দেবমিত্যাদি শ্রুতির অপরার্দ্ধ শ্রুতিও এস্থলে অর্থ সহিত লেখা হইল। তস্যাভিধ্যানাতৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ। অর্থঃ, সেই দেবের ধ্যান দ্বারা লিঙ্গদেহ ধ্বংসানন্তর চন্দ্র ও ব্রহ্মা অপেক্ষা করিয়া তৃতীয় ভাগবতপদ সেই দেবত্ত্ব লাভ করেন।

৮ পৃষ্ঠার ৭ পংক্তিতে বেদব্যাসের যে সূত্রের কেবল অর্থ-তাৎপর্য্য মাত্র লিখিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার সূত্র ও ব্যাখ্যা লিখিত হইল। তথা চ সূত্রং, আহ চ তন্মাত্রং। দর্শয়তি চ। সূত্রদ্বয়ার্থঃ। মাত্রশব্দ অবধারণার্থ, সেই বিগ্রহই পরমাত্মা এইরূপ শ্রুতি কহেন; যথা, সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং। দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরমিত্যাদ্যাঃ॥ এস্থলে পুণ্ডরীকাক্ষত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট-বিগ্রহ তাহা স্ফুট আছে। দর্শয়তীতি সূত্রে সাক্ষাৎ প্রকৃতিপরোঽয়মাত্মা গোপাল ইতি শ্রুতিঃ এবং সত্যজ্ঞানানন্তা-নন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয় ইতি স্মৃতিশ্চ পরমাত্মানং বদতি। তস্মাৎ বিগ্রহত্বং প্রামাণিকং।